

রোভার সহচর

**ROVER SQUIRE**

(রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম)



বাংলাদেশ স্কাউটস

**Bangladesh Scouts**

# রোভার সহচর

(রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম)

গ্রন্থনায়	:	রোভার সহচর ও সদস্য স্তর টাস্ক ফোর্স
স্বত্ব	:	বাংলাদেশ স্কাউটস
সম্পাদনা	:	বাংলাদেশ স্কাউটস, প্রোগ্রাম বিভাগ
প্রকাশনা	:	ব্যবস্থাপনা কমিটি, জাতীয় স্কাউট শপ
প্রথম প্রকাশ	:	ফেব্রুয়ারি, ২০১৩
দ্বিতীয় প্রকাশ	:	নভেম্বর, ২০১৮
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও ডিজাইন	:	স্কাউটার মোঃ মাইনুল হক দিগন্ত মুক্ত স্কাউট গ্রুপ
মূল্য	:	৩৫ (পয়ত্রিশ) টাকা
বাংলাদেশ স্কাউটস	:	ISBN 984-33-1626-6

---

মুদ্রণে

: দাগ প্রিন্ট মিডিয়া, ১৪২/১, আরামবাগ, মতিঝিল বা/এ  
ঢাকা-১০০০। ফোন : ০১৮১৭ ০৭৬১৩৬

## মুখবন্ধ

স্কাউট আন্দোলন একটি আন্তর্জাতিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম। শিশু-কিশোর ও যুবকদের অবসর সময়ের সঠিক ব্যবহার করে তাদের সুশৃঙ্খল, পরোপকারী, আত্মনির্ভরশীল দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরিতে স্কাউটিং কার্যক্রম যুগযুগ ধরে খুবই সহায়ক বলে বিবেচিত হচ্ছে। রোভার সহচর বইয়ের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে অনুশীলন করে রোভার স্কাউটরা নিজেদেরকে রোভার স্কাউটদের সর্বোচ্চ সম্মান প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনের লক্ষ্যে প্রথম ধাপ অতিক্রমের উপযোগী রূপে তৈরি করে। কাজেই রোভার স্কাউটদের জন্য এই বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোভার স্কাউট পর্যায়ের প্রথম বই রোভার সহচর। স্বাভাবিক ভাবেই স্কাউটিংয়ের শিক্ষার জন্য এই বইয়ের অনুশীলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

স্কাউট কার্যক্রম কোন সময়ই বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে না। স্কাউটিং মূলতঃ মুক্ত অঙ্গনের শিক্ষা। প্রকৃতির উদার পরিবেশে আনন্দময় খেলাধুলা ও শিক্ষার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা জীবন গঠনে সুন্দরভাবে কাজে লাগে। বর্তমান বইটির বিষয়বস্তু অনুশীলনের পথ ধরে ছেলে মেয়েরা রোভারিংয়ের আনন্দময় জগতে প্রবেশ করবে। সেই সঙ্গে তারা সকলের উপকারে এগিয়ে এসে নিজেদের দক্ষ করে গড়ে তুলবে। এভাবে একজন রোভার সেবার মূলমন্ত্র অনুসরণে জীবন গঠনে তৎপর হয়ে জাতির যোগ্য নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে।

রোভার প্রোগ্রাম অনুশীলন ও ব্যক্তি জীবনে বাস্তবায়নের জন্য রোভার স্কাউট এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিট লিডার ও অভিভাবকবৃন্দকে অনুরোধ জানাচ্ছি। স্কাউটিং কার্যক্রমে ও ক্যাম্পিং-এ স্কাউটদের নিরাপত্তার বিষয়ে ইউনিট লিডার ও অভিভাবকবৃন্দকে অধিক যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। ইউনিট লিডার ও অভিভাবকগণ এ বিষয়ে যৌথভাবে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। এছাড়া চলমান প্রক্রিয়ায় আগামীতে রোভার প্রোগ্রামকে আরো বেশী যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে ইউনিট লিডারসহ সকল স্তরের বয়স্ক নেতাদের নতুন নতুন চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। রোভার সহচর বইটির পাল্লিপি প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস প্রোগ্রাম বিভাগ পৃথক টাস্ক ফোর্স গঠন করে। টাস্কফোর্সের সকল সদস্যগণকে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আশাকরি রোভার সহচর বইটি দেশে রোভারিং কার্যক্রমকে আরো বেশী গতিশীল করবে এবং যোগ্য নাগরিক তৈরিতে একজন নবাগত রোভারকে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন  
জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)  
বাংলাদেশ স্কাউটস।

# পটভূমি

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল (১৮৯৯-১৯৪১) স্কাউটিং কার্যক্রম শুরু করার পূর্বেই স্কাউট বয়সী ছেলে-মেয়েদের চাহিদা বিবেচনা করে কিছু বই প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি পূর্বে প্রকাশিত বই সমূহের সহায়তায় বয়স ভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করে স্কাউটিং এর বিভিন্ন শাখায় অর্থাৎ কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখার জন্য পৃথক কার্যক্রম নির্ধারণ করে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র ভাবে কয়েকটি বই রচনা করেছেন। এই বইসমূহ স্কাউটিং কার্যক্রমে অকৃষ্ট হওয়ার জন্য প্রচারণামূলক দিক নির্দেশনা সহ বয়স ভিত্তিক শিক্ষণীয় এবং করণীয় কার্যক্রমের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে স্কাউটিং এর দ্রুত প্রসার এবং দীর্ঘস্থায়ীত্বের জন্য এখনও লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের লেখা বইগুলোর কোন বিকল্প নেই।

স্কাউট আন্দোলন শুরুর আগে ও পরে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট ও এডাল্ট লিডারদের জন্য যে সমস্ত বই প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বইগুলো নিম্নরূপঃ

এইডস টু স্কাউটিং - ১৮৯৯ এ বই পড়ে অনেকই স্কাউটিংয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে

স্কাউটিং ফর বয়েজ - ১৯০৮ স্কাউট শাখার জন্য

উলফ কাব হ্যান্ডবুক - ১৯১৬ কাব শাখার জন্য

এইডস টু স্কাউট মাস্টারশীপ - ১৯২০ অ্যাডাল্ট লিডারদের জন্য

রোভারিং টু মাস্কেস - ১৯২২ রোভার স্কাউট শাখার জন্য

দীর্ঘদিন ধরে স্কাউটদের জন্য এ বইগুলো প্রচলিত থাকলেও বিবর্তন এবং যুগ ও দেশের চাহিদার প্রেক্ষিতে স্কাউটিংয়ে নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। আর সেসব নিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ বইপত্রও রচিত হয়েছে এবং এখনও তার অনুসরণ চলছে। বৃটিশ শাসনামলে ১৯২০ সালে অবিভক্ত ভারতের এই অঞ্চলে স্কাউট আন্দোলন শুরু হয়। তখন স্কাউটিং কার্ডক্রমে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল রচিত স্তর ভিত্তিক বইগুলি ব্যবহার করা হতো। এই স্তরভিত্তিক বইগুলো হচ্ছে-টেভার ফুট, সেকেন্ড ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস। এই স্তরভিত্তিক বইসমূহে বিভিন্ন পাবদর্শিতা ব্যাজের করণীয় উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীতে প্রতিটি ব্যাজের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পৃথক পৃথক বই রচনা করা হয়। বৃটিশ শাসনামলের অবসানের পর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জন্মের সূচনা থেকে এই অঞ্চলে স্কাউট আন্দোলন নতুন ভাবে সংগঠিত হয়। সেই সময়ের প্রথম পর্যায়ে বৃটিশ আমলে ইংরেজিতে প্রকাশিত স্তরভিত্তিক বইগুলি ব্যবহৃত হলেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্কাউটিংয়ের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজিতে লেখা বইগুলি বাংলায় অনুবাদ করা হয়।

এই প্রক্রিয়ায় টেভার বুক বইটিকে কচি কদম, সেকেন্ড ক্লাস বইটিকে দ্বিতীয় কদম এবং ফার্স্ট ক্লাস বইটিকে দৃশ্য কদম নামে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়। এই অনুবাদের ধারাবাহিকতায় স্কাউটার মরহুম এম ওয়াজেদ আলী ব্যাডেন পাওয়েল এর লেখা 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' বইটি বালকদের স্কাউট শিক্ষা নামে ১৯৫৭ সালে বাংলায় অনুবাদ করেন; পরবর্তীতে বই অনুবাদ কার্যক্রম একটি চলমান কর্মসূচিতে রূপ লাভ করে। অনুবাদের চলমান কর্মসূচির অংশ হিসেবে তরিকুল আলম ও জহরুল আলম ১৯৫৯ সালে কাব স্কাউট হ্যান্ডবুক বইটিকে কাব স্কাউট শিক্ষা নামে বাংলায় অনুবাদ করেন স্কাউট শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং ব্যবহার

নিশ্চিত করার জন্য গৃহিত এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্কাউটিংয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইংরেজিতে লেখা বিভিন্ন বিষয়ের বইগুলিকে বাংলায় রূপান্তর করা হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর মুহূর্ত থেকে এদেশের স্কাউটিং কার্যক্রম সংগঠিত হতে থাকে এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে স্কাউট আন্দোলন পুনর্গঠিত হলে স্কাউটিংয়ের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্কাউটিং সম্পর্কিত পাঠ্য বইয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশে নতুনভাবে শুরু করা রোভারিৎ কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদানের জন্য ১৯৭৩ সালে স্কাউটর আ স মু মাকসুদুর রহমান রোভারিৎ পরিচালনা নামে বইটির পাতুলিপি রচনা করেন। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে এদেশে স্কাউটিং কার্যক্রমের নীতি, পদ্ধতি ও পরিচালনার জন্য পি.ও.আর (নীতি, সংগঠন ও নিয়ম) নামের বইটি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে কয়েক বছর ব্যবহৃত হওয়ার পর ১৯৭৫ সালে “বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি” নামে প্রথমবারের মতো গঠনতন্ত্র প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৮৪ সালে “গঠন ও নিয়ম” নামে নতুন ভাবে নীতি পদ্ধতির বইটি প্রকাশ করা হয়। স্বাধীন দেশে স্কাউটিং কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচলিত স্তরভিত্তিক বইসমূহের তথ্য এবং বাস্তব চাহিদা নিরূপণ করে ১৯৭৮-৭৯ সালে তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার মরহুম নূরুলিসলাম শামসের উদ্যোগে নতুন স্কাউট প্রোগ্রাম নির্ধারণ করে ঐ পাতুলিপি প্রণয়ন করে তৎকালীন রোভারিৎ স্কাউট এবং বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ, তৎসময়ে রোভারিৎ স্কাউট এবং বর্তমানে জাতীয় কমিশনার (স্ট্যাটোজিক প্রানিং ও গ্রোথ) মুঃ তৌহিদুল ইসলাম ও তৎকালীন রোভারিৎ স্কাউট মোজাহারুল হক মঞ্জু। এসব পাতুলিপির ভিত্তিতে নিম্নের শাখাভিত্তিক বইসমূহ প্রকাশিত হয়।

সদস্য ও স্ট্যান্ডার্ড	১৯৭৯
প্রোগ্রেস	১৯৮০
সার্ভিস	১৯৮১

এই স্তরভিত্তিক বই সমূহে স্কাউটদের জন্য পালনীয় পারদর্শিতা ব্যাজের প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে স্কাউটেরা স্ব স্ব স্তরের প্রোগ্রাম অনুসরণ করে ব্যাজ অর্জন করতে সক্ষম হয়। পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৭ সালে বয় স্কাউট শাখার স্তরভিত্তিক বইসমূহকে একত্রিত করে বয় স্কাউট নামে একটি অখন্ড বই প্রকাশ করা হয়। এই অখন্ড বইটির মধ্য দিয়ে স্কাউটদের নিকট ক্রমোন্নতিশীল স্কাউট প্রোগ্রাম অনুসরণ অধিকতর সহজ করা হয়েছে। ১৯৮৫ সালে স্কাউট শাখার প্রোগ্রামে আবার পরিবর্তন আনা হয় এবং পারদর্শিতা ব্যাজের কর্মসূচিকে নতুন ভাবে বিন্যস্ত করা হয়। এই পর্যায়ে স্কাউট প্রোগ্রামকে আরও বেশী কার্যকরী করার জন্য স্তরভিত্তিক আলাদাভাবে বই প্রকাশ করা হয়। এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে এক সময়ের অত্যন্ত দক্ষ স্কাউট ও রোভারিৎ স্কাউটগণ স্ব স্ব অবস্থানে থেকে বই সমূহ প্রকাশে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন, তার বিবরণ নিম্নরূপঃ

সদস্য ব্যাজ	আরিফ বিল্লাহ আল মামুন	১৯৯৭
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ	মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান	১৯৯৫
প্রোগ্রেস ব্যাজ	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	১৯৯৬
সার্ভিস ব্যাজ	মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া	১৯৯৬

স্কাউট প্রোগ্রাম নবায়নের পাশাপাশি ১৯৯৫ সালের গোড়ার দিক থেকে কাব ও রোভারিৎ স্কাউটসের প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। কাব স্কাউট ও রোভারিৎ স্কাউট শাখা স্তরভিত্তিক বইসমূহের পাতুলিপি প্রণেতা ও প্রকাশ সময় নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

সদস্য ব্যাজ	মোঃ আব্দুল ওয়াহাব	১৯৯৫
তারা ব্যাজ	মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন	১৯৯৬
চাঁদ ব্যাজ	রওশন আরা বিউটি	১৯৯৭
চাঁদতারা ব্যাজ	মোছাম্মৎ জোহরা আক্তার	১৯৯৭
রোভার সহচর	মোফাখখার হোসেন	১৯৯৭
সদস্য স্তর	মোফাখখার হোসেন	১৯৯২
প্রশিক্ষণ স্তর	মোঃ আরিফুজ্জামান	১৯৯৫
সেবাস্তর	আদিল হায়দার সেলিম	১৯৯৬

এছাড়া রোভার স্কাউটদের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধশালী করার লক্ষ্যে ২০০৪ সালে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল রচিত রোভারিং টু সাকসেস বইটি প্রবীণ লিডার ট্রেনার এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রাজ্ঞ জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) প্রফেসর মাহাবুবুল আলম বাংলায় অনুবাদ করেন। স্কাউট আন্দোলনের পরিবর্তনের এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক চলমান প্রোগ্রামকে যুগের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চাহিদা অনুভূত হওয়ায় স্কাউট ও রোভার শাখায় ব্যবহৃত প্রোগ্রামকে আরও বেশি আধুনিকীকরণ করার জন্য ২০০০ সালে তৎকালীন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীকের নেতৃত্বে পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই সময় স্কাউট প্রোগ্রাম ও রোভার প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের জন্য জুবায়ের ইউসুফের তত্ত্বাবধানে স্কাউট প্রোগ্রাম টাস্কফোর্স এবং মোঃ আরিফুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে রোভার প্রোগ্রাম টাস্কফোর্স নামে দুটি পৃথক টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্স দুটির মাধ্যমে উভয় শাখায় প্রচলিত প্রোগ্রামকে যুগোপযোগী করার জন্য যাত্রা শুরু হয়। এক্ষেত্রে তৎসময়ের জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) মু. তৌহিদুল ইসলাম, মো. মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া ও কাজী নাজমুল হক নাজ প্রোগ্রাম নবায়নে টাস্কফোর্সে দুটিকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেন। এই প্রক্রিয়ায় রোভার প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণে রোভার প্রোগ্রাম টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব হিসেবে প্রেসিডেন্টে'স রোভার স্কাউট মোঃ জামাল হোসেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই টাস্কফোর্স দুটি প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের জন্য ২০০১ সাল থেকে শুরু করে ২০০৩ সাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়ার্কশপ, সেমিনার, আলোচনা পর্যালোচনাসহ জাতীয় ও অঞ্চল পর্যায়ে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শাখা ভিত্তিক প্রোগ্রাম নবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রচলিত প্রোগ্রামে সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করে স্কাউট প্রোগ্রাম এবং রোভার প্রোগ্রামকে যুগের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোতে পূর্ণতা দেয়া হয়। এই কাঠামোগত পূর্ণতা তৈরির পর উভয় শাখায় অন্তর্ভুক্ত নতুন নতুন বিষয়বস্তু ও ব্যাজের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রণয়নের জন্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এই কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে কাব স্কাউট ও স্কাউট শাখায় প্রচলিত প্রোগ্রামের ভিত্তিতে প্রণয়নকৃত বই সমূহকে আরও বেশী আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। এই বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক পরিমার্জিত আকারে প্রস্তুতকৃত বইসমূহ প্রকাশনায় তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার মুহঃ ফজলুর রহমান সার্বিক সহায়তা দান করেন এবং বর্তমান সভাপতি ও তৎসময়ের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ আবুল কালাম আজাদ বইগুলি সমৃদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন।

২০০৪ সালে প্রচলিত বইসমূহ পরিমার্জিত আকারে প্রকাশের কিছুদিন পরেই ২০০৩ সালে প্রণয়নকৃত স্কাউট ও রোভার প্রোগ্রামের কঠামো দু'টিকে পুনরায় যাচাই বাছাই করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই যাচাই বাছাইয়ের জন্য ২০০৪-২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত ইফুথ ফোরাম এবং জাতীয় ওয়ার্কশপসহ অয়োজিত আলোচনাসমূহ বর্তমান সভাপতি ও তৎসময়ের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাঁকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেন তৎসময়ের প্রোগ্রাম বিভাগে দায়িত্ব পালনকারী জাতীয় উপ-কমিশনার সারোয়ার মোঃ শাহরিয়ার, মো. মাহমুদুল হক এবং মো. মনিরুল ইসলাম খান। এই পর্যায়ে প্রাপ্ত প্রস্তাবনা সমূহ সমন্বিত করে ২০০৯ সালে স্কাউট ও রোভার শাখার প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই উদ্যোগকে কার্যকরী করার লক্ষ্য নিয়ে স্কাউট ও রোভার শাখায় প্রোগ্রাম বই প্রকাশের উদ্দেশ্যে জুবায়ের ইউসুফ ও মোঃ অরিফুজ্জামানকে পৃথকভাবে পুনরায় আহ্বায়কের দায়িত্ব দিয়ে প্রোগ্রাম বই প্রকাশের জন্য দু'টি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্স দু'টিতে সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে স্কাউটার মোঃ মাইনুল হক ও স্কাউটার খন্দকার সাঈদ সাঈদ। টাস্কফোর্সের একাধিক পর্যালোচনা বৈঠক ও জাতীয় সদর দফতর এবং জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চূড়ান্ত পর্যালোচনা ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে স্কাউট ও রোভার প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের কাজটি সম্পন্ন হয়। প্রায় ২৫ বছরের ব্যবহৃত স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম নবায়নের জন্য ২০০৩ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯ সালের প্রথম দিকে জাতীয় প্রোগ্রাম কমিটির তৎকালীন সভাপতি মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর এই গৃহীত পদক্ষেপের ফলে জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া এর উপস্থাপনায় ০৯ আগস্ট ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠেয় জাতীয় কাউন্সিলের ৩৮ তম বার্ষিক অধিবেশনে উভয় শাখার প্রোগ্রাম অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে এই বইগুলোর পাতুলিপি তৈরির জন্য আলদা আলাদা টাস্কফোর্সকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। রোভার সহচর ও সদস্য স্তর বই প্রকাশনার জন্য পাতুলিপি প্রণয়ন করেন স্কাউটার মোঃ আব্দুল হান্নান, প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট মনির আহমেদ ভূঁইয়া (ডায়মন্ড) ও রোভার স্কাউট রোমানা আক্তার শিরিন। রোভার প্রোগ্রাম চলমান বিষয় বিধায় সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে রোভার প্রোগ্রামের পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজন হয়। রোভার প্রোগ্রাম টাস্কফোর্সের সুপারিশের প্রেক্ষিতে জাতীয় প্রোগ্রাম কমিটি রোভার প্রোগ্রাম পরিমার্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। যা জাতীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহ সভাপতি জনাব মোঃ হাবিবুল আলম বীর প্রতীক এর নেতৃত্বে বর্তমান জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ অতিকুজ্জামান রিপন এবং প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক) এবং জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) রোভার প্রোগ্রামের সংশোধনী ও সংযোজনী প্রস্তাব চূড়ান্ত করেন। যা ০৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় কাউন্সিলের ৪৭তম সভায় অনুমোদিত হয় এবং রোভার প্রোগ্রামে সন্নিবেশন করা হয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান জাতীয় কাউন্সিলে রোভার প্রোগ্রাম এর সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদন এবং বই প্রকাশে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে প্রোগ্রাম সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধি করেছেন।

## সূচিপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম, মাই প্রোগ্রেস বই ও লগ বই	১১
০২.	স্কাউটিং সম্পর্কিত বই ও পত্র-পত্রিকা	১৪
০৩.	রোভার স্কাউট প্রতিজ্ঞা, আইন ও মটো	১৬
০৪.	সালাম, চিহ্ন ও করমর্দন	২২
০৫.	স্কাউট পোশাক ও ব্যাজ	২৪
০৬.	জাতীয় সঙ্গীত ও প্রার্থনা সঙ্গীত	৩২
০৭.	জাতীয় পতাকা ও স্কাউট পতাকা	৩৪
০৮.	স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস	৩৯
০৯.	রোভার স্কাউট গ্রুপ/ইউনিটে শৃঙ্খলাবোধ	৪৩
১০.	রেকর্ড সংরক্ষণ	৪৪
১১.	দড়ির যত্ন	৪৫
১২.	অনুমান ও পর্যবেক্ষণ	৫৩
১৩.	কিমস গেম	৫৯
১৪.	সংকেত অনুসরণ	৬১
১৫.	আগুন জ্বালানো ও রান্না	৬৮
১৬.	গান জানা	৭৩
১৭.	ধর্ম পালন	৭৪
১৮.	স্কাউটিং ও বহিঃ কার্যক্রম	৮৪
১৯.	সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন	৮৫
২০.	পরিবেশ	৮৮
২১.	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক প্রতিবিধান	৮৯
২২.	বিপি-র পিটি	১০০
২৩.	আত্ম উন্নয়ন	১০৩
২৪.	আত্মশুদ্ধি	১০৫
২৫.	দীক্ষা গ্রহণ	১০৬



## রোভার সহচর

স্কাউটিং-এ রোভার স্কাউটিং হল বয়োজ্যেষ্ঠ শাখা। সাত বছরে পদার্পণের পর থেকেই একজন বালক/বালিকা স্কাউট আন্দোলনের কাব স্কাউট শাখায় প্রবেশ করে স্কাউটিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এগার বছর পার হলেই সে স্কাউট শাখায় প্রবেশ করে। এ পর্যায়ে তার বয়স ও কর্মক্ষমতার আলোকে স্কাউট কার্যক্রম উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত সে ঐ একই কর্মসূচিতে কাজ করে। কিন্তু ১৭ বছরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে আর স্কাউট শাখায় থাকতে পারে না। তাঁকে প্রবেশ করতে হয় রোভার স্কাউট শাখায়। এই শাখায় আগমনের পর বয়সের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্তর ভিত্তিক বিন্যাস ঘটিয়ে বয়স উপযোগী করে রোভারিং কার্যক্রমকে সাজানো হয়েছে।

স্কাউটিংয়ের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে রোভার স্কাউট শাখায় রয়েছে মুক্তাঙ্গনের কার্যবলী সম্মিলিত আনন্দদায়ক বিশেষ কিছু কার্যক্রম যার সাহায্যে সেবা, ভ্রাতৃত্ব ও আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনসন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল সারা বিশ্বের স্কাউটদের কাছে যিনি বিপি নামে পরিচিত। তিনি 'রোভারিং টু সাকসেস' বইয়ের মাধ্যমে তার রোভার স্কাউটিং চিন্তা ধারাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। অর্পূর্ব চিন্তাধারায় রচিত যুবকদের জন্য লেখা তার এই বই। তিনি বইটির প্রচ্ছদে এই বইয়ের মূল ভাব ব্যক্ত করেছেন। "এক শ্রোতস্থিনী পাহাড়ী নদীতে একটা ছোট্ট ডিঙি নৌকায় চড়ে দুই হাতে কঠিনভাবে বৈঠা আঁকড়ে ধরে শ্রোতের উজানে বেয়ে চলেছে এক যুবক। সামনে উদীয়মান সূর্য আর ঘন শ্যামল পাড়। মাঝে মধ্যে সামান্য মুখতুলে আছে পাঁচটি শিলাখন্ড, যার যে কোন একটার সাথে আঘাত লাগালে খন্ড বিখন্ড হয়ে তলিয়ে যেতে পারে সেই ডিঙিগিটা।"

বইটিতে বি,পি, ডিঙিগির সাথে যুবকের জীবনের এবং নদীর শ্রোতের সাথে সময়ের তুলনা করেছেন। আর এই শিলাখন্ডগুলির নামকরণ করেছেন। (১) মদ/নেশা (Wine) (২) নারী, (Women) (৩) জুয়া, (Horses) (৪) শঠতা (Cuckoos & Hymbags) (৫) নাস্তিকতা, (Irreligion).

একজন যুবক তার দৈনন্দিন জীবন উল্লেখিত যে কোন একটি প্রতিবন্ধকতার সংস্পর্শে এলে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছানো অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় জীবনের গতিধারা বাঁধাপ্রস্থ হয়ে অপ্রত্যাশিত দিকে মোড় নেয়। তাই একজন যুব বয়সী বালক

বালিকাকে এ বাধাসমূহ অতিক্রম করে জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে বিপির মূল চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করেই রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠিত।

**রোভার স্কাউট ইউনিটে যোগদানের নিয়মাবলী :**

রোভার স্কাউট ইউনিটে যোগদান এবং পরিপূর্ণ রোভার হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটসের নিম্নরূপ বিধান রয়েছেঃ

- (১) রোভার স্কাউট ইউনিটে ভর্তির পূর্বে একজন নবাগতকে নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা অর্জন করতে হবেঃ
- (ক) তাকে অবশ্যই গ্রুপ স্কাউট লিডার/রোভার লিডার ও রোভার স্কাউট ইউনিট কাউন্সিলের মনোনয়ন লাভ করতে হবে।
- (খ) যদি সে পূর্বে একজন স্কাউট হয়ে থাকে, তবে রোভার স্কাউট দলে অন্তর্ভুক্তির জন্য তার পূর্বতন স্কাউট দলের স্কাউট লিডারের কাছ থেকে সুপারিশ লাভ করতে হবে।
- (গ) যদি সে স্কাউট আন্দোলনে নবাগত হয় তাহলে তাকে স্কাউটিং সম্পর্কিত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী ও উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে জীবন উন্মেষক এবং স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন সন্নিবেশিত জীবন ধারা গ্রহণে সম্মত হতে হবে।
- (ঘ) একজন যুব বয়সী কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোভার ইউনিটে ভর্তি হতে পারবে। তবে ভর্তির জন্য বয়স কোন অবস্থাতেই ২১ বছরের বেশি হবে না। যাতে ইউনিটে অন্তর্ভুক্তির পর ২-৩ বৎসর সক্রিয়ভাবে রোভার স্কাউটিং শিখতে পারে এবং ২৫ বৎসর পর্যন্ত রোভার স্কাউট হিসেবে ইউনিটের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। তবে রেলওয়ে রোভার স্কাউটের ক্ষেত্রে এ বয়স সীমা ৩০ বৎসর পর্যন্ত শিথিল রয়েছে।
- (২) রোভার সহচরঃ একজন যুব বয়সী ছেলে অথবা মেয়ে রোভার স্কাউট গ্রুপে ভর্তির পর থেকে রোভার স্কাউট হিসেবে দীক্ষা গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত 'রোভার সহচর' হিসেবে পরিচিত হবে।

**রোভার স্কাউট প্রতিজ্ঞা গ্রহণ প্রস্তুতি**

- (১) কোন রোভার সহচর সাধারণত ৩ থেকে ৯ মাসের মধ্যে নিজেকে রোভার স্কাউট হিসেবে শপথ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে নেবে। যদি সে একজন পূর্বে কমপক্ষে প্রোগ্রেস ব্যাজ অর্জনকারী স্কাউট হয়ে থাকে, তবে রোভার স্কাউট গ্রুপে অন্তর্ভুক্তির পর তার বিশেষ কয়েকটি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে এক মাসে দীক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।
- (২) একজন রোভার সহচরকে নৈতিক প্রশিক্ষণে সহায়তা করার জন্য অন্তপক্ষে একজন অভিজ্ঞ দীক্ষাপ্রাপ্ত রোভার স্কাউট 'স্পন্সর' হিসেবে নিয়োজিত থাকবে।

(৩) একজন রোভার সহচর স্কাউট হিসেবে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পূর্বে 'আত্মশুদ্ধি' বা 'ভিজিল' পালন করবে। এই আত্মশুদ্ধি একজন রোভার সহচরের রোভার স্কাউট হিসেবে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব পালনের পূর্বে মানসিক প্রস্তুতি বলে বিবেচিত।

(৪) একজন রোভার সহচর দীক্ষা অভিষেকের মাধ্যমে স্কাউট প্রতিজ্ঞা পাঠ করে রোভার স্কাউট হিসেবে পরিচিত হবে। রোভার স্কাউট লিডার এই দীক্ষা অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন।

একজন রোভার স্কাউট যে সকল ব্যাজ পরিধান করতে পারবেঃ

(ক) কাব স্কাউট থাকাকালে অর্জিত ব্যাজগুলো পরা যাবে না, তবে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড অর্জিত হয়ে থাকলে পরা যাবে।

(খ) স্কাউট থাকা কালে অর্জিত ব্যাজগুলো পরা যাবে না, তবে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জিত হয়ে থাকলে পরা যাবে।

(গ) শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড ও প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জিত হয়ে থাকলে তা যথাক্রমে স্কাউট শার্টের বাম বুক পকেটের উপর এবং বাম হাতার কনুই ও কাঁধের মাঝখানে পরিধান করা যাবে।

রোভার সহচর সময়কালঃ একজন নবাগত বা রোভার সহচর ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে এবং প্রোগ্রাম ব্যাজ অর্জনধারী একজন স্কাউট রোভার সহচর হিসেবে শুধুমাত্র স্টার (\*) চিহ্নিত বিষয়গুলি সম্পন্ন করে ১মাস পর দীক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

## বিশেষ জ্ঞান

রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম সম্পর্কে ধারণা অর্জনঃ

একজন রোভার স্কাউট গ্রুপে যোগদান থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করার জন্য যে ধাপ বা প্রক্রিয়া অতিক্রম করতে হয় তার সমন্বিত কার্যক্রম হলো রোভার প্রোগ্রাম। অর্থাৎ একজন রোভার বয়সী ছেলে মেয়ে স্কাউট আন্দোলনের ভর্তি হয়ে রোভার স্কাউট হিসেবে সে কী কী কাজ করবে তার একটি দিক নির্দেশনা হল রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম। শ্রেণিতে পাঠদানের জন্য যেমন পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস অনুসরণ করতে হয়, তেমনিভাবে স্কাউটিংয়ে প্রোগ্রাম অনুসরণ করার মাধ্যমে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

একজন রোভার স্কাউটকে রোভার প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করতে হলে একটি ও তিনটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। সেগুলো হলো নবাগত/রোভার সহচর, সদস্য স্তর, প্রশিক্ষণ স্তর, সেবা স্তর। প্রতিটি পর্যায়ই ৬টি বিষয় সম্পর্কে জানতে হয়। সেগুলো হলোঃ বিশেষ জ্ঞান, ব্যবহারিক কাজ, আন্দোলনের সেবা, সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য এবং আত্ম উন্নয়ন।

রোভার প্রোগ্রাম অনুযায়ী তিনটি স্তর অতিক্রম ও ৬টি পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করতে হয়। রোভার প্রোগ্রাম অনুসরণ করলে একজন রোভার স্কাউট ধাপে ধাপে রোভার স্কাউটিং এর সর্বোচ্চ সম্মান প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ডও অর্জন করতে পারবে।

**মাই প্রোগ্রেস ও লগ বই সম্পর্কে ধারণা অর্জনঃ**

**(ক) মাই প্রোগ্রেস কি ও কিভাবে সংরক্ষণ করতে হয়**

মাই প্রোগ্রেসঃ একজন রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের পর তা মূল্যায়নকারীর নিকট পাশ করিয়ে যে বইয়ে তারিখ অনুযায়ী স্বাক্ষর করতে হয় সেই বইকে মাই প্রোগ্রেস বলে। অর্থাৎ একজন রোভার স্কাউট তার রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম সংশ্লিষ্ট অগ্রগতি রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করা হয় মাই প্রোগ্রেসে। এক কথায় মাই প্রোগ্রেসকে স্কাউটদের স্কাউট কার্যক্রমের রেকর্ড বই বলা যেতে পারে।

**মাই প্রোগ্রেস সংরক্ষণের জন্য করণীয়ঃ**

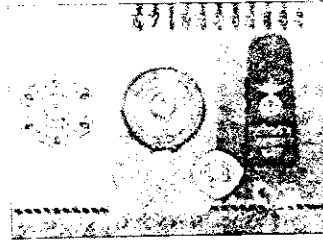
মাই প্রোগ্রেস লিপিবদ্ধ করতে রোভার স্কাউট শাখা থেকে ব্যক্তিগত তথ্য, গ্রুপ তথ্য, পূরণ করে নিজ রোভার গ্রুপের রোভার স্কাউট লিডার, গ্রুপ স্কাউট লিডার ও গ্রুপ সভাপতির স্বাক্ষর করিয়ে নিতে হবে। পরবর্তীতে তা জেলা রোভার স্কাউটসের জেলা রোভার স্কাউট লিডার, সম্পাদক ও কমিশনারের স্বাক্ষর নিতে হবে।

এরপর ক্রুমিটিং-এ বাস্তবায়িত প্রোগ্রাম সম্পন্ন করে পরবর্তী ক্রু-মিটিং এ (সম্ভব হলে) উক্ত বিষয়ের মূল্যায়ন করতে হবে। রোভার প্রোগ্রামের ধাপ অনুযায়ী বিষয় ভিত্তিতে প্রোগ্রাম সম্পন্ন করে তা মূল্যায়নকারীর উপস্থাপন করে পাশ করতে হবে। বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করার কোন ধরনের বাধ্যবাধকতা নেই; তবে কোন ক্রমেই একটি স্তর ন্যূনতম সময়ের কম বা সর্বোচ্চ সময়ের চেয়ে বেশী সময় গ্রহণ করা যাবে না। মূল্যায়ন করার জন্য একজন ন্যূনতম বেসিক কোর্স সম্পন্নকারী রোভার স্কাউট লিডার রোভার সহচর ও সদস্য স্তরের মূল্যায়ন করতে পারবেন। পরবর্তীতে উচ্চতর স্তরের মূল্যায়ন করার জন্য একজন রোভার স্কাউট লিডারকে অবশ্যই উডব্যাাজার হতে হবে। যেসব ইউনিটের রোভার লিডার উডব্যাাজার নন; তাঁর নিজ ইউনিটের সদস্যদের উচ্চতর স্তরের মূল্যায়ন করার জন্য উক্ত ইউনিট লিডার নিজ জেলা রোভার স্কাউট লিডারের কাছে লিখিত আবেদন করবেন। জেলা রোভার লিডার তাদের মূল্যায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন পারদর্শিতা ব্যাজের মূল্যায়ন গ্রহণ করতে পারবেন। রোভার স্কাউট লিডার ওরিয়েন্টেশন সম্পন্নকারী কোন ব্যক্তি বেসিক কোর্স করার পূর্বে কোন মূল্যায়ন গ্রহণ করতে পারবেন না।

প্রয়োজনবোধে মাই প্রোগ্রেসের কভার পৃষ্ঠার ভিতরের অংশে “মাই প্রোগ্রেস সংরক্ষণ ও অনুসরণের নিয়মাবলী” অংশটি পড়ে তা থেকে ভালভাবে বুঝে নিতে পার।



রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম



মাই প্রোগ্রাম

### (খ) লগ বই কী ও কীভাবে লিখতে হয়ঃ

লগ বই হলো স্কাউটদের নোট বই। রোভার স্কাউটদের রোভার প্রোগ্রাম এবং অন্যান্য কার্যক্রমের প্রতিবেদন পদ্ধতিগতভাবে বইতে লিপিবদ্ধ করে তাকে লগ বই বলে। লগ বইকে স্কাউটদের ডায়েরি বলা যেতে পারে। রোভার প্রোগ্রামের স্তর অনুযায়ী বিষয়গুলোকে লগ বইয়ে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করতে হয়। লগ বইয়ে লিপিবদ্ধ বিষয়গুলো রোভার স্কাউট লিডার/মূল্যায়নকারী দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হয়। লগ বইয়ের মধ্যে উপস্থাপনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় লগ বই প্রণয়নের সময় অনুসরণ করতে হবেঃ

(ক) লগ বই সংক্ষিপ্ত হতে হবে, তবে অবশ্যই তাতে যেন রোভার স্কাউট হিসেবে রোভারের কাজের ঘটনাবলী রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম অনুযায়ী উঠে আসে।

(খ) শতকরা ষাট ভাগ বিবরণ নিজ হাতে এবং চল্লিশ ভাগ বিবরণ নিজে কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা যেতে পারে; তবে সম্পূর্ণটা নিজ হাতে লেখা শ্রেয়। তবে পুরোটা কম্পিউটার কম্পোজ করা যাবে না।

(গ) রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম অনুযায়ী নিয়মিত লগ বই লিখতে হবে; ট্রেনিং এ খসড়া তথ্য নিয়ে স্পষ্টভাবে লগ বইতে চূড়ান্ত আকারে লিখতে হবে।

(ঘ) লগ বইয়ের উভয় পাতায় লেখা যাবে, এক দিকে লিখলেও চলবে। প্রতিটি স্তরের তথ্য সমূহ লেখার সময় নিজ ইউনিট লিডার এবং জেলা রোভার স্কাউট লিডার এর মতামত প্রদানের জন্য খালি জায়গায় রাখতে হবে।

(ঙ) বিবরণের সাথে উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের ছবি অবশ্যই দিতে হবে। যেমন-বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণ, পরিভ্রমণকারী ব্যাজ, স্বনির্ভর ব্যাজ, শিক্ষকতা ব্যাজ, ক্যাম্পিং, হাইকিং প্রভৃতি কার্যক্রম।

(চ) সনদ, অনুমতি চিঠি ও অন্যান্য স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি যথাস্থানে সংযুক্ত করতে হবে।

(ছ) শুধুমাত্র বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত ছবি ও কাগজপত্র লগ বইতে সংযুক্ত করতে হবে, এর অতিরিক্ত তথ্যাদি আলাদা বইতে সংরক্ষণ করে জেলা রোভার স্কাউটস, অঞ্চল এবং জাতীয় পর্যায়ে মূল্যায়নকালীন সময়ে উপস্থাপন করা যাবে।

(জ) লগ বই মাঝে মাঝে রোভার স্কাউট লিডার দেখবেন, তা যথাযথভাবে লেখা হচ্ছে কিনা সেটা মূল্যায়ন করে স্বাক্ষর দেবেন এবং রোভার সহচর পর্যায়ে ও অন্যান্য স্তর অতিক্রমের সময় অবশ্যই রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম অনুযায়ী চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন।

(ঝ) রোভার সহচর পর্যায়ে থেকে প্রতিটি স্তরের কাজ লগবুকে লিপিবদ্ধ করে পর্যায়ক্রমে রোভার স্কাউট লিডারের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনের লক্ষ্যে সেবা স্তর উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে লগবই অনুমোদনের জন্য জেলা রোভার স্কাউটস এ জমা দিতে হবে। জমাকৃত লগবই জেলা রোভার স্কাউটস কর্তৃক একক পরীক্ষকের মাধ্যমে মূল্যায়ন হওয়া পর সুপারিশসহ জেলা রোভার স্কাউট লিডারের নিকট পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করতে হবে।

(ঞ) 'মাই প্রোগ্রেস' এর সাথে অবশ্যই মিল রেখে লগ বই তৈরি করতে হবে। মাই প্রোগ্রেস বইয়ে লগ বই প্রণয়নের বিষয়গুলি সম্পর্কে বলা আছে যা আবশ্যিকভাবে অনুসরণীয়।

একটি লগ বইয়ের ভিতরের পাতার নমুনা ছক:

তারিখ ও সময়	কীভাবে কার নিকট থেকে শিখলাম	বিবরণ	মূল্যায়নকারীর নাম পরিচয় ও মূল্যায়ন তারিখসহ

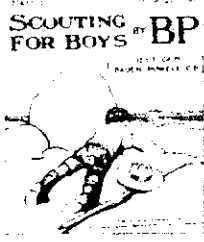
□ এটি চূড়ান্ত ছক নয়। তুমি ইচ্ছা করলে আরো সুন্দরভাবে তোমার মত করে ছক তৈরি করতে পারবে।

স্কাউটিং সম্পর্কিত বই পত্র-পত্রিকা পাঠঃ

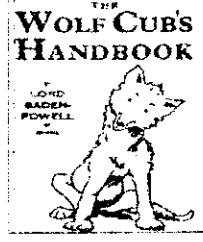
মানুষের শিক্ষার শেষ নেই। জন্ম থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষ শিক্ষা গ্রহণ

করে। বিভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতি ও পর্যায়ে মানুষ নানা ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করে। জন্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মানব সন্তান সূত্রী চিৎকারে তার আগমন বার্তা জানায়। এ সময় তার নিজস্ব প্রয়োজন উপলব্ধি করে। পরিপূর্ণভাবে প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করতে না পারলেও কান্নার মাধ্যমে সে তার চাহিদার কথা প্রকাশ করে। যখনই তার সেই চাহিদা পূরণ হয়, কান্নাও থেমে যায়। এমনিভাবে এই নবজাতক শিখে তার চাহিদা পূরণের কৌশল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাসির মাধ্যমে সে তার আনন্দ প্রকাশ করে, হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শিখে, হাঁটতে শিখে, কথা বলতে শিখে এবং বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পরিচিত হয় তার চারপাশের জিনিসের সঙ্গে। এমনিভাবে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে তার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভান্ডার।

এই বেড়ে ওঠা মানব সন্তান পরিবেশগত শিক্ষার পাশাপাশি যখন আরম্ভ করে লেখাপড়া, তখন সে প্রবেশ করে আরও বৃহৎ জগতে। বিভিন্ন বই পুস্তকের মাধ্যমে তার অভিজ্ঞতা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বই ও পত্র-পত্রিকা থেকে সে তার চাহিদা মার্ফক বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা লাভ করতে পারে। এভাবে অতি অল্প সময়ে পৌঁছাতে পারে সে ঐ বিষয়বস্তুর গভীরে। বই মানুষকে জ্ঞানী করে, সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ করে। স্কাউটিং বিশ্বব্যাপী একটি আন্দোলন। এ আন্দোলনে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, নীতি, কার্যধারা ইত্যাদি বিষয় জানতে হলে স্কাউটিং বিষয়ক বিভিন্ন বই ও পত্র-পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনসন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল তাঁর লেখা 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' বইয়ের মাধ্যমে যে চিন্তাধারা প্রকাশ করেছিলেন তাঁর উপর ভিত্তি করে ১৯০৭ সালে তিনি প্রথম যে পরীক্ষামূলক স্কাউট ক্যাম্পের আয়োজন করেছিলেন, মূলত তখন থেকেই স্কাউটিং কার্যক্রম শুরু হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বে স্কাউটিং তার নিজ গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। কালের আবর্তে বা প্রয়োজনের নিরিখে স্কাউটিং এর মূল ভিত্তি আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সমুন্নত রেখে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন, পরিমার্জনের মাধ্যমে এক এক দেশে এক এক ভাবে এই আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। তবু এর গতি ধারায় মূল উপাদানগুলির কোন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু কেন? কি দর্শন রয়েছে এই আন্দোলনে? একজন রোভার বয়সীর এ সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যিক। স্কাউটিং ফর বয়েজ (১৯০৮), দি উলফ কাব হ্যান্ড বুক (১৯৯৬), রোভারিং টু সাকসেস (১৯৯২) গঠন ও নিয়মসহ বাংলাদেশ স্কাউটস এবং রোভার অঞ্চল কর্তৃক প্রকাশিত বই-পত্র, মাসিক অগ্রদূত, ত্রৈমাসিক রোভার, প্রোগ্রাম বুলেটিন, গার্ল-ইন স্কাউটিং বুলেটিন, বিভিন্ন ক্যাম্প বা সমাবেশের স্মরণীকা বা সমাচার সহ স্কাউটিং সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকাশনা বই ও পত্র-পত্রিকা তাদের এই জ্ঞানের দুয়ার খুলে দিতে পারে।



স্কাউটিং ফর বয়েজ



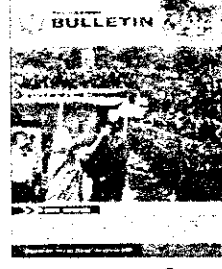
দি উলফ কাব হ্যান্ড বুক



রোভারিং টু সাকসেস



অগ্রদূত



প্রোগ্রাম বুলেটিন

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও চর্চা :

(ক) স্কাউট প্রতিজ্ঞা, আইন ও মটো

### স্কাউট প্রতিজ্ঞা

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল স্কাউটিংয়ের ভিত্তি রচনা করেছেন সুদৃঢ়ভাবে। চিহ্নিত করেছেন এই নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্য। স্কাউট আন্দোলন কতগুলো মৌলিক বিষয়ের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত। তা হল স্কাউট প্রতিজ্ঞা, স্কাউট আইন, সালাম, চিহ্ন ও করমর্দন।

#### প্রতিজ্ঞাঃ

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে-

আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে

সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে

স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

On my honour I promise that I will do my best

\* to do my duty to Allah and my country

\* to help other peoples at all times

\* to obey the scout law.





(অন্য ধর্মের অনুসারীগণ 'আল্লাহ' শব্দের পরিবর্তে নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস মতে স্রষ্টার নাম উচ্চারণ করবে।) একটু লক্ষ্য করলে স্কাউট প্রতিজ্ঞার কয়েকটি বাক্যাংশের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ হয়। 'আত্মমর্যাদা', আল্লাহর প্রতি কর্তব্য, 'দেশের প্রতি কর্তব্য,' 'অপরকে সাহায্য' এবং 'যথাসাধ্য চেষ্টা করা'। এগুলোকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়ঃ

**আত্মমর্যাদা :** আত্মমর্যাদা একজন মানুষের একান্ত আপন বিষয়। একজন মানুষের চারিত্রিক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিই হল আত্মমর্যাদা। ছোট বড়, ধনী সকল মানুষের মধ্যেই এই আত্মমর্যাদায় যে যত বলীয়ান, সে তত উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তাই একজন মানুষের কাছে আত্মমর্যাদা সর্বাধিক পবিত্র ও নিজস্ব আমানত। আত্মমর্যাদা একজন মানুষের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। স্কাউটিংয়ে আত্মমর্যাদার অর্থ সৎ ও সত্যবাদী। একজন স্কাউটের চারিত্রিক অবয়ব এমন হবে যাকে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা যায়। স্কাউট হিসেবে তার আত্মমর্যাদা এমন হবে যে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে কেউ তাকে যে কোনভাবে বিশ্বাস করতে পারে। সত্য বলে সে যা বিশ্বাস করে এবং যা স্বীকার করে ঐ কাজ করতে সে প্রাণপণ চেষ্টা করে। স্কাউট প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কোন বাধ্যতামূলক বিষয় নয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে একে যে গ্রহণ করে তার জন্য তখন এই প্রতিজ্ঞা মেনে চলা নৈতিক দায়িত্বে পবিণত হয়। এক্ষেত্রে তার আত্মমর্যাদা তাকে সাহায্য করে। আর এই আত্মমর্যাদাই হল স্কাউট চেতনার প্রধান উৎস।

**আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন :** আমাদের প্রথমে চিনতে হবে স্রষ্টাকে। স্রষ্টাকে চিনতে হলে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে স্রষ্টার সৃষ্টিকে। আকাশ-বাতাস, সাগর-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, পশু-পাখি, কীট পতঙ্গ আমাদের চারপাশে প্রকৃতির যা কিছু আসে সব কিছু স্রষ্টাই মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে। একজন মানুষ হিসেবে তার চিন্তার প্রসারতা বুদ্ধিমত্তা ও অনুভূতি দিয়ে সৃষ্টির রহস্যগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। কেন তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন? নিশ্চয়ই এই উপলব্ধি জাগবে-সৃষ্টির একজন হিসেবে সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করা, বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে এর উন্নয়ন সাধন এবং সেই সঙ্গে নিজের মনের প্রসারতা ঘটিয়ে অপরের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে সৃষ্টিকে ভালোবাসা এবং তার উৎকর্ষ সাধন করা একজন মানুষের অন্যতম কর্তব্য। সৃষ্টিকে ভালবাসার মাধ্যমে স্রষ্টাকে ভালবাসা যায়। এভাবে মানুষ এ বিষয়টি তখন উপলব্ধি করবে যখন তার মনে জেগে উঠবে স্রষ্টার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা।

**দেশের প্রতি কর্তব্য পালন :** স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। যার ব্যাপ্তি ব্যক্তি থেকে সমাজ ও জাতিতে মিশে আছে। জাতির আবাসভূমি হলো দেশ। ইসলামে মাতৃভূমি ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সনাতন ধর্মে "জননী

জন্মভূমি স্বর্গাদপি গড়িয়সী” এর অর্থ মা ও মাতৃভূমি স্বর্গের চেয়েও গর্বের বস্তু । দেশ ও জাতির প্রতি ভালোবাসা যার যত গভীর, সে তত দেশপ্রেমিক । এই দেশপ্রেমে উদ্ভুদ্ধ হয়ে মানুষ শাস্তকাল থেকে অকাতরে হাসিমুখে নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করেছেন । এরূপ দেশপ্রেমিক ব্যক্তি দেশ জাতির গর্ব । যে জাতিতে বা দেশে দেশপ্রেমিক মানুষের সংখ্যা যত বেশি, সে জাতি তত উন্নত । দেশের প্রতি ভালোবাসা বা দেশপ্রেম গুণ আপদকাল বা যুদ্ধকালীন সময়ে প্রকাশ পায় তা নয়, যে সত্যিকার দেশপ্রেমিক তার দৈনন্দিন সকল কাজে দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটে । ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে দেশের সম্পদের অপচয় রোধ করা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, নিজের স্বার্থের চেয়ে সমষ্টির স্বার্থকে বড় করে দেখা এবং তাদের কল্যাণ করা, এরূপ কোন কাজ করাকে দেশের কাজ করা বা দেশের প্রতি কর্তব্য পালন বোঝায় । একজন রোভার স্কাউট হিসাবে দেশের প্রতি কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সত্যিকারের একজন দেশপ্রেমিক আদর্শ নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে ।

সর্বদা অপরকে সাহায্য করা : শ্রষ্টাকে ভালবাসতে হলে শ্রষ্টার সৃষ্টিকে ভালোবাসতে হয় । এরূপ ভালোবাসা ঐশ্বরিক গুণ । শ্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ । মানুষ মানুষকে ভালোবেসে, একে অপরের প্রয়োজনে এগিয়ে যাবে ও সাহায্য করবে । কবির ভাষায় “জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর” । ঈশ্বর অর্থাৎ শ্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে যার প্রাণ আছে, জীবন আছে, অনুভূতি, সুখ ও দুঃখ আছে, তাদের ভালোবাসা, তাদের সাহায্য বা উপকারের মাধ্যমে শ্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ করা যায় । “মানুষ মানুষের জন্য” এটি কেবলমাত্র চিরন্তন বানী নয়, সভ্য মানুষের জন্য এটি একটি অসীকার বলা যেতে পারে । মানুষ অপর মানুষের উপকার করবে, যা দ্বারা প্রস্ফুটিত হবে মানুষের মানবতা ।

যথাসাধ্য চেষ্টা করা : একটি কাজ করতে গেলে নানা ধরনের বাধা-বিপত্তি দেখা দিতে পারে । ফলে আন্তরিকতা থাকলেও অনেক সময় একজন যেভাবে কাজটি করতে চাচ্ছে, অবস্থার প্রেক্ষিতে সে সেই কাজটি সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে পারে না ; তবুও কাজটি সুন্দরভাবে শেষ করার জন্য নিজের সাধ্যনুযায়ী আন্তরিকতা নিয়ে কাজটি শেষ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে । এরই অর্থ হল, যথাসাধ্য চেষ্টা করা ।

## স্কাউট আইন

স্কাউট, রোভার স্কাউট ও স্কাউটারদের ক্ষেত্রে একই স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন অনুসরণ করতে হয়। কেবল বয়স উপযোগী করে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে ভিন্নভাবে। স্কাউট আইন মূলত স্কাউট প্রতিজ্ঞারই অংশ। এগুলো মানুষের চারিত্রিক কতগুলো সুন্দর গুণের সমন্বয় মাত্র। স্কাউট বয়স থেকে এর অনুশীলন শুরু হয়, রোভার স্কাউট বয়সে এসে এটি পূর্ণতা লাভ করে অর্থাৎ একজন রোভার স্কাউটের দৈনন্দিন জীবনে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

একজন রোভার স্কাউটকে এমনভাবে গড়ে উঠতে হবে যেন তার কাজে, চলায়, কথায় সফলভাবে আইনগুলোর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এই আশা করেই বিপি বলেছিলেন-“স্কাউটিং হল একটি জীবন পদ্ধতি।” রোভার স্কাউট কথাটি বললেই একজন আদর্শ সূনাগরিককে বোঝায়। শঙ্কগত দিক থেকে স্কাউট আইন এবং রোভার স্কাউট আইনে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু বয়স, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি বোধের কারণেই রোভার স্কাউটদের কাছে এর ব্যাপ্তি অনেক। ফলে এর প্রতিটি শব্দ সে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম। একজন রোভার স্কাউট হিসেবে সে তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকবে। স্কাউট আইনকে কেবলমাত্র গুটিকতক নীতি কথা বা নির্দেশ হিসেবে না নিয়ে এটাকে একজন প্রকৃত মানুষের স্বাভাবিক আচরণের দিক নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

### স্কাউট আইন সাতটি। যেমনঃ

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| * স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী     | A Scout's honour is to be trusted          |
| * স্কাউট সকলের বন্ধু                | A Scout is a friend to all                 |
| * স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত             | A Scout is courteous and obedient          |
| * স্কাউট জীবের প্রতি সদয়           | A Scout is a kind to animals               |
| * স্কাউট সদা প্রফুল্ল               | A Scout is cheerful at all times           |
| * স্কাউট মিতব্যয়ী                  | A Scout is thrifty                         |
| * স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল। | A Scout is clean in thought, word and deed |

স্কাউট আইনকে মনে রাখার জন্য সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়ঃ

বিশ্বাসী-বন্ধু-বিনয়ী-সদয়

প্রফুল্ল-মিতব্যয়ী-নির্মল রয়।

স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী : প্রতিটি মানুষের আত্মসচেতনতা ও আত্ম উপলব্ধি তাকে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। আত্মমর্যাদাবিহীন একজন মানুষ নিজের এবং সমাজের জন্য কল্যাণকর কোন কাজ করতে পারে না। কারণ স্বাভাবিক উপলব্ধি

সচেতনতা আর কর্তব্যবোধ থেকেই আত্মমর্যাদার সৃষ্টি। একজন রোভার স্কাউট তাই তার সমস্ত কাজকর্মে, দায়িত্বে ও কর্তব্যে সচেতন থেকে আত্মমর্যাদায় বলীয়ান হয়ে গড়ে ওঠে। আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী একজন রোভার স্কাউট জীবন ধারার স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলে।

**স্কাউট সকলের বন্ধু :** একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে একজন স্কাউট সবার মঙ্গলের জন্য সৎপথে একটি আদর্শ শক্তি হিসেবে কাজ করে। একজন স্কাউট মানেই তার কাজ আর ভালবাসা দিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে সকলকে আপন করে নেওয়ার একজন মানুষ। কল্যাণকর কর্ম প্রচেষ্টা সবার কাছে যখন একজন রোভার স্কাউটকে আপনজন আর প্রিয় করে তুলবে, তখন একজন রোভার স্কাউট সকলের বন্ধু হিসেবে বিবেচিত হয়ে নিজের পূর্ণতা অর্জন করবে।

**স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত :** বিনয় মানুষকে মহান করে। বিনয় যে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে প্রতি মুহূর্তে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। একজন রোভার স্কাউটকে তাই বিনয়ী হতে হবে। ইংল্যান্ডে প্রাচীনকালে নাইটরা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও বিনয়ী ছিলেন। সর্বসাধারণ তাঁদের ভালোবাসত। মারী, শিশু, বৃদ্ধ সকল বয়সের মানুষের সাথে বিনয়ের সাথে সাথে যথাযথ অনুগত আচরণই একজন রোভার স্কাউটের জীবনের পাথেয়। যারা বয়োজ্যেষ্ঠ, যারা দেশের মঙ্গলময় কাজের প্রতিনিধি, নিয়োগকর্তা অথবা অধীনস্থ, সবার প্রতি-অনুগত আচরণ রোভার স্কাউটকে অধিকতর জনপ্রিয় করে তুলবে।

**স্কাউট জীবের প্রতি সদয় :** সৃষ্টির কাছে তার সৃষ্টি অত্যন্ত প্রিয়। তাই সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসা পেতে হলে তার সৃষ্টিকে ভালোবাসতে হবে। স্বল্পকালীন এ জীবনে সবাই মিলে এই পৃথিবীকে আরও বাসযোগ্য, আরও উপভোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে একজন মানুষ হিসেবে অন্যান্য জীবজন্তুর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। তাদের প্রতি অন্যায় বা নির্মম ব্যবহার সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্য পালনে অনিচ্ছার পরিচায়ক। একজন রোভার স্কাউটকে হৃদয়বান এবং বড় মনের অধিকারী হতে হবে।

**স্কাউট সদা প্রফুল্ল :** যে কোন বিপদে বা সমস্যায় প্রফুল্ল ভাব মানুষের বিপদ আর সমস্যা সমাধানের পথে সুগম করে। উৎফুল্ল চিন্তে ধীরে সুস্থে মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে সম্যক সমাধান পেয়ে যায়। একজন রোভার স্কাউটকে তাই সব সময় প্রফুল্ল থেকে সাহসী আর আশাবাদী হয়ে জীবন যুদ্ধের বাঁধা-বিপত্তি পেরিয়ে সফল হওয়ার চেষ্টা চালাতে হবে।

**স্কাউট মিতব্যয়ী :** একজন রোভার স্কাউটকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে। কেবলমাত্র আজকের আনন্দ উল্লাসের কথা ভাবলে চলবে না। সময় ও সম্পদকে আগামী দিনের জন্যও সঞ্চিত রাখতে হবে। যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু ব্যবহার করতে হবে। বাকীটুকু থাকবে সঞ্চয় যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। সৃষ্টিকর্তা অপব্যয়ীকে ভালবাসে

না। তাই একজন রোভার স্কাউট মিতব্যয়ী হয়ে প্রাপ্ত সুবিধা ব্যবহার করবে, কোন কিছুই অপব্যয় করবে না।

**স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল :** একজন রোভার স্কাউট পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর মনের অধিকারী হবে। সেই সঙ্গে কাজ ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে অন্যের কাছে আদর্শ একজন মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যেন একজন রোভার স্কাউটের চাল-চলন ও আচার-আচারণ অন্যজন উদ্বুদ্ধ হয়ে অনুসরণ করে।

## মটো (মূলমন্ত্র)

কাব, স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের পৃথক পৃথক মটো রয়েছে।

কাব স্কাউট মটো : যথাসাধ্য চেষ্টা করা (Do your best)

স্কাউট মটো : সদা প্রস্তুত (Be prepared)

রোভার স্কাউট মটো : সেবা (Service)

এক সঙ্গে স্কাউট মটো : সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা।  
(Do your best to be prepared for service.)

রোভার স্কাউটদের মটো হল 'সেবা'। এই অর্থ কিন্তু খুবই ব্যাপক। বিপি সেবাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথাঃ ১। আত্মসেবা ২। আন্দোলনের সেবা ৩। সমাজের সেবা।

আত্মসেবা : এর প্রথম অংশটি আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা স্বার্থপরতার মতই মনে হয়। কিন্তু এর মূল কথাটি অনুধাবন করতে হলে আরও গভীরে দৃষ্টিপাত করতে হবে। এর অর্থ একজন আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা। অন্যের বোঝা না হয়ে, কারও করুণার পাত্র না হয়ে, নিজের শ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। আর এই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করাও আত্মসেবার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু একবার ভাল করে ভাবলে দেখা যাবে, একজন রোভার স্কাউট আত্মনির্ভরশীল হয়ে যদি জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে, তাকে অন্যের ওপর নির্ভর করে যদি চলতে হয়, তাহলে অপরের সেবা বা কোন বৃহত্তর কাজই সে করতে পারবে না।

অতএব নিজেকে এমন উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে একজন রোভার স্কাউট সমাজের সাধারণ মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করতে পারে।

আন্দোলন সেবা : একজন রোভার স্কাউট স্কাউটিংয়ে নিজেকে যেমনি দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলবে ঠিক তেমনি তাঁর অবসর সময়ে স্কাউট আন্দোলনে নবীন কাব

স্কাউট/স্কাউটদের মধ্যেও স্কাউটিংয়ের আদর্শকে ছড়িয়ে দিয়ে তাদেরকেও দক্ষ করে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে, যাতে তারা স্কাউটিংয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে।

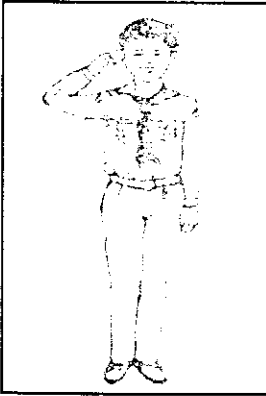
সমাজসেবা : শুধু নিজের কথা এবং নিজের আন্দোলনের কথা ভাবলেই চলবে না। প্রত্যেক রোভার স্কাউটকে পরিবারের কথাও ভাবতে হবে। ভাবতে হবে এই সমাজের কথা। নিজের পরিবারের সদস্যদের প্রতি যেমন তার কিছু দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি যে সমাজে সে বাস করছে তার প্রতিও কিছু করণীয় রয়েছে। এক্ষেত্রে তাকে ভাবতে হবে কীভাবে দেশের সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য কাজ করতে পারে।

(খ) স্কাউট সালাম, চিহ্ন ও করমর্দন :

## স্কাউট সালাম

পরস্পরের সঙ্গে সালাম বিনিময় সভ্যতার একটি সুন্দর নিয়ম। সালাম একের সঙ্গে অপরকে বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতায় আবদ্ধ করে। স্কাউটরা নিজস্ব পদ্ধতিতে পরস্পরের সঙ্গে ডান হাতের তিন আঙুল দিয়ে সালাম প্রদান এবং গ্রহণ করে থাকে। এটা স্কাউট আন্দোলনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য যা অন্য কোন আন্দোলনে নেই।

পদ্ধতি : (১) ডান হাতের তিন আঙ্গুল (তর্জনি, মধ্যমা, অনামিকা) কে পাশাপাশি রেখে বৃদ্ধাঙ্গুলি সম্মুখ ভাগ দিয়ে কনিষ্ঠ আঙ্গুলের উপর চেপে ধরতে হবে।



(২) হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে তর্জনির অগ্রভাগ ডান চোখের দ্রব শেষ প্রান্তে স্পর্শ করে স্কাউট সালাম দেওয়া হয়।

(৩) স্কাউট সালাম দেওয়ার সময় হাত পাশে যতটুকু প্রসারিত করা যায় ততটুকু প্রসারিত করে উপরে ওঠাতে হবে।

(৪) আবার হাত নামার সময় যত অল্প জায়গা নিয়ে নামাতে পারা যায় ততটুকু অল্প জায়গা নিয়ে হাত নামাতে হবে।

সালাম করার সময় এবং হাত নিচে নামানোর সময় মনে রাখতে হবে যতখানি সম্ভব দূরত্ব নিয়ে হাত উঠাতে হবে এবং যতখানি সম্ভব গা ঘেঁসে নামাতে হবে। ইংরেজিতে যাকে বলে 'Longest way up and shortest way down.'

স্কাউট সালামের ব্যবহার : সালাম বিনিময়ের ক্ষেত্রে ছোট-বড় এর মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। স্কাউট পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখা হলে একজন স্কাউট অপরজনকে সালাম জানাবে। যে আগে দেখবে তাকেই আগে সালাম দিতে হবে। যাকে সালাম দেয়া হচ্ছে সে সালামের প্রতি উত্তরে সালাম দিয়ে হাত নামানোর আগ পর্যন্ত যে সালাম দিয়েছে সে হাত উঠানো অবস্থাতেই থাকবে। কোন স্কাউট অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করা হলে পতাকা শীর্ষে পৌঁছানোর মাত্র পতাকাকে স্কাউট সালাম দিতে হবে। দলগতভাবে পতাকা উত্তোলনের সময় নেতা বা অনুষ্ঠান পরিচালনাকারীর আদেশে এক সাথে হাত তুলে সালাম প্রদর্শন ও এক সাথে সবাইকে হাত নামাতে হবে।

স্কাউট সালামের অর্থ :

১। স্কাউট সালামের সময় তর্জনি, মধ্যমা ও অনামিকা পাশাপাশি অবস্থান করে স্কাউট প্রতিজ্ঞার তিনটি অংশকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দীক্ষা গ্রহণের সময় সে যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে তা সে নিজের দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়নে সাধ্যমত চেষ্টা করে। প্রতিবার সালামের সময় একজন স্কাউট তার দীক্ষা গ্রহণের সময় সেই প্রতিজ্ঞার কথাই স্মরণ করে।

২। সালামের প্রতিউত্তরে সেও তার দীক্ষা গ্রহণ কালের স্কাউট প্রতিজ্ঞার কথাই স্মরণ করে।

৩। বৃদ্ধাস্থলি সবলের প্রতীক। প্রতিটি আঙুলের ওপর এর কর্তৃত্ব রয়েছে। একমাত্র বৃদ্ধাস্থলি হাতের প্রতিটি আঙ্গুলকে স্পর্শ করতে পারে। দৈনন্দিন কাজকর্মে এই আঙুলেরই প্রয়োজন সর্বাধিক। আর কনিষ্ঠ আঙুল হাতের ওপর আঙ্গুলগুলির মধ্যে সর্বাদিক দুর্বল। দৈনন্দিন কাজকর্মেও এর ব্যবহার খুব কম। স্কাউট সালামের সময় বৃদ্ধাস্থলি চেপে রাখার অর্থ সবল দুর্বলকে বুকো আঁকড়ে রাখবে। এছাড়া বৃদ্ধাস্থলি দিয়ে কনিষ্ঠ আঙুল চেপে ধরে রাখার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাতে মনে হয় যে, অবশিষ্ট তিনটি আঙুল একটি বেটনিতো আবদ্ধ রয়েছে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞার তিনটি অংশ পরস্পর অভিন্ন।

৪। বৃদ্ধাস্থলি ও কনিষ্ঠ আঙুলি জড়িয়ে ধরার ফলে যে বৃত্ত সৃষ্টি হয় তাকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসেবেও ধরা হয়। সারা দুনিয়া দীক্ষা গ্রহণকারী স্কাউট একই পদ্ধতিতে স্কাউট সালাম প্রদর্শন করে থাকে। দীক্ষা গ্রহণকারী সকল স্কাউট একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ আর এর মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে বিশ্বব্যাপী এক স্কাউট পরিবার।

৫। সালাম দেওয়ার সময় ক্রুর শেষভাগ তর্জনির ডান পাশ স্পর্শ করে। এতে মধ্যমা স্বাভাবিকভাবেই উর্ধ্বমুখী থাকে। এর অর্থ হলঃ একজন স্কাউটের আশা আকাঙ্ক্ষা উর্ধ্বমুখী।

## স্কাউট চিহ্ন



স্কাউট সালামের মতই তিন আঙুলে স্কাউট চিহ্ন দেখাতে হয়। কিন্তু এ সময় হাত এমনভাবে পার্শ্ব স্থাপন করতে হবে যেন দেহ এবং উর্ধ্ব বাহুর মাঝে ৪৫ ডিগ্রী একটি কোণ এবং উর্ধ্ব বাহু ও নিম্ন বাহুর মাঝে অপর একটি ৪৫ ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি হয়। আর হাতের তালু সামনের দিকে মুখ করে থাকে ও তর্জনি সহ তিনটি আঙুল উর্ধ্বমুখী হয়।

স্কাউট চিহ্নের ব্যবহার : স্কাউট প্রতিজ্ঞা পাঠ বা পুনঃপাঠের সময় স্কাউট চিহ্ন দেখাতে হয়। সাধারণ পোশাকে থাকা অবস্থায় কোন স্কাউট সদস্যের কাছে স্কাউট হিসেবে পরিচয় দেওয়ার সময় স্কাউট চিহ্ন দেখাতে হয়। এই জন্য স্কাউট চিহ্নকে স্কাউটের নিজ পরিচয় প্রদানের মাধ্যম বলা হয়।

## স্কাউট করমর্দন

করমর্দন পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা ও সৌজন্য প্রদর্শনের মাধ্যম। স্কাউটিংয়ের জন্মলগ্নে বিপি স্কাউটদের জন্য বাম হাতে করমর্দনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই স্কাউটরা বাম হাতে করমর্দন করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের কৃষ্টি ও ধর্মীয় অনুভূতির কারণে এই নিয়মের পরিবর্তন ঘটিয়ে ডান হাতে করমর্দনের প্রচলন করা হয়েছে।

(গ) স্কাউট পোশাক ও ব্যাজ :

### রোভার স্কাউট পোশাক

১। রোভার স্কাউট পোশাক : (ছেলেদের জন্য)

(ক) স্কার্ফ : জেলা রোভার স্কাউটস কর্তৃক গ্রুপের জন্য অনুমোদিত স্কার্ফ।

(খ) শার্ট : ছাই রংয়ের ঢাকনা যুক্ত দুই পকেটওয়ালা (মাঝখানে পেট ও কাঁধে অ্যাপুলেট লাগানোর ব্যবস্থাসহ) হাফ হাতা অথবা ফুল হাতা শার্ট।

(গ) প্যান্ট : স্ট্রাইট কাট গাঢ় নীলি ব্লু রংয়ের ফুল প্যান্ট। নিচের মুহুরি ৪৫ হতে ৫০ সেঃ মিঃ মধ্যে হতে হবে।

(ঘ) মোজা : প্যান্টের সঙ্গে মানানসই মোজা।

(ঙ) শোল্ডার অ্যাপুলেট : দীক্ষা প্রাপ্ত রোভার দুই কাঁধের পেটিতে শোল্ডার অ্যাপুলেট পরবে। স্তর অতিক্রম করার সাথে সাথে অ্যাপুলেট পরিবর্তন হবে।

(চ) বেল্ট : বাংলাদেশ স্কাউটসের মনোগ্রামযুক্ত বাকল বিশিষ্ট চামড়া/রেকসিন/কাপড়ের কালো রং-এর বেল্ট।



(ছ) জুতা : কালো রংয়ের জুতা।

(জ) টুপি : অনুমোদিত নেভি ব্লু রংয়ের পিক যুক্ত টুপি।

(ঝ) গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ : Oval বা ডিম্বাকৃতির সবুজ পটভূমিতে লাল রং-এর লেখা (স্ক্রীনপ্রিন্ট/ এম্ব্রয়ডারি) গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের উভয় হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নিচে পরতে হবে।

(ঞ) নাম ফলক : হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় রংয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ কাপড়ের নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনায় লাইনের ওপরে পরতে হবে।

(ট) জাতীয় পতাকায় রেপলিকা : নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরতে হবে।

২। রোভার স্কাউট পোশাক : (মেয়েদের জন্য)

(ক) স্কার্ফ : জেলা রোভার স্কাউটস কর্তৃক গ্রুপের জন্য অনুমোদিত স্কার্ফ।

(খ) কামিজ : ছাই রংয়ের লম্বা কামিজ (হাঁটুর চার আঙ্গুল নিচ পর্যন্ত) দুই কাঁধে অ্যাপুলেট লাগানোর ব্যবস্থা থাকবে।

(গ) পাজামা : অনুমোদিত গাঢ় নীল রংয়ের পাজামা।

(ঘ) ওড়না : অনুমোদিত গাঢ় নীল রংয়ের ওড়না।

(ঙ) মোজা : পায়জামার সঙ্গে মানানসই মোজা।

(চ) শোল্ডার অ্যাপুলেট : দীক্ষা প্রাপ্ত রোভার দুই কাঁধের পেটিতে শোল্ডার অ্যাপুলেট পরবে। স্তর অতিক্রম করার সাথে সাথে অ্যাপুলেট পরিবর্তন হবে।

(ছ) বেল্ট : অনুমোদিত গাঢ় নীল রংয়ের কাপড়ের বেল্ট।

(জ) জুতা : কালো রংয়ের জুতা।

(ঝ) টুপি : অনুমোদিত নেভি ব্লু রংয়ের পিক যুক্ত টুপি।

(ঞ) গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ : Oval ডিম্বাকৃতির সবুজ পটভূমিতে লাল রংয়ের লেখা (স্ক্রীনপ্রিন্ট/ এম্ব্রয়ডারি) গ্রুপ নম্বরসহ পরিচিতি ব্যাজ কামিজের উভয় হাতায় উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নিচে পরতে হবে।

(ট) নাম ফলক : হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় নীল রংয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ কাপড়ের নাম ফলক ডান কাঁধ থেকে সামনের ১২ সেঃ মিঃ নিচে নাম ফলক পরতে হবে।

(ঠ) জাতীয় পতাকার রেপলিকা : নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরতে হবে।

৩। নৌ রোভার স্কাউট পোশাক : (ছেলেদের জন্য)

(ক) টুপি : সাদা রংয়ের পি-ক্যাপ, কাল রিবনের সঙ্গে সাদা জড়ির “নৌ স্কাউট” মনোগ্রামসহ নৌ-রোভার স্কাউট লেখা।

(খ) স্কার্ফ : জেলা নৌ রোভার স্কাউটস কর্তৃক গ্রুপের জন্য অনুমোদিত স্কার্ফ।

(গ) শার্ট : গাঢ় নীল রংয়ের ফুল/ হাফ হাতা বিশিষ্ট প্লেট ও ঢাকনাযুক্ত দুই পকেটওয়ালা শার্ট। শার্টের শোল্ডার অ্যাপুলেট পরার জন্য কাঁধে অ্যাপুলেট লাগানোর ব্যবস্থা থাকবে।

(ঘ) প্যান্ট : স্ট্রিট-কাট গাঢ় নীল রংয়ের প্যান্ট। নিচের মুহুরি ৪৫ হতে ৫০ সেঃ মিঃ মধ্যে হতে হবে।

(ঙ) বেল্ট : নৌ স্কাউটসের মনোগ্রামযুক্ত বাকল বিশিষ্ট নাইলন/বেল্ট।

(চ) জুতা : কালো রংয়ের চামড়ার ফিটাযুক্ত জুতা।

(ছ) মোজা : নীল/ কালো মোজা।

(জ) শোল্ডার অ্যাপুলেট : দীক্ষাপ্রাপ্ত রোভার কাল পটভূমিতে সাদা জরির নৌ স্কাউটসের মনোগ্রামসহ রোভার লেখা অ্যাপুলেট পরবে।

(ঝ) গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ : Oval বা ডিম্বাকৃতির সাদা পটভূমিতে কাল রংয়ের লেখা (ক্রীনপ্রিন্ট/এমব্রয়ডারি) গ্রুপ নাম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের উভয় হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নিচে পরতে হবে।

(ঞ) নাম ফলক : হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় নীল রংয়ের রেজিস্ট্রেশন নাম্বরসহ কাপড়ের নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনায় লাইনের ওপরে পরতে হবে।

(ট) জাতীয় পতাকার রেপলিকা : নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরতে হবে।

৪। নৌ- রোভার স্কাউট পোশাক : (মেয়েদের জন্য)

(ক) টুপি : সাদা রংয়ের পি-ক্যাপ, কাল রিবনের সঙ্গে সাদা জরির “নৌ স্কাউট” মনোগ্রামসহ নৌ-রোভার স্কাউট লেখা।

(খ) স্কার্ফ : জেলা নৌ রোভার স্কাউটস কর্তৃক গ্রুপের জন্য অনুমোদিত স্কার্ফ।

(গ) কামিজ : গাঢ় নীল রংয়ের কামিজ (হাটুর চার আঙুল নিচ পর্যন্ত), দুই কাঁধে অ্যাপুলেট লাগানোর ব্যবস্থা থাকবে।

(ঘ) পাজামা : গাঢ় নীল রংয়ের পাজামা।

(ঙ) ওড়না : গাঢ় নীল রংয়ের ওড়না।

(চ) বেল্ট : নৌ স্কাউটসের মনোগ্রামযুক্ত বাকল বিশিষ্ট নাইলন/ কাপড়ের বেল্ট।

(ছ) জুতা : কালো রংয়ের চামড়ার ফিটাযুক্ত জুতা।

(জ) মোজা : নীল/ কালো মোজা।

(ঝ) শোল্ডার অ্যাপুলেট : কাল পটভূমিতে সাদা জরির নৌ স্কাউটসের মনোগ্রামসহ রোভার লেখা অ্যাপুলেট পরবে।

(ঞ) গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ : Oval বা ডিম্বাকৃতির সাদা পটভূমিতে কালো রংয়ের লেখা (ক্রীনপ্রিন্ট/এমব্রয়ডারি) গ্রুপ নাম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের উভয় হাতার উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নিচে পরতে হবে।

(ট) নাম ফলক : হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় নীল রংয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ কাপড়ের নাম ফলক ডান কাঁধ থেকে সামনের দিকে ১২ সেঃ মিঃ নিচে নাম ফলক পরতে হবে ।

(ঠ) জাতীয় পতাকার রেপলিকা : নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরতে হবে ।

৫। আনুষ্ঠানিক পোশাক : নৌ-স্কাউটস এর অনুষ্ঠানে সাদা রংয়ের শার্ট, প্যান্ট, কামিজ, পায়জামা, ওড়না, টুপি, জুতা, মোজা এবং ৩ ও ৪নং এ বর্ণিত নিয়মানুযায়ী বেল্ট, স্কার্ফ, শোল্ডার অ্যাপুলেট, গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ, নামফলক ও জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরা যাবে ।

৬। এয়ার রোভার স্কাউট পোশাক : (ছেলেদের জন্য)

(ক) টুপি : গাঢ় নীল রংয়ের এয়ার স্কাউট টুপি, মাঝখানে এয়ার রোভার লেখা মনোগ্রাম থাকবে ।

(খ) স্কার্ফ : জেলা এয়ার স্কাউটস কর্তৃক গ্রুপের জন্য অনুমোদিত স্কার্ফ ।

(গ) শার্ট : আকাশি রংয়ের ফুল/ হাফ হাতা ঢাকনায়ুক্ত (মাঝখানে প্লেটসহ) দুই পকেটওয়ালা শার্ট । শার্টে শোল্ডার অ্যাপুলেট পরার জন্য কাঁধে পেটির ব্যবস্থা থাকবে ।

(ঘ) প্যান্ট : স্ট্রেট কাট গাঢ় নেভী ব্লু রংয়ের ফুল প্যান্ট । নিচের মুহুরি ৪৫ হতে ৫০ সেঃ মিঃ মধ্যে হতে হবে ।

(ঙ) বেল্ট : এয়ার স্কাউটসের মনোগ্রামযুক্ত বাকল বিশিষ্ট চামড়া/ গাঢ় নীল রংয়ের বেল্ট ।

(চ) মোজা : গাঢ় নীল রংয়ের মোজা ।

(ছ) জুতা : কালো রংয়ের (ফিতায়ুক্ত) চামড়ার জুতা ।

(জ) শোল্ডার অ্যাপুলেট : কাঁধের পেটিতে দীক্ষাপ্রাপ্ত রোভার এয়ার স্কাউটের মনোগ্রামসহ রোভার লেখা শোল্ডার অ্যাপুলেট পরবে ।

(ঝ) গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ : Oval বা ডিম্বাকৃতির সাদা পটভূমিতে কালো রংয়ের লেখা (স্ক্রীনপ্রিন্ট/ এমব্রয়ডারি) গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের উভয় হাতায় উপরের অংশে অঙ্গুল পরিচিতি ব্যাজের নিচে পরতে হবে ।

(ঞ) নাম ফলক : হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় নীল রংয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ কাপড়ের নাম ফলক ডান বুক পকেটের ঢাকনায় লাইনের ওপরে পরতে হবে ।

(ট) জাতীয় পতাকার রেপলিকা : নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরতে হবে ।

(৭) এয়ার রোভার স্কাউট পোশাক : (মেয়েদের জন্য)

(ক) টুপি : গাঢ় নীল রংয়ের এয়ার স্কাউট টুপি, মাঝখানে এয়ার রোভার লেখা মনোগ্রাম থাকবে।

(খ) স্কার্ফ : জেল! এয়ার স্কাউটস কর্তৃক গ্রুপের জন্য অনুমোদিত স্কার্ফ।

(গ) কামিজ : আকাশি রংয়ের কামিজ (হাঁটুর চার আঙুল নিচ পর্যন্ত)–, দুই কাঁধে অ্যাপুলেট লাগানোর ব্যবস্থা থাকবে।

(ঘ) পাজামা : গাঢ় নীল রংয়ের পাজামা।

(ঙ) বেল্ট : এয়ার স্কাউটসের মনোগ্রামযুক্ত বাকল বিশিষ্ট চামড়া/ গাঢ় নীল রংয়ের কাপড়ের বেল্ট।

(চ) জুতা : কালো রংয়ের ফিতা যুক্ত চামড়ার জুতা।

(ছ) মোজা : গাঢ় নীল রংয়ের মোজা।

(জ) শোল্ডার অ্যাপুলেট : কাঁধের পেটিতে দীক্ষাপ্রাপ্ত রোভার এয়ার স্কাউটের মনোগ্রামসহ রোভার লেখা শোল্ডার অ্যাপুলেট পরবে।

(ঝ) গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ : Oval বা ডিম্বাকৃতির সাদা পটভূমিতে কালো রংয়ের লেখা (ক্রীন প্রিন্ট/ এমব্রয়ডারি) গ্রুপ নম্বরসহ গ্রুপ পরিচিতি ব্যাজ শার্টের উভয় হাতায় উপরের অংশে অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজের নিচে পরতে হবে।

(ঞ) নাম ফলক : হালকা নীল রংয়ের পটভূমিতে গাঢ় নীল রংয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ কাপড়ের নাম ফলক ডান কাঁধ থেকে সামনের ১২ সেঃ মিঃ নিচে নাম ফলক পরতে হবে।

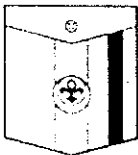
(ট) জাতীয় পতাকার রেপলিকা : নাম ফলকের ওপরে জাতীয় পতাকার রেপলিকা পরতে হবে।

□ প্রত্যেক রোভার স্কাউটকেই তার পোশাকের হাতায় বাংলাদেশ লেখা ব্যাজ (ডান হাতে ইংরেজিতে ও বাম হাতে বাংলায়) ও তার নিচে নিজ নিজ অঞ্চল পরিচিতি ব্যাজ পরিধান করতে হবে।

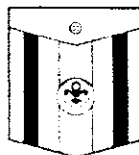
□ পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জিত হলে তা স্কাউট শার্ট/ কামিজের ডান হাতের কাঁধ ও কনুইর মধ্যে সেলাই করে পড়তে হবে।

□ সিনিয়র রোভার মেট, রোভার মেট, সহকারী রোভার মেট হলে পদমর্যাদা অনুযায়ী ব্যাক্স ব্যাজ বাম বুক পকেটে নিম্নের ছবি অনুযায়ী লাগাতে হবে :

সরকারী রোভার মেট



রোভার মেট

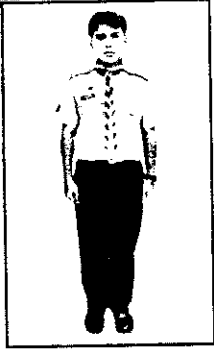


সিনিয়র রোভার মেট

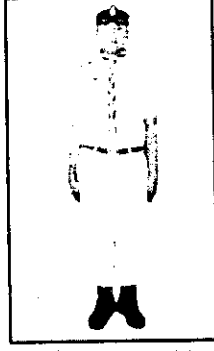


৪. কোন ক্যাম্প বা র্যালি বা সমাবেশ ব্যাজ বাম বুক পকেটের ঢাকনার উপর সেলাই করে পরতে হয়। তবে ক্যাম্প শেষ হওয়ার তিন মাস পর তা খুলে ফেলতে হবে।

৫. কোন অ্যাওয়ার্ড (যেমনঃ ন্যাশনাল সার্ভিস, নম্বর টু দ্যা ন্যাশনাল সার্ভিস, গ্যালাক্সি) অর্জন করলে বুক পকেটের ঢাকনার উপর পরতে হয়।



রোভার স্কাউট



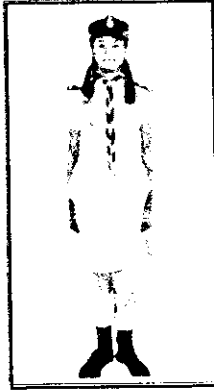
নৌ রোভার স্কাউট



এয়ার রোভার স্কাউট



রোভার স্কাউট



নৌ রোভার স্কাউট



এয়ার রোভার স্কাউট

## ব্যাজ

স্কাউট আন্দোলনের অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে ব্যাজ পদ্ধতি। স্কাউটদের ব্যাজের মাধ্যমে কাজের স্বীকৃতি দেয়া হয়। স্কাউট আন্দোলনের জনক বিপি নিজে ব্যাজ পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। এবং এ সম্পর্কে তিনি বলেন : There is no badge system, there is no Scouting.

রোভার স্কাউটদের জন্য দুই ধরনের ব্যাজ রয়েছে । যথা :

(ক) দক্ষতা ব্যাজ এবং

(খ) পারদর্শিতা ব্যাজ ।

(ক) দক্ষতা ব্যাজ : সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুসরণ করে নির্দিষ্ট কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা; সেই অনুযায়ী মাই-প্রোগ্রাম- এর রেকর্ডভুক্ত করণ এবং লগ বইয়ে কাজের বিবরণ লেখার স্বীকৃতি স্বরূপ দক্ষতা ব্যাজ অর্থাৎ রোভার স্কাউটদের দক্ষতা স্তর ভিত্তিক অ্যাপুলেট প্রদান করা হয় ।

নিম্নবর্ণিত স্তর ভিত্তিক দক্ষতা ব্যাজ নির্ধারিত রয়েছে :

১। সদস্য স্তর ।

২। প্রশিক্ষণ স্তর ।

৩। সেবা স্তর ।

(১) সদস্য ব্যাজ ও সদস্য স্তর শোল্ডার অ্যাপুলেট : একজন রোভার সহচর নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের ওপর দক্ষতা অর্জন করে যখন দীক্ষা গ্রহণ করে, তখন সে সদস্য ব্যাজ ও সদস্য স্তরের শোল্ডার অ্যাপুলেট পরার যোগ্যতা অর্জন করে । দীক্ষা গ্রহণের আগে সদস্য ব্যাজ বা শোল্ডার অ্যাপুলেট পরা যাবে না এবং নিজেকে একজন রোভার হিসেবে কেউ পরিচয় দিতে পারবে না । দীক্ষা গ্রহণের পর শার্টের বুক পকেটের মাঝখানে সদস্য ব্যাজ সেলাই করে পড়তে হয় । স্কাউট শার্টের দুই কাঁধে ওপরে যে পেটি আছে সেই পেটিতে সদস্য স্তরের শোল্ডার অ্যাপুলেট দুইটি পরতে হবে ।

(২) প্রশিক্ষণ স্তর অ্যাপুলেট : প্রশিক্ষণ স্তরের শোল্ডার অ্যাপুলেট দেখতে প্রায় একই রকম । শোল্ডার অ্যাপুলেটের ওপর স্কাউট মনোগ্রামের দুই পাশে একটি করে লাল দাগ থাকবে প্রশিক্ষণ স্তরের অ্যাপুলেটে । সদস্য স্তরের অ্যাপুলেট ও প্রশিক্ষণ স্তরের অ্যাপুলেটের মধ্যে পার্থক্য হলো সদস্য স্তরের অ্যাপুলেটে স্কাউট মনোগ্রামের পাশে কোনো লাল দাগ নেই এবং প্রশিক্ষণ স্তরের অ্যাপুলেটের স্কাউট মনোগ্রামের দুই পাশে একটি করে লাল রংয়ের দাগ আছে । একজন রোভার যখন প্রশিক্ষণ স্তরের জন্য নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের ওপর দক্ষতা অর্জন করে রোভার স্কাউট লিডার এবং মূল্যায়নকারীর সন্তুষ্টি লাভ করতে সক্ষম হয়, তখন তাকে কাঁধে সদস্য স্তরের অ্যাপুলেট খুলে প্রশিক্ষণ স্তরের অ্যাপুলেট পরিয়ে দেয়া হয় ।

(৩) সেবা স্তর অ্যাপুলেট : প্রশিক্ষণ স্তরের অ্যাপুলেট ও সেবা স্তরের অ্যাপুলেট দেখতে মূলত একই । তবে প্রশিক্ষণ স্তরের অ্যাপুলেট স্কাউট মনোগ্রামের দুই পাশে যেখানে একটি লাল রংয়ের দাগ আছে সে ক্ষেত্রে সেবা স্তরের অ্যাপুলেটে পাশাপাশি প্রায় একই জায়গায় দুইটি করে লাল রংয়ের দাগ রয়েছে । একজন রোভার যখন সেবা স্তরের জন্য

নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের ওপর দক্ষতা অর্জন করে রোভার স্কাউট লিডার এবং মূল্যায়নকারীর সন্তুষ্টি লাভ করতে সক্ষম হয়, তখন তাকে প্রশিক্ষণ স্তরের অ্যাপুলেট খুলে সেবা স্তরের অ্যাপুলেট পরিয়ে দেয়া হয়।

**প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড :** প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড একজন রোভারের জন্য সর্বোচ্চ সম্মানজনক অর্জন। তাই একজন রোভার প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ডের যোগ্যতা অর্জন করলে তাঁকে প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাপুলেট প্রদান করা হয়। প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাপুলেট দেখতে অন্যান্য শোভার অ্যাপুলেটের মতই। তবে এই দুই এর মধ্যে পার্থক্য হলো প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাপুলেটে স্কাউট মনোগ্রামের উপর একটি শাপলা ফুলের ছাপ আছে এবং নিচের অংশে প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট কথাটি লেখা আছে।

একজন রোভার প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করলে কাঁধে সেবা স্তরের অ্যাপুলেট খুলে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাকে প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অ্যাপুলেট পরিয়ে দেন।

স্তর অনুযায়ী এবং সর্বোচ্চ সম্মানসূচক অর্পিত অ্যাপুলেট সমূহ নিম্নরূপ :



(খ) পারদর্শিতা ব্যাজ :

সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামের আলোকে বিশেষ কতগুলি কার্যক্রম যথানিয়মে সম্পাদন করা; সেই অনুযায়ী মাই প্রোগ্রাম এবং লগবই সম্পন্ন করার স্বীকৃতি স্বরূপ পারদর্শিতা ব্যাজ প্রদান করা হয়। পারদর্শিতা ব্যাজ একজন রোভার স্কাউটকে বিশেষভাবে দক্ষ ও পারদর্শি হতে সহায়তা করে। রোভার স্কাউটদের জন্য বিভিন্ন স্তরে ছয়টি পারদর্শিতা ব্যাজ বিন্যাস করা হয়েছে। ব্যাজগুলি হলো—

১. রোভার কুশলী ব্যাজ
২. শিক্ষকতা ব্যাজ
৩. স্কাউট ইন্সট্রাক্টর ব্যাজ
৪. পরিভ্রমণকারী ব্যাজ
৫. স্বনির্ভর ব্যাজ
৬. স্কাউট কর্মী ব্যাজ



রোভার কুশলী ব্যাজ



শিক্ষকতা ব্যাজ



স্কাউট ইন্সট্রাক্টর ব্যাজ



পরিভ্রমণকারী ব্যাজ



স্বনির্ভর ব্যাজ



স্কাউট কর্মী ব্যাজ

### পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন :

রোভার কুশলী ব্যাজ

- সদস্য স্তরে অর্জন করতে হবে ।

শিক্ষকতা ব্যাজ

- সদস্য স্তর অথবা সেবা স্তরে অর্জন করতে হবে ।

স্কাউট ইন্সট্রাক্টর ব্যাজ

- প্রশিক্ষণ স্তরে অর্জন করতে হবে ।

পরিভ্রমণকারী ব্যাজ

- সেবা স্তরে অর্জন করতে হবে ।

স্বনির্ভর ব্যাজ, স্কাউট কর্মী ব্যাজ

- সেবা স্তরে অর্জন করতে হয় তবে এই দুটি

পারদর্শিতা ব্যাজের কার্যক্রম সদস্য স্তরে অথবা প্রশিক্ষণ স্তরে শুরু করা যাবে ।

(ঘ) জাতীয় সংগীত ও প্রার্থনা সংগীত সম্পূর্ণরূপে জানা ও সুন্দরভাবে গাইতে পারা এবং সম্মান প্রদর্শন করতে পারা ।

### জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি ।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ।

ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে ছাণে পাগল করে,

মরি হায়, হায় রে-

ওমা, অছাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ।

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-



কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।  
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,  
মরি হায়, হায় রে-  
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ওমা, আমি নয়ন জলে ভাসি ।  
(কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

### জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন :

যখন জাতীয় সংগীত গাওয়া হবে বা বাজানো হবে তখন সোজা অবস্থায় দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব । দেশপ্রেমের প্রাথমিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে ।

### প্রার্থনা সংগীত

(১)

অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি, বিচার দিনের স্বামী,  
যত গুণগান হে চির মহান, তোমারই অন্তরযামী ।  
দুলোকে ভুলোকে সবারে ছাড়িয়া, তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া  
তোমারি সকাশে যাঁচি হে শকতি, তোমারই করুণা কামী  
অনন্ত অসীম..... ।  
সরল সঠিক পূণ্য পস্থা, মোদের দাও গো বলি,  
চালাও সে পথে যে পথে তোমার, প্রিয়জন গেছে চলি,  
যে পথে তোমার চির অভিশাপ, যে পথে ভ্রান্তি চির পরিতাপ,  
হে মহাচালক, মোদের কখনো করোনা সে পথগামী ।  
অনন্ত অসীম..... ।

(২)

বাদশাহ তুমি দীন ও দুনিয়ার, হে পরওয়ার দেগার  
সেজদা লওহে হাজার বার আমার, হে পরওয়ার দেগার ।  
চাঁদ, সূরুজ আর গ্রহ-তারা, জীন-ইনসান আর ফেরেশতারা  
দিন রজনী গাহিছে তারা, মহিমা তোমার, হে পরওয়ার দেগার ।  
তোমার নূরের রৌশনী পরশি, উজ্জ্বল হয় যে রবি ও শশী  
রঙিন হয়ে উঠে বিকশী, ফুল সে বাগিচার, হে পরওয়ার দেগার ।  
বিশ্ব ভুবনে যা কিছু আছে, তোমারি কাছে করুণা যাঁচে  
তোমারি মাঝে মরে ও বাঁচে জীবন ও সবার, হে পরওয়ার দেগার ।

(৩)

হে খোদা দয়াময়, রহমান রহিম  
হে বিরাট হে মহান হে অনন্ত অসীম॥

নিখিল ধরণীর তুমি অধিপতি,  
তুমি নিত্য ও সত্য পবিত্র অতি,  
চির অন্ধকারে তুমি প্রব জ্যোতি  
তুমি সুন্দর মঙ্গল মহামহিম॥

তুমি মুক্ত স্বাধীন বাঁধা বন্দনহীন  
তুমি এক তুমি অদ্বিতীয় চিরদিন ।  
তুমি সৃজন পালন ধবংসকারী  
তুমি অব্যয় অক্ষয় অনন্ত আদিম॥

আমি গুনাহগার পথ অন্ধকার  
জ্বালো নূরের আলো নয়নে আমার  
আমি চাইনা বিচার রোজ হাশরের দিন ।  
চাই করুণা তোমারি ওগো হাকিম ।  
- কবি গোলাম মোস্তফা

(ঙ) জাতীয় পতাকা ও স্কাউট পতাকা :

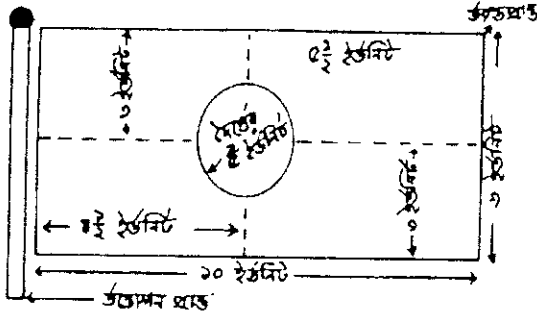
### জাতীয় পতাকা

জাতীয় পতাকা একটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক । জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মানবোধ প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য ।

জাতীয় পতাকার সঠিক মাপ ও গঠন প্রণালী :

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা আয়তাকার । পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬ । পতাকার মাঝখানে লাল বৃত্তের ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ । পতাকার দৈর্ঘ্যকে সমান দশভাগে ভাগ করতে হবে । প্রত্যেক ভাগকে একটি ইউনিট ধরতে হবে । পতাকার প্রস্থকে কাল্পনিক রেখার সাহায্যে সমান দুইভাগে ভাগ করতে হবে । পতাকা উত্তোলন প্রান্তের দিকে সাড়ে চার ইউনিট এবং উড়ন্ত প্রান্তের দিকে সাড়ে পাঁচ ইউনিট রেখে একটি সামন্তরাল কাল্পনিক রেখা টানতে হবে (পতাকার উড়ন্ত প্রান্তের দিকে সাড়ে পাঁচ এবং উত্তোলন প্রান্তের দিকে সাড়ে চার ইউনিট থাকবে) ।

পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থকে ভাগ করার জন্য যে কাল্পনিক সরল রেখা টানা হয়েছে তা পরস্পর পতাকার যে অংশে মিলিত হবে সেটাই হবে পতাকার লাল বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু। এখন এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে পতাকার দৈর্ঘ্যে পাঁচ ভাগের এক ভাগ ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকতে হবে। এই বৃত্ত হবে লাল রংয়ের।



পতাকার রং ও তার ব্যাখ্যা :

সবুজ : তারুণ্যের উদ্দীপনা এবং গ্রাম বাংলার সবুজ পরিবেশের প্রতীক।

লাল বৃত্ত : স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যের এবং জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে কাল রাতের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতার এই সূর্যকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন পদ্ধতি : পতাকা উত্তোলনের সময় পতাকাকে ধীরে ধীরে একই গতিতে পতাকা দণ্ডের ওপরে তুলতে হবে। পতাকা নামাবার সময় একইভাবে ধীরে ধীরে একই গতিতে নামাতে হবে।

পতাকা উত্তোলনের সময় ও স্থান :

(ক) প্রতিটি কার্য দিবসে সরকারি কার্যালয়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা উড্ডীয়মান থাকবে।

(খ) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রীগণের বাসভবনে প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা উড়াতে হবে।

(গ) জাতীয় সংসদের স্পীকার, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বাসভবনেও প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা উড়ানোর বিধান রয়েছে।

(ঘ) বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের অফিস ও বাসভবনে প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা উড়ানো হয়।

(ঙ) জেলা প্রশাসকের বাসভবনে প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা উড়ানো হয়।

(চ) এছাড়া বিভিন্ন দিবস উদযাপন করার জন্য সরকার ঘোষিত দিনে বিভিন্ন বেসরকারি ভবনে এবং বাসভবনে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা উড়ানো হয়ে থাকে।

(ছ) বেসরকারি বিদেশগামী জাহাজে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা উড়ানো হয়।

**জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন :** জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। দেশ প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে জাতীয় সংগীত ও জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে। জাতীয় পতাকার প্রতি নিম্নলিখিতভাবে সম্মান প্রদর্শন করা যেতে পারে :

(১) জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার সময় পতাকাদণ্ডের শীর্ষে পৌঁছানো মাত্র তাকে সশ্রদ্ধ সালাম প্রদর্শন করা।

(২) একই লাইনে অন্যান্য পতাকার সঙ্গে জাতীয় পতাকা উড়াতে হলে জাতীয় পতাকাকে অন্যান্য পতাকার মাঝখানে রাখতে হবে। অন্যান্য পতাকা দণ্ড থেকে জাতীয় পতাকার দণ্ড অন্তত জাতীয় পতাকার এক প্রস্থের সমান উঁচু হতে হবে। যাতে দূর থেকে যেন জাতীয় পতাকাকে স্পষ্টভাবে চেনা যায়।

(৩) জাতীয় পতাকার দণ্ডে অন্য কোন পতাকা উড়ানো যাবে না।

(৪) কোন মঞ্চের সামনে পতাকা উড়াতে হলে জাতীয় পতাকাকে মঞ্চের ডান দিকে (দর্শকের বাম দিকে) স্থাপন করতে হবে।

(৫) জাতীয় পতাকাকে ধীরে ধীরে একই গতিতে দণ্ডের নিচ থেকে পতাকা দণ্ডের শীর্ষে উঠাতে হয়। জাতীয় পতাকা নামাবার সময় একইভাবে ধীরে ধীরে একই গতিতে ওপর থেকে নামাতে হবে। কোন অবস্থাতেই জাতীয় পতাকা উঠাবার বা নামাবার সময় এই গতির ধারাবাহিকতা নষ্ট করা যাবে না, অর্থাৎ জাতীয় পতাকাকে থেমে থেমে উঠানো বা নামানো যাবে না। আবার খুব দ্রুত উঠানো বা নামানো যাবে না।

(৬) অন্য পতাকার সঙ্গে জাতীয় পতাকার একই সময় উঠাবার ক্ষেত্রে জাতীয় পতাকা দণ্ডের শীর্ষ স্পর্শ করার পর অন্য সব পতাকা দণ্ডের শীর্ষ স্পর্শ করবে। জাতীয় পতাকার আগে অন্য কোন পতাকা দণ্ডের শীর্ষ স্পর্শ করতে পারবে না।

(৭) একইভাবে নামানোর সময়ও অন্য সব পতাকা নামার শেষে জাতীয় পতাকা নামবে।

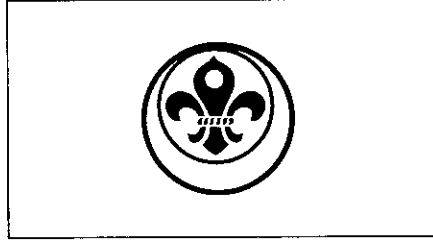
(৮) জাতীয় পতাকা দণ্ডের সঙ্গে একটা পতাকা দণ্ড আড়াআড়িভাবে বেঁধে স্থাপন করতে হলে জাতীয় পতাকা ডান দিকে (দর্শকদের বামদিকে) থাকবে।

(৯) শোক প্রকাশের জন্য জাতীয় পতাকাকে অর্ধনমিত অবস্থায় উড়াতে হয়। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে উড়াতে হলে প্রথমে জাতীয় পতাকাকে দণ্ডের চূড়ায় তুলে ৩০ সেকেন্ড রেখে পতাকাকে ধীরে ধীরে পতাকা দণ্ডের শীর্ষ থেকে পতাকার প্রস্থ সমান নিচে নামিয়ে বাঁধতে হয়।

(১০) অর্ধনমিত অবস্থা থেকে পতাকাকে নামানোর সময় পতাকাকে প্রথমে দণ্ডের চূড়ায় তুলে ৩০ সেকেন্ড রেখে পতাকাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনতে হয়।

### স্কাউট পতাকা

জাতীয় স্কাউট পতাকা : বাংলাদেশ স্কাউটসের পতাকা গাঢ় সবুজ জমিনে আয়তাকার হবে। পতাকার দৈর্ঘ্য হবে এক মিটার ছত্রিশ সেঃ মিঃ এবং প্রস্থ হবে নব্বই সেঃ মিঃ। পতাকার দৈর্ঘ্য প্রস্থের মাঝখানে বাংলাদেশ স্কাউটসের মনোগ্রাম খচিত থাকবে। মনোগ্রামের বাইরের বৃত্তের ব্যাস হবে ৪৫.৫ সেঃ মিঃ এবং ভেতরের ব্যাস হবে ৩০.৫ সেঃ মিঃ। মনোগ্রামের সবুজ ত্রি-পত্র এবং লাল ক্রিসেন্টের ভেতরের অংশ সাদা রং এর হবে। লাল ক্রিসেন্টের উভয় পার্শ্বে বৃত্তাকারে সবুজ রংয়ের ০.২ সেঃ মিঃ মাপের চওড়া রেখা থাকবে।



অঞ্চলের পতাকা : বাংলাদেশ স্কাউটস এর তালিকাভুক্ত সকল অঞ্চলের পতাকার মাপ জাতীয় স্কাউট পতাকার অনুরূপ হবে। পতাকার দৈর্ঘ্য প্রস্থের মাঝখানে স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে এবং তার নিচে সোজা লাইনে সাড়ে সাত সেঃ মিঃ মাপে অঞ্চলের নাম লেখা থাকবে।

(ক) রোভার, রেলওয়ে, নৌ, এয়ার অঞ্চলের পতাকার ও লেখার রং হবে নিম্নরূপ :

১। রোভার অঞ্চল : গাঢ় লাল রংয়ের এবং অঞ্চলের নাম সোনালী রংয়ের লেখা হবে।

২। রেলওয়ে অঞ্চল : রেলওয়ে বু এবং অঞ্চলের নাম সোনালী রংয়ের লেখা থাকবে।

৩। নৌ অঞ্চল : নেভি বু সোনালী রংয়ে অঞ্চলের নাম লেখা থাকবে। পতাকার মাঝখানে নৌ স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে।

৪। এয়ার অঞ্চল : আকাশি নীল রং এর এবং সোনালী রংয়ে অঞ্চলের নাম লেখা থাকবে। পতাকার মাঝখানে এয়ার স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে।

(খ) রোভার, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার ব্যতিত অন্য অঞ্চলের পতাকার রং হবে গাঢ় সবুজ এবং অঞ্চলের নাম সোনালী রংয়ে লেখা থাকবে।

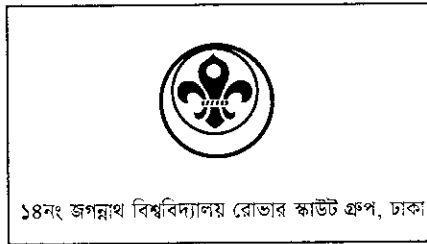


জেলা রোভার স্কাউট পতাকা : অঞ্চলের পতাকার মতো রং এবং মাপের অনুরূপ হবে। অঞ্চলের নামের স্থানে জেলার নাম থাকবে।



রোভার, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার জেলা স্কাউটস পতাকা : সংশ্লিষ্ট জেলার পতাকার রং ও মাপ অঞ্চলের পতাকার অনুরূপ হবে। নিচে সোজা লাইনে সোনালী রংয়ে জেলা রোভারের নাম লেখা থাকবে।

গ্রুপ/ইউনিট পতাকা : অঞ্চলের পতাকার রং ও মাপের অনুরূপ হবে। স্কাউট মনোগ্রামের নিচে সোজা লাইনে সাড়ে সাত সেঃ মিঃ মাপে গ্রুপের নম্বর সহ সংক্ষিপ্ত নাম ও জেলার নাম লেখা থাকবে। যেমন-১৪ নং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা।



## স্কাউট ইউনিট পতাকার রং :

- ক) রোভার ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং গাঢ় লাল ও লেখা সোনালী রংয়ের ।
- খ) স্কাউট ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং গাঢ় সবুজ ও সোনালী রংয়ের লেখা ।
- গ) কাব স্কাউট ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং হলুদ ও লেখা সবুজ রংয়ের ।
- ঘ) রেলওয়ে স্কাউট ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং রেল ব্লু ও লেখা সোনালী রংয়ের ।
- ঙ) নৌ স্কাউট ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং নেভি ব্লু ও সোনালী রংয়ের লেখা ।
- চ) এয়ার স্কাউট ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং আকাশী নীল ও লেখা সোনালী রংয়ের ।

## স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস :



### ব্যাডেন পাওয়েল পরিচিতি

সাত সাগর তের নদীর ওপারে ইংল্যান্ডের রবার্ট স্টিফেনশন স্মীথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অফ গিলওয়েল স্কাউটিং এর শিখা প্রজ্জ্বলিত করেন । তিনি ১৮৫৭ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি লন্ডনের হাইড পার্কের পাশে অবস্থিত একটি বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী রেভারেন্ড হারবার্ড জর্জেস (এইচ.জি.) ব্যাডেন পাওয়েল ।

ব্রিটিশ নৌ বাহিনীর একজন অ্যাডমিরাল ডব্লিউ. টি. স্মিথের কন্যা হেনরিটা গ্রেসা ছিলেন, তাঁর মা । ১৮৬০ সালে তাঁর বাবা মারা যান ।

বিশ্বের লাখ লাখ স্কাউটের কাছে ব্যাডেন পাওয়েল বিপি নামে সমাদৃত । ছোটকাল থেকেই বিপি অনুসন্ধানী মনের অধিকারী ছিলেন । বিপি লন্ডন নগরীর রোজ হিল প্রিপারেটরী স্কুলে ভর্তি হন । অল্প কিছুদিন পর প্রসিদ্ধ চার্টার হাউস স্কুলে ভর্তি হন । ১৮৭২ সালে চার্টার হাউস স্কুলটি 'গোডামলিং' নামক স্থানে স্থানান্তর হয় । সেখানে তাঁর অবসর সময়ে তিনি তাঁর স্কুলের কাছে ঝোপঝাড় জীবজন্তু পর্যবেক্ষণ, খরগোশ শিকার, পাখির ডিম সংগ্রহ ইত্যাদি নিয়ে তিনি মেতে থাকতেন । ছুটির দিনে বিপি তাঁর বাসা, নিজ হাতে বনের ভেতর রান্নাবান্না, কুড়াল ব্যবহার, নৌকায় ঘুড়ে বেড়ানো পায়ে হেঁটে বিভিন্ন এলাকায় ঘুড়ে বেড়ানো অত্যন্ত পছন্দ করতেন । বিপি তাঁর দুই হাতে সমানভাবে লিখতে পারতেন এবং চমৎকার ব্যঙ্গচিত্র আঁকতে পারতেন । এভাবে ছোটকালেই তাঁর ভেতর স্কাউটিং এর অঙ্কুর জন্ম নেয় ।

বিপি ১৮৭৬ সালে সেনাবাহিনীর ১৩তম অশ্বারোহী সেনা দলের কমিশন পদে সরাসরি সাব ল্যাফটেনেন্ট হিসেবে যোগ দেন । ১৮৭৬ সালের ৩০ অক্টোবর সৈনিক হিসেবে

প্রথম ভারত আসেন। ১৮৮৩ সালে ২৬ বছর বয়সে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন। ১৯০০ সালে আফ্রিকার জুলু সম্প্রদায়ের সাথে ম্যাফেবিকিং-এর নেতৃত্ব দেন। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে ২১৭ দিনের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে থাকেন। এক পর্যায়ে নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে তিনি জয়ী হন। তিনি ১৯০৭ সালে সেনা বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি ১৯১২ সালের ২৯ অক্টোবর ওলাভ সোয়েসমকে বিয়ে করেন। তাঁর দুই মেয়ে (হিটার ও বেটী) ও এক ছেলে (পিটার) শেষ জীবনে তিনি কেনিয়ার নাইরোবিতে বাস করতেন। এখানে তিনি ১৯৪১ সালের জানুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

**স্কাউটিং এর গোড়ার কথা**

**বিশ্বে স্কাউটিং-এর যাত্রা যেভাবে শুরু :**

বিপি সেনা বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর থেকেই স্কাউটিং প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়ে পড়েন। ইংল্যান্ডের পোল হার্বারের ব্রাউন্স দ্বীপে ১৯০৭ সালের ২৯ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পরীক্ষামূলক স্কাউট ক্যাম্পের মাধ্যমে তিনি তাঁর স্বপ্ন, অভিজ্ঞতা আর আনন্দময় আন্দোলনের শুরু করেন। সেই ক্যাম্পে ৪টি উপদলে (চখা, দাঁড়কাক, ষাঁড়, নেকড়ে) ২০জন স্কাউট অংশগ্রহণ করেন।

তিনি স্কাউটদের জন্য ১৯০৮ সালে 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' বইটি প্রকাশ করেন। ১৯১০ সালে বিপির বোন এগনিজের সহায়তায় গার্লস গাইড প্রবর্তিত হয়। ১৯১২ সালে বৃটিশ সরকার স্কাউট আন্দোলনকে সরকারি স্বীকৃতি দান করে। ১৯১৪ সালে বিপি কাব স্কাউটিং প্রবর্তন করেন এবং তাদের জন্য রচিত 'দি উলফ কাব হ্যান্ডবুক' বইটি ১৮১৬ সালে প্রকাশ করেন। ১৯১৮ সালে তিনি রোভারিং প্রবর্তন করেন এবং তাঁর রচিত "রোভারিং টু সাকসেস" বইটি ১৯২২ সালে প্রকাশ করেন।

১৯১৯ সালে ইংল্যান্ডের কমিশনার স্যার বয়েস ম্যাকলার্ন স্কাউটদের প্রশিক্ষণের জন্য ইংল্যান্ডে ৫৪ একর জায়গা বরাদ্দ করেন। যা "গিলওয়েল" নামে পরিচিত। এটিই বিশ্বের প্রথম ও প্রধান স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ১৯২০ সালে বিশ্ব স্কাউট সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৬ সালে প্রতিবন্ধীদের জন্য স্কাউটিং শুরু হয়। ১৯২৮ সালে স্কাউটিং এ গ্রুপ পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

**পাক ভারত উপমহাদেশে স্কাউট আন্দোলন শুরুর ইতিহাস**

১৯১০ সালে পাক ভারত উপমহাদেশে স্কাউট আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু এই উপমহাদেশের ছেলেরা তখন আন্দোলনে অংশ নিতে পারেনি। তখন শুধুমাত্র ইংরেজ ছেলেরা এতে অংশ নেয়। বৃটিশ সরকার আইন প্রণয়ন করে এই উপমহাদেশের ছেলেদের জন্য স্কাউটিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।



কিন্তু একটি কালজয়ী মহৎ উদ্দেশ্য বিশেষের জন্য হতে পারে না অথবা একে বাধ্যবাধকতায় সীমাবদ্ধ করাও সম্ভব নয়। উপমহাদেশের জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ এই দেশের ছেলেদের এই মহৎ আন্দোলন থেকে বঞ্চিত না করে সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই স্কাউট আন্দোলনের বীজ বপন করেন।

১৯১৮ সালে মিসেস অ্যানি বেশান্তের নেতৃত্বে ভারত স্কাউট এসোসিয়েশন উপমহাদেশে স্কাউটিং কার্যক্রম শুরু করে। এই এসোসিয়েশনের কার্যাবলী কিশোর যুবক তথা মানুষকে স্কাউটিংয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে। স্কাউটিংয়ের মহত্ব জনসাধারণকে প্রভাবিত করে। ব্যাপক জন সমর্থন দেখে বৃটিশ সরকার ১৯১৯ সালে এ দেশের ছেলেদের জন্য স্কাউটিং না করতে দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়।

এরপর ১৯২০ সালের 'বেঙ্গল বয় স্কাউট এসোসিয়েশন' স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রাদেশিক স্কাউট সংগঠন হিসেবে গঠিত হয়। এর সদর দফতর স্থাপন করা হয় কলকাতায়। এভাবেই এই উপমহাদেশে স্কাউট আন্দোলনের সূচনা হয়।

### বাংলাদেশের স্কাউটিং :

স্বাধীনতার পূর্বে : ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ পাকিস্তান ও ভারত এই দুই নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর পাকিস্তান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে দু'ভাগে অভিহিত হয়। সেই পূর্ব পাকিস্তানই পরবর্তীতে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বর্তমানের বাংলাদেশ রূপে জন্মলাভ করে।

১৯৪৭ সালে ১ ডিসেম্বর পাকিস্তানের জালাল উদ্দিন সুজার প্রচেষ্টায় করাচিতে পাকিস্তান বয় স্কাউট এসোসিয়েশন গঠিত হয়। স্কাউটার এ, এম সলিমুল্লাহ ফাহ্মীর নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালের ২২ মে 'ইস্ট বেঙ্গল স্কাউট এসোসিয়েশন' গঠিত হয়। এই এসোসিয়েশনের কার্যালয় স্থাপিত হয় ঢাকায়। এর আগে কলকাতায় বেঙ্গল স্কাউট এসোসিয়েশন থাকায় দেশ ভাগের পর প্রায় শূন্য হাতে কোন ধরনের রেকর্ডপত্র ছাড়াই তৎকালীন স্কাউটদের প্রচেষ্টা এবং প্রাদেশিক গভর্নরের তহবিল থেকে বছরে মাত্র এক হাজার টাকা পুঁজি সম্বল করে ইস্ট বেঙ্গল স্কাউট এসোসিয়েশন কাজ শুরু করে।

প্রাক্তন প্রাদেশিক কমিশনার সলিমুল্লাহ ফাহ্মী, প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিশনার এইচ.জি.এস. বিভার, প্রাদেশিক সম্পাদক এ.এফ.এম আব্দুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াকিল আহমদ আব্বাসী এবং আরো কয়েকজন স্কাউটিংয়ের নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় ইস্ট বেঙ্গল বয় স্কাউট এসোসিয়েশন একটি শক্তিশালী প্রাদেশিক সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠে। পরবর্তীতে ইস্ট বেঙ্গল বয় স্কাউট এসোসিয়েশন এর নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান স্কাউট এসোসিয়েশনের নামকরণ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটস পাকিস্তান বয় স্কাউট এসোসিয়েশনের প্রাদেশিক শাখা হিসেবে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সম্পৃক্ত ছিল।

স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালের ৮ ও ৯ এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রথম জাতীয় কাউন্সিল সভায় ৯ এপ্রিল বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি গঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতির ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালের ১১১ নং অধ্যাদেশে বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতির নাম পরিবর্তন করে “বাংলাদেশ স্কাউটস হিসেবে নামকরণ করা হয়।

### বাংলাদেশে রোভার স্কাউটিং এর ক্রমবিকাশ :

আকর্ষণীয় ও উদ্দীপক কর্মসূচি গ্রহণে ব্যর্থতার কারণে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে যুব সম্প্রদায়ের কাছে রোভারিং যথাযথভাবে পৌঁছাতে পারেনি এবং সংগত কারণেই তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের রোভার স্কাউট দলের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। এ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানিদের কিছু বৈষম্যমূলক আচরণ এই দেশের স্কাউট আন্দোলনকে ব্যাহত করেছে। প্রাদেশিক স্কাউট সমাবেশে দেশের মাত্র গুটি কয়েক রোভার স্কাউট দলকে যোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো। তাও আবার ১৯৬৪ সালের পর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্বাধীনতার পর রোভার স্কাউটিংয়ের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। গঠন করা হয় আঞ্চলিক স্কাউটস বর্তমানে নাম রোভার অঞ্চল। রোভার আঞ্চলিক স্কাউটস গঠন করার ফলে এর কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি পায়। একই সাথে বেড়ে যায় রোভার স্কাউট দলের সংখ্যা। রোভার স্কাউটিংকে আরো আকর্ষণীয় ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম পূর্ণবিন্যাস করা হয়েছে। রোভার অঞ্চল প্রতি বছর আঞ্চলিক সমাবেশ অনুষ্ঠান করতে যুবকদের কাছে রোভার স্কাউটিং এ নিহিত ভাল ও তাৎপর্যময় কার্যাবলী উপলব্ধি করে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক তরুণ/তরুণী এই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে। যুব সম্প্রদায়ের কাছে রোভার স্কাউটিং বাস্তবসম্মত জীবন পথ। ফলে এর ব্যাপ্তি ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

### নিজ রোভার স্কাউটের ইতিহাস জানা :

নিজের রোভার দলকে ভালো না বাসলে দলের প্রতি মমত্ববোধ জাগতে পারে না। দলকে জানতে হলে এর প্রতি মমত্ববোধ না থাকলে দলীয় কার্যাবলীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও জানা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই দলের পুরো ইতিহাস একজন রোভারকেই জানতে হবে কীভাবে এই দল অঞ্চল কর্তৃক স্বীকৃত হয়, সে সময় দলে রোভার লিডার হিসেবে কে দায়িত্ব পালন করছিলেন? জানতে হবে দলের প্রথম সিনিয়র রোভার মেট কে ছিলেন এবং অন্যান্য রোভার মেট কারা ছিলেন এবং তাদের কাজ তারা কীভাবে সম্পন্ন করতেন? দল তালিকাভুক্তির পর কোন কোন সদস্য মুটে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দল যে সকল সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নিয়েছিল তার বিবরণ দলের সদস্য হিসেবে একজন রোভারকে জানতে হবে। দলের কোন সদস্য স্কাউট প্রোগ্রামে বিদেশ সফর করেছে কিনা? এবং করলে কখন কোন দেশ সফর করেছেন সে সম্পর্কে জানতে হবে।

রোভার দলের ইতিহাস এবং অন্যান্য তথ্য জানার একমাত্র পথ দলের “লগ বই” । সুতরাং প্রত্যেক দলে একটি দলীয় লগ বই সংরক্ষণ কত প্রয়োজন এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না । লগ বই একটি দলের চলমান ইতিহাস । দলের যাবতীয় কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এতে স্বয়ং সংরক্ষিত থাকে ।

রোভার স্কাউট গ্রুপ/ইউনিটে শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে জানা : (ক) ইউনিট এবং উপদলে একজন রোভারের অবস্থান ও কার্যাবলী সম্পর্কে জানা : রোভার স্কাউট ইউনিট পরিচালনার প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে শৃঙ্খলা । স্কাউট আন্দোলনে বিশ্বাসী সবাই চায় প্রতিটি রোভার স্কাউট ইউনিটের প্রতিটি সদস্য সুশৃঙ্খলভাবে তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করুক, যাতে ইউনিট কার্যাবলী সাবলীল গতিতে চলে । ইউনিটের প্রতিটি রোভার স্কাউট এর চালচলন, আচার আচরণ দেখে যেন অন্যরা বুঝতে পারে যে, সত্যি রোভার স্কাউট ইউনিটটি একটি সুশৃঙ্খল ইউনিট এবং তাদের কাজের ধারা অনন্য ।

ইউনিটকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করার জন্য প্রতিটি রোভার স্কাউট ইউনিটের জন্য সঠিকভাবে এবং তার অন্তর্গত প্রতিটি উপদলের জন্য কিছু কিছু নিয়ম কানুন যথাযথভাবে মেনে চলার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন । প্রতিটি ইউনিটের জন্য প্রয়োজন পারিপার্শ্বিকতাসহ অন্যান্য বিষয় বিশ্লেষণ করে একটা নিয়ম চালু করা যা ইউনিটের প্রতিটি সদস্যকে সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে । তেমনিভাবে ইউনিটের অধীনস্থ প্রতিটি উপদলকে তাদের চাহিদা মোতাবেক কিছু নিয়ম-কানুন অবশ্যই পালন করতে হবে এবং সেই সঙ্গে একজন রোভার স্কাউটকে যে উপদলের সদস্য সেই উপদলের নিয়মকানুনগুলো অবশ্যই পালন করে চলতে হবে । সুষ্ঠুভাবে নিয়মগুলো মেনে চলার জন্য তাই প্রথমে ভালভাবে জেনে নিতে হবে এ নিয়মকানুনগুলো কী কী ।

উপদল পদ্ধতি হচ্ছে স্কাউট আন্দোলনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য । পৃথিবীর অন্য কোন যুব সংগঠনে এই উপদল পদ্ধতি নেই । এই মহান আন্দোলনের প্রবর্তক বিপি স্বয়ং এই উপদল পদ্ধতির ওপর সর্বশেষ গুরুত্ব আরোপ করে দিয়েছেন । উপদল পদ্ধতি হচ্ছে স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মূল ভিত্তি । এই জন্য বলা হয়, “স্কাউটিং মানে উপদল পদ্ধতি, আর উপদল পদ্ধতি মানেই স্কাউটিং” । উপদল হচ্ছে একটি রোভার স্কাউট ইউনিটের ক্ষুদ্রতম অবিচ্ছেদ্য অংশ । কয়েকটি উপদলের সমন্বয়ে গড়ে উঠে একটি রোভার স্কাউট ইউনিট । স্কাউটিংয়ে উপদল পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হলো ইউনিটের প্রতিটি সদস্যদের কোন না কোন কাজের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে সেই কাজের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে একজন রোভার নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করতে পারে । কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য উপদলের প্রত্যেক সদস্যকে কোন না কোন দায়িত্ব নিতে হয় । এভাবেই কোন কাজে পূর্ণতা লাভ করা যেতে পারে । উপদলের প্রত্যেক সদস্যের একটি ক্রমিক নম্বর থাকবে । প্রত্যেক সদস্যকে কাজের নির্দিষ্ট দায়িত্ব

প্রদান করা হয়। এভাবে দায়িত্ব দিয়ে রোভার স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে প্রত্যেক উপদল সদস্যকে দায়িত্ব সচেতন করে তোলার চেষ্টা করা হয়।

নিচে একটি রোভার উপদলের সদস্যদের অবস্থান ও দায়িত্বের একটি নমুনা দেওয়া হলো :

সদস্য নম্বর	পদবী	দায়িত্ব
সদস্য নম্বর-১	রোভার মেট	উপদল পরিষদের সভাপতি
সদস্য নম্বর-৩	রোভার	উপদল পরিষদের কোষাধ্যক্ষ
সদস্য নম্বর-৪	রোভার	উপদল কোয়ার্টার মাস্টার
সদস্য নম্বর-৫	রোভার	উপদল কর্ণার সজ্জাকারী
সদস্য নম্বর-৬	রোভার	উপদল লাইব্রেরিয়ান
সদস্য নম্বর-২	সহকারী রোভার মেট	উপদল পরিষদের সম্পাদক

উপরে প্রদত্ত ছকটি একটি নমুনা। উপদলের প্রয়োজন অনুসারে (রোভার মেট ও সহকারী রোভার মেট ব্যতীত) অন্যান্য দায়িত্ব পরিবর্তন করা যেতে পারে।

**গ্রুপ/ইউনিটের সদস্যদের সাথে সুশৃঙ্খলভাবে মার্চ পাষ্ট করতে পারা :**

মার্চ পাস্টের জন্য নিয়মিত অনুশীলন প্রয়োজন। দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কিছু দিন অনুশীলন করলে নতুন সদস্য মার্চ পাস্টে দক্ষ হয়ে উঠবে। মার্চ পাষ্ট করার সময় ডান দিকে যে আছে তার দিকে লক্ষ্য করতে হবে। এটা করলে ভুল হবার সম্ভাবনা কম থাকে। সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়ালে সামনের জনের ঘাড়ের দিকে নিজের দৃষ্টি অর্থাৎ সামনের সদস্যদের মাথা বরাবর নিজে দাঁড়ালে লাইন দ্রুত সোজা হয়। মার্চ পাস্টের সময় অন্যদের সঙ্গে তালের ভুল হলে থেমে মনোযোগ দিয়ে অন্যদেরকে লক্ষ্য করে পুনরায় আবার শুরু করতে হবে।

## ব্যবহারিক কাজ

**রেকর্ড সংরক্ষণ :**

(ক) মাই প্রোগ্রেস সংরক্ষণ শুরু করা

এই পর্যায়ে প্রত্যেক রোভার সহচরকে তার স্পসর এবং রোভার নেতার সহায়তায় মাই প্রোগ্রেস সংরক্ষণ শুরু করতে হবে।

(খ) লগ বই লেখা শুরু করা।

এই পর্যায় একজন রোভার সহচরকে পূর্বে উল্লিখিত নিয়মানুযায়ী তাঁর

স্পন্দর/রোভারমেট, সিনিয়র রোভার মেট এবং রোভার নেতার সহায়তায় লগ বই লেখা অব্যাহত রাখতে হবে। লগ বই এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে একজন রোভারের স্বকীয়তা প্রকাশ পায়। লগ বইয়ের মানোন্নয়নে প্রয়োজনবোধে প্রেসিডেন্ট'স রোভার ক্লাউট অথবা কোন লিডার ট্রেনার বা সহকারি লিডার ট্রেনারের পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে। রোভার প্রোগ্রাম অনুযায়ী একজন রোভার লগ বই সম্পন্ন না করে পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করতে পারবে না।

**দড়ির দক্ষতা :** নিচে হুইপিং এবং রিফ নট, শিট বেড, বোলাইন, ক্রোভ হিচ, রাউন্ড টার্ন এন্ড টু হাফ হিচেস, টিম্বার হিচ, ফিসারম্যানস নট প্রভৃতি গেরো বাঁধার পদ্ধতি ও ব্যবহার সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হল।

**দড়ি :** দড়ি পাট, ছন, নারিকেলের ছোবড়া, ম্যানিলা, নাইলন, স্টীল, লোহা, তামা, ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয়। আমরা সাধারণ পাট বা দড়ি, শনের দড়ি ব্যবহার করে থাকি।

**প্রকারভেদ :** দড়ি সাধারণ তিন প্রকার। যথা -

১। হসার লেড রোপ (HAWSER LAID ROPE) :- এটি তিন গুণ ওয়ালা দড়ি। বাম দিক হতে ডান দিকে পেঁচিয়ে তৈরি করা হয়।

২। শ্রাউড লেড রোপ (SHROUD LAID ROPE) :- এটি পাঁচ গুণ চারটি ঐ গুনের উপর দিয়ে বাম দিক হতে ডান দিকে পেঁচিয়ে তৈরি করা হয়। তৈরি করার সময় একটি গুণ মাঝখানে থাকে এ অন্য চারটি ঐ গুনের উপর দিয়ে বাম দিক হতে ডান দিকে পেঁচানো থাকে।

৩। ক্যাবল লেড রোপ (CABLE LAID ROPE) :- এটি তিন গুণ ওয়ালা একটি হসার লেড রোপ দিয়ে তৈরি।

## দড়ির যত্ন

উদ্ধারকাজ, পাইওনিয়ারিং বা অন্য কোন কাজে দড়ি ব্যবহারের পর অনেক সময় দড়িতে নানা প্রকার কাঁদা, মাটি, শেওলা ও অন্যান্য পদার্থ লেগে থাকতে দেখা যায়। এসব পদার্থ দড়িকে সহজেই নষ্ট করে ফেলতে পারে। দড়ি ব্যবহারের পর ভালভাবে পরিষ্কার করে রাখতে হয়। যদি ভিজা থাকে তবে তা ভালভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে রাখতে হবে। কোন দড়িটি কতটুকু লম্বা তা একটা কার্ডে লিখে ঐ দড়িতে যদি বেঁধে রাখা যায় তবে প্রয়োজনের সময় নির্দিষ্ট মাপের দড়িটি খুঁজে পাওয়া সহজ হয়। দড়ি সাধারণতঃ পেঁচিয়ে ঝুলিয়ে রাখা ভাল হয় এবং কিছুদিন পর দড়ি ঝেড়ে মুছে প্রয়োজনে রৌদ্রে শুকিয়ে রাখতে হয়। তা না হলে, ইঁদুর, উইপোকা অথবা অন্য কোন কীটপতঙ্গ দড়ি নষ্ট করে ফেলতে পারে।

## দড়ি গুটিয়ে রাখার নিয়ম :

১। হাতে : দড়ির একটি প্রান্ত বাম হাতে ধরে তার অপর প্রান্ত ডান হাতে প্রসারিত করে ডান হাতে দড়ির এক অংশ ধরতে হবে। এবার ডান হাতে ধরা দড়িকে আগে বাম হাতে ধরা দড়ির উপর রাখতে হবে। এটি প্রায় দু'হাতে সমান বৃত্ত হবে। এভাবে যতবার সমস্ত দড়ি বাম হাতে রেখে সর্বশেষ পাঁচটি ডান হাতে রেখে বাম হাতের পাঁচগুলো উপরের দিকে একবার ঘুড়িয়ে পেছনের দিক থেকে বাম হাতে ফাকের ভিতর দিয়ে টেনে বাইরে আনতে হবে। এবার যে আলগা ফাঁসটি তৈরি হলো তা কোন ঝুলন্ত বাঁশ অথবা হেঙ্গারের ঝুলিয়ে রাখতে হবে।



২। মাটিতে : যদি মোটা কাছি হয় তাহলে দড়ির এক প্রান্ত মাটিতে ফেলে একটি বৃত্ত তৈরি করতে হবে। এবার এই বৃত্তের চারদিকে গুটিয়ে একের পর এক বৃত্ত তৈরি করতে হবে। যেখানে শেষ হবে ঐ প্রান্তটি অন্য আরেকটি চিকন রশির সাহায্যে বেঁধে রাখতে হবে। যদি ঢিলা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে তবে তিন বা চার বা ততোধিক বার দড়ি দিয়ে পাঁচ দিয়ে বাধা যেতে পারে।



দড়ির বিভিন্ন অংশ

একটি দড়ির দুটি প্রান্ত থাকে।

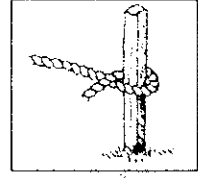
১. চলমান প্রান্ত : যে প্রান্তের সাহায্যে কাজ করা হয় তাকে চলমান প্রান্ত বলে।

২. স্থির প্রান্ত : যে প্রান্ত ব্যবহার করা হয় না তাকে স্থির প্রান্ত বলে।

দড়ির বিভিন্ন পর্যায় :

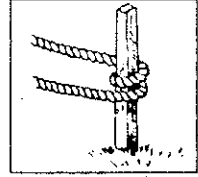
বাইট : দড়ি চলতে চলতে কোথাও বাঁকা হয়ে যায় অথবা যদি দড়ির এক প্রান্তকে দড়ির অপর অংশের পাশাপাশি রেখে দড়ির এক প্রান্ত যদি লুপের মত তৈরি করা হয় তখন তাকে বাইট বলে।

টার্ন : কোন দড়ি দিয়ে কোন খুঁটিতে যদি একটি প্যাঁচ দেওয়া হয় তখন তাকে টার্ন বলে ।



টার্ন

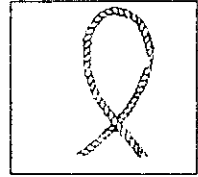
রাউন্ড : কোন দড়ি দিয়ে কোন খুঁটিতে একটি পূর্ণ প্যাঁচ দেওয়া হয় তাহলে দড়ির চলমান অংশ এবং স্থির অংশ একত্রে পরস্পরের সাথে মিলিত হবে । টার্ন দেওয়ার সময় দড়ির চলমান অংশ এবং স্থির অংশ পরস্পর একত্রে মিলিত হবে না । তখন তাকে রাউন্ড বলে ।



রাউন্ড টার্ন

রাউন্ড টার্ন : কোন খুঁটিতে যদি দড়ির চলমান প্রান্ত দিয়ে একবার রাউন্ড এবং একবার টার্ন দেওয়া হয় তখন তাকে রাউন্ড টার্ন বলে ।

লুপ : দড়ির এক প্রান্তকে মূল দড়ির উপরে রাখলে তা হবে লুপ । লুপ তৈরির সময় দড়ির চলমান অংশ দড়ির স্থির অংশের ওপর অথবা নিচে থাকতে পারে । অনেক গেরো আছে যা বাঁধার আগে লুপ তৈরি করে লুপের উপর গেরো বাঁধতে হয় ।



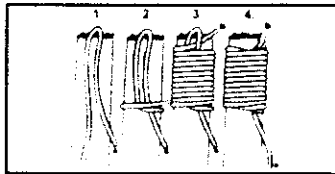
লুপ

হুইপিং বা দড়ির মুখ বাঁধা :

মুখ খুলে গিয়ে তন্তু ছড়িয়ে পড়ে দড়ির যাতে কাজের উপযোগিতা না হারায় তার জন্য দড়ির মুখকে কোন সরু সূতা দিয়ে বেঁধে রাখার নাম হুইপিং বা মুখবন্ধ । স্কাউটিংয়ে আমরা নিম্নলিখিত তিন ধরনের হুইপিং ব্যবহার করে থাকি । যথা (১) কমন হুইপিং (Common Whipping) (২) ওয়েস্ট কাউন্ট্রি হুইপিং (West Country Whipping) ও (৩) সেইল মেকার্স হুইপিং (Sail Maker's Whipping)

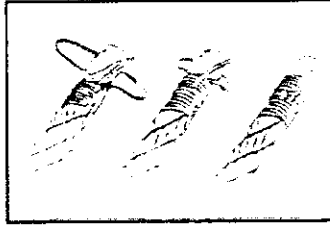
এই হুইপিং গুলো বাঁধার কৌশল সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১। কমন হুইপিং (Common Whipping) : যে দড়ির মুখ বাঁধতে হবে সে দড়ির সাথে ৪০ সেঃ মিঃ একটি লম্বা সূতার এক প্রান্তে একটি বাইট তৈরি করে বাইটের অংশটা দড়ির মাথার কিছুটা উপরে রেখে অপর দু'টি প্রান্তকে এই দুটি প্রান্তের একটি বেশ বড় এবং অপরটি ছোট থাকবে) দড়ির নিচের স্থির প্রান্তের উপর চাপ দিয়ে ধরতে হবে (চিত্র অনুযায়ী) । এর মোটা সূতার বড় অংশ দিয়ে ঐ সূতার ছোট প্রান্তসহ মূল দড়িকে নিচের দিক থেকে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে উপরের দিকে যেতে হবে (চিত্র অনুযায়ী)



মোটা সূতা দিয়ে মূল দড়িকে প্যাঁচানো শেষ হলে দড়ির প্রান্তকে বাইটের যে অংশ মূল দড়ির শেষ প্রান্তে ছিল তার মধ্যে ঢুকিয়ে মোটা সূতার যে অংশ মূল দড়ির নীচে স্থির অংশের উপর আছে তাকে ধরে টানতে হবে (চিত্র অনুযায়ী)। এভাবে টানলে বাইটের যে অংশ মূল দড়ির শেষ প্রান্তে ছিল তা ভিতরে চলে যাবে। এভাবে কমন হুইপিং দিতে হবে। হুইপিং দেওয়া শেষ হলে মোটা সূতার যে অংশ বাইরে আছে তা মূল দড়ির প্রান্তভাগে যে তন্তুগুলো বাইরে আছে সেগুলো সুন্দরভাবে ধারালো কাঁচি বা চাকু বা ব্লেড দিয়ে কেটে দিতে হবে।

২। ওয়েস্ট কাউন্ট্রি হুইপিং (West Country Whipping) : ৪০ থেকে ৫০ সেঃ মিঃ লম্বা একটি মোটা সূতা দিয়ে মূল দড়ির শেষ প্রান্তের ৩ সেঃ মিঃ নিচে মোটা সূতার মধ্যভাগ মূল দড়ির ঠিক মধ্যের অংশে রাখতে হবে (চিত্র অনুযায়ী)। এরপর মোটা সূতা দিয়ে মূল দড়ির উপর পর্যায়ক্রমে একবার সামনের দিকে এবং পরবর্তীতে পিছনের দিকে অর্ধেক গেরো বাঁধতে নিচের দিক থেকে উপরের অংশে চলে যেতে হবে। মূল দড়ির প্রান্তভাগে গিয়ে মোটা সূতার মাথা দু'টিকে একটি রীফ নট বেঁধে হুইপিং শেষ করতে হবে। এভাবে ওয়েস্ট কাউন্ট্রি হুইপিং দিতে হয়। হুইপিং দেওয়া শেষ হলে দড়ির প্রান্তভাগে তন্তুগুলোকে ধারালো কাঁচি, চাকু বা ব্লেড দিয়ে কেটে দিতে হবে।



৩। সেইল মেকার্স হুইপিং (Sail Maker's Whipping) : তিনগুন বিশিষ্ট (দড়ি তৈরি করার জন্য একই বেড় বিশিষ্ট তিনটি দড়ি একত্রে পাকিয়ে যে দড়ি তৈরি করা হয়) দড়িতে সেইল মেকার্স হুইপিং বাঁধলে তা দখতে সুন্দর দেখায়। চারগুন বিশিষ্ট দড়িতে এই হুইপিং দিলে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি গুনকে একত্রে করে তাকে তিনগুন বিশিষ্ট করে নিতে হয়। তেমনি পাঁচগুন বিশিষ্ট দড়ি হলে পরস্পর পাশাপাশি অবস্থিত দুটি গুনকে একত্রিত করে তাকে তিনগুন বিশিষ্ট করে নিতে হয়।

যে দড়ির মাথায় এই হুইপিং দেওয়া হবে সেই দড়ির মাথার কিছু অংশে (২ থেকে ৩ সেঃ মিঃ পরিমাণ) পাক খুলে ফেলাতে হবে। ৫০ থেকে ৭০ সেঃ মিঃ লম্বা মোটা সূতার এক প্রান্তকে ১৫-১৬ সেঃ মিঃ ভাঁজ করে মূল সূতার উপরে রাখ। ভাঁজ করা সূতায় যে লুপ তৈরি হবে তা মূল দড়ির যে কোন একটি গুনের মধ্যে ঢুকিয়ে সূতার চারটি অংশকে



মূল দড়ির স্থির প্রান্তের উপর রাখতে হবে। এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সূতার দুই প্রান্তের একটি প্রান্ত বেশ বড় থাকে। কারণ সূতার এই বড় অংশকে পরবর্তীতে প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে মূল দড়ির প্রান্তের দিকে নিয়ে যেতে হবে (চিত্র অনুযায়ী)। এভাবে টানলে লুপের কিছু অংশ প্যাঁচানো দড়ির মধ্যে ঢুকে যাবে (চিত্র অনুযায়ী)।

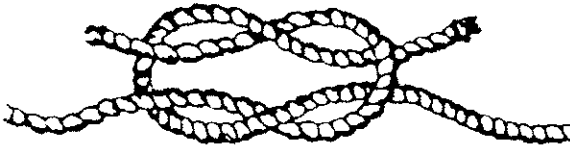


এরপর সূতার যে প্রান্ত নীচে আছে তাকে মূল দড়ির প্রান্তের উপরে এনে যে সূতা দিয়ে দড়িকে প্যাঁচানো হয়েছে সেই সূতার সাথে ডাক্তারী গেরো দিতে হবে (চিত্র অনুযায়ী) এভাবে সেইল মেকার্স ছইপিং দেখা যায়। দেয়া শেষ হলে সূতার অতিরিক্ত অংশ এবং ছইপিং দেয়া দড়ি প্রান্তভাগের তন্তুগুলো ধারালো কাচি, চাকু বা ব্লেড দিয়ে কেটে দিতে হবে। যদি টিলে হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে তবে তিন বা চার অথবা আরো বেশি করে দড়ি প্যাঁচ দিয়ে বাঁধা যেতে পারে।

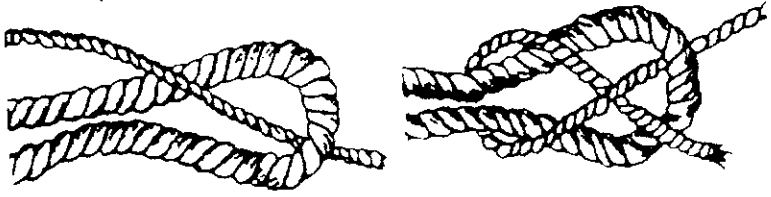
### গেরো বাঁধা

পাইওনিয়ারিং ও দড়ির কাজে অংশগ্রহণ করতে একজন রোভার স্কাউটকে বিভিন্ন ধরনের গেরো বাঁধা শিখতে হবে। সাধারণভাবেও আমরা গেরো বাঁধা শিখে থাকি, তবে সে সব গেরো সমূহ স্কাউটিংয়ের মত সঠিক ও সহজ হয় না। স্কাউটিংয়ে যে সকল গেরো ব্যবহার করা হয় তা চর্চা করে একজন রোভার স্কাউট বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত দক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

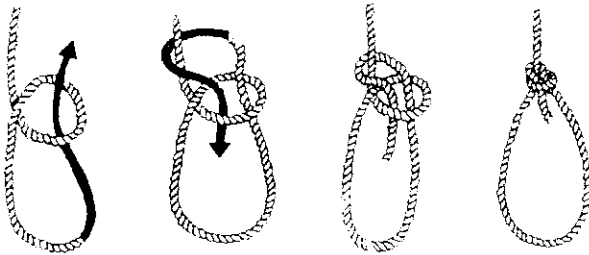
ডাক্তারী গেরো (REEF KNOT) : দুটি সমান মোট দড়ির মাথা একটি ডান হাতে ও অপরটি বাম হাতে ধরে ডান হাতের দড়ির মাথার কাছে খানিক অংশ বাম হাতের দড়ির মাথার দিকে পাশাপাশি ধরে একটি প্যাঁচ দাও। এবার আস্তে আস্তে টেনে গেরো শক্ত করো। রীফ নট সাধারণত সমান মোটা দুটি দড়ি জোড়া দিতে, প্যাকেট বা ব্যাল্জেজ বাঁধতে ব্যবহার করা হয়।



পাল গেরো (SHED BEND) : একটি দড়ির এক প্রান্তে একটি লুপ করে বাম হাতে ধরতে হবে। এবার ডান হাতের একটা দড়ির সৰু দড়ির প্রান্তভাগ মোটা দড়ির লুপের নীচের দিক থেকে উপরে তুলতে হবে। তারপর মোটা দড়ির সাথে পঁয়চ দিয়ে সৰু দড়িটিকে তার নিচের লুপের মূল অংশের নিচ দিয়ে ঢুকাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে এ সময় সৰু দড়ির প্রান্তটি যেন লুপের উপরে থাকে এরপর সৰু দড়ির স্থির অংশকে আস্তে আস্তে টানলে শীট বেস্ত বা পাল গেরো তৈরি হয়ে যাবে। মোটা দড়ির সঙ্গে সৰু দড়ি বাঁধার জন্য এ বেস্ত ব্যবহার করা হয়।



জীবন রক্ষাকারী গেরো (BOWLINE) : দড়ির এক প্রান্তকে ডান হাত দিয়ে ধরতে হবে। এরপর বাম হাতের তালুকে উপরের দিকে রেখে দড়িকে বাম হাতের তালুর উপরে রাখতে হবে। দড়ির যে অংশে লুপ তৈরি করতে হবে সে পরিমাণ দড়িকে নিজের শরীরের দিকে টেনে আনতে হবে। শরীরের দিকে দড়ির যে অংশ আছে সেটি দড়ির চলমান অংশ এবং শরীরের সামনের দিকে দড়ির যে অংশ সেটি দড়ির স্থির অংশ। এখন দড়ির চলমান অংশ (যা শরীরের দিকে আছে) দিয়ে হাতের তালুর উপর এমনভাবে একটি লুপ তৈরি করতে হবে যেন লুপ তৈরির পর দড়ির চলমান দড়ির স্থির অংশের উপরে থাকে (চিত্র অনুযায়ী)



এভাবে তৈরি লুপকে হাতের মধ্যমা এবং বৃদ্ধা আঙ্গুল দিয়ে ধরতে হবে। বাম হাতের তর্জন শরীরের সামনের দিকে বাড়িয়ে শরীরের স্থির অংশকে তর্জনের উপর রাখতে হবে। এরপর দড়ির চলমান প্রান্তটি লুপের নিচ থেকে উপরের দিকে উঠিয়ে দড়ির

চলমান প্রান্তকে দড়ির স্থির অংশের নিচ দিয়ে ঘুরিয়ে এনে দড়ির প্রান্তকে সরাসরি আবার লুপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এখন লুপের মধ্যে দড়ির চলমান যে দুটো অংশ আছে সে দুটি অংশকে ডান হাতে ধরে দড়ির স্থির অংশ বাম হাতে ধরে টানলে তা বোলাইন বা জীবন রক্ষাকারী গেরো হয়ে যাবে। জীবন্ত কোন লোককে উদ্ধারের জন্য যেমন উপর থেকে নিচে নামাবার বা নিচে থেকে উপরে তোলার জন্য বোলাইন বা জীবন রক্ষাকারী গেরো ব্যবহার করা হয়। আগুন লাগা ঘর থেকে কোন অজ্ঞান ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্য এ গেরো ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

**বড়শি গেরো (CLOVE HITCH) :** প্রথমে দড়ির চলমান প্রান্ত দিয়ে খুঁটিতে একটি পূর্ণ পঁচাচ দিতে হবে। এ পঁচাচ দেওয়ার ফলে দড়ির স্থির অংশ দড়ির চলমান অংশের নিচে অথবা উপরে থাকতে পারে। যদি দড়ির স্থির অংশ দড়ির চলমান অংশের নিচে থাকে তাহলে দড়ির চলমান অংশকে আগের তৈরি পঁচাচের নিচ দিয়ে খুঁটিতে ঘুড়িয়ে দড়ির স্থির অংশের নিচ দিয়ে পঁচাচের মধ্যে ঢুকাতে হবে। দড়ির দু'প্রান্তকে টেনে হিচকে শক্ত করে ক্লোভ হিচ বা বড়শি গেরো বাঁধতে হয়।



কোন দড়ির এক প্রান্তকে কোন খুঁটিতে বা পোলে বাঁধার জন্য এবং একমাত্র ডায়াগোনাল ল্যাশিং ছাড়া অন্য সব ল্যাশিং শুরু এবং শেষ করার সময় ক্লোভ হিচ বা বড়শি গেরো ব্যবহার করা হয়।

**তাঁবু গেরো (ONE ROUND TURN AND TWO HALF HITCHES) :** দড়ির চলমান অংশ দিয়ে কোন খুঁটিতে দু'বার পঁচাচ দিয়ে দু'প্রান্তকে দু'হাতে ধরলে তা হবে একটি পূর্ণ পঁচাচ এবং একটি টার্ন। এবার দড়ির চলমান প্রান্ত দিয়ে দড়ির স্থির অংশের অল্প দূরে দূরে দুটি হাফ হিচ তৈরি করতে হবে। এভাবে ওয়ান রাউন্ড টার্ন এন্ড টু হাফ হিচেস বা তাঁবু গেরো বাঁধতে হয়। তবে শেষের দু'টি হাফ হিচ একত্রে বাঁধলে তা বড়শী গেরো হবে। এতে তাঁবু গেরোটি অনেক শক্ত হবে। তাঁবুর পেগের সঙ্গে তাঁবু গাই লাইন বা গাই রোপ বাঁধার জন্য এই হিচ ব্যবহার করা হয়।

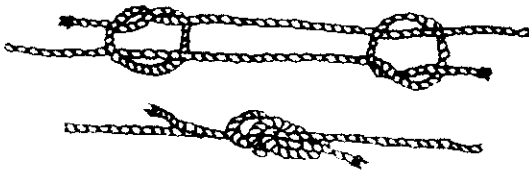


গুড়ি টানা গেরো (TIMBER HITCH) : দড়ির চলমান প্রান্ত ডান হাতে রেখে চলমান অংশ দিয়ে কাঠের গুড়ি বা অন্য কোন নির্দিষ্ট বস্তুকে একবার প্যাঁচ দিয়ে দড়ির চলমান প্রান্তের সাহায্যে দড়ির স্থির অংশে একটি হাফ হিচ তৈরি করতে হবে। এভাবে হাফ হিচ দেওয়া হলে দড়ির চলমান প্রান্তের সাহায্যে দড়ির স্থির অংশে একটি হাফহিচ তৈরি করতে হবে। এভাবে হাফ হিচ দেওয়া হলে দড়ির চলমান প্রান্ত দিয়ে মূল দড়ির অংশে অন্তত ৫-৭ বার পেঁচিয়ে দিতে হবে। এভাবে টিম্বার হিচ বা গুড়ি টানা গেরো বাঁধতে হয়। যদি কোন লম্বা বস্তুকে টেনে আনার জন্য টিম্বার হিচ বা গুড়ি টানা গেরো ব্যবহার করতে হয় তাহলে বস্তুর সঙ্গে প্রথমে টিম্বার হিচ বা গুড়ি টানা গেরো বেঁধে পরবর্তী একটি লুপ তৈরি করে ঐ লুপটি তাঁর সামনের অংশে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এই লুপকে কেলিক বলে। কেলিক দিয়ে বস্তুটিকে সোজা রাখা হয় যাতে সে অল্প জায়গা নিয়ে যেতে পারে।



কোন বোঝা বা ভারি কাঠের টুকরা টেনে আনার জন্য টিম্বার হিচ ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া ডায়াগোনাল ল্যাশিং বাঁধার কাজে এই ল্যাশিং শুরু করতে হয়।

জেলে গেরো (FISHERMAN'S KNOT) : দুটি দড়ির দুই প্রান্তকে পাশাপাশি রেখে একটি দড়ির প্রান্ত দিয়ে অপর দড়িতে একটি থাম নট এবং দ্বিতীয় দড়ির প্রান্ত দিয়ে অপর দড়িতে একটি থাম নট দিতে হবে। এখন দুটি দড়িকে টানলে দুই দড়িতে বাঁধা গেরোগুলো কাছাকাছি এসে পরস্পরের সঙ্গে শক্তভাবে লেগে যাবে। এভাবে ফিসারম্যান'স নট বাঁধতে হয়। দুটি ভেজা দড়ি একত্রে জোড়া দেওয়ার কাজে এই গেরো ব্যবহার করা হয়। পানিতে কাজ করে বলে জেলেদের ব্যবহারের দড়ি প্রায় সব সময় ভেজা থাকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জেলেরা ব্যবহার করে বলেই এই গেরোকে জেলে গেরো বলা হয়।



## অনুমান ও পর্যবেক্ষণ

সরাসরি দূরত্ব, উচ্চতা, সংখ্যা, ওজন ইত্যাদি না মেপে সে সব সম্পর্কে পদ্ধতিগতভাবে আন্দাজ করে প্রকৃত ফলাফলের নিকটতম ফলাফল বলতে পারাকে অনুমান বলে।

ব্যবহারিক জীবনে অনুমান করে বলার চেষ্টা অনুসরণের মাধ্যমে একজন মানুষকে বিভিন্ন কাজ সমাধানে দক্ষ করে তোলে। নিয়মিত অনুশীলন করে গেলে অনুমান দক্ষতা বেড়ে যায়। স্কাউটরা শুধুমাত্র সাদামাটাভাবে উচ্চতা, দূরত্ব, সংখ্যা ইত্যাদি অনুমান করে না। তাদের অনুমানের পেছনে থাকে বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি ও সঠিক পদ্ধতি। স্কাউটিং-এ প্রচলিত কয়েকটি অনুমান সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো—

অনুমানের সাহায্যে দূরত্ব নির্ণয় :

### (১) তুলনামূলক বিশ্লেষণ :

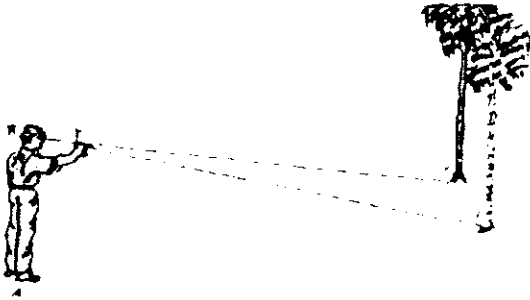
(ক) তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় কোনো লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করার জন্য। যারা ফুটবল বা ক্রিকেট খেলে তারা নিশ্চয়ই খেলার মাঠের মাপ সম্পর্কে জানে। এখন যে স্থানের দূরত্ব মাপতে হবে প্রথমে অনুমান করতে হবে সেখানে কয়টি ফুটবল খেলার মাঠ বা ক্রিকেট খেলার মাঠ হতে পারে। এভাবে আন্দাজ করে একটা নির্দিষ্ট এলাকার দূরত্ব পরিমাপ করতে পারা যায়।

(খ) প্রায় প্রত্যেক রোভার স্কাউট ক্রিকেট খেলার সঙ্গে পরিচিত। ফলে তারা ক্রিকেট বা টেনিস বল কত দূরে ছুড়তে পারে। এটা সকলে অবশ্যই জানে যে, একটা টেনিস কিংবা ক্রিকেট বল জোড়ে ছুড়ে সে কত দূরে নিতে পারে। এভাবে নিজেরাই অনুমান করতে পারে যে দূরত্ব মাপতে হবে তা অতিক্রম করার জন্য কতবার বল ছুড়তে হবে। এভাবে ঐ স্থানের দূরত্ব নির্ণয় করতে পারা যায়।

(২) শব্দের গতি পদ্ধতি : আকাশে বিদ্যুৎ চমকানোর পর আওয়াজ পাই। বিদ্যুৎ আমাদের অবস্থান থেকে যত দূরে চমকাবে আমরা বিদ্যুৎ চমকানোর কিছুক্ষণ পরে বিদ্যুৎ চমকানো শব্দ পাব। তার কারণ শব্দের গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩৩৭ মিটার। যখন কোন ঘটনা ঘটে যেমন-জামা কাপড় ধোবার সময় কাঠের উপর কাঠের আঘাত দেওয়া, কোন খুঁটির উপর মুণ্ডরের আঘাত ইত্যাদি ঘটনা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ঘটনাগুলো দেখার যত সেকেন্ড পর আওয়াজ শোনা যায় সে সময়কে ৩৩৭ মিটার দিয়ে পূরণ করলে শ্রোতার অবস্থান থেকে আওয়াজের উৎস স্থানের মধ্যকার দূরত্ব পাওয়া যাবে। ঘটনাটি ঘটার দুই সেকেন্ড পর তার আওয়াজ শুনলে শ্রোতার অবস্থান থেকে এ স্থানের দূরত্ব  $৩৩৭ \text{ মিটার} \times ২ \text{ সেকেন্ড} = ৬৭৪ \text{ মিটার}$  (প্রায়)।

(৩) বৃত্তাকার পদ্ধতি (TUMB METHOD) : একটি নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে দূরত্ব মাপতে হবে সেখানকার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে প্রথমে ঠিক করে নিতে হবে। এখন

একটি চোখ বন্ধ করে, তার বিপরীত হাত মুঠিবদ্ধ করে আঙুলকে খাড়া করে সামনের দিকে সম্পূর্ণভাবে মাথা এবং লক্ষ্য বস্তুকে একটা সরল রেখায় রাখতে হবে। এরপর শরীরের কোন পরিবর্তন না করে অর্থাৎ মাথা বা হাতকে স্থানে রেখে যে চোখ প্রথমে খোলা ছিল সেটাকে বন্ধ করে এবং যে চোখ প্রথমে বন্ধ ছিল সেটাকে খোলা রেখে আবার লক্ষ্য বস্তুর সঙ্গে রেখা টানতে চেষ্টা করতে হবে। দেখা যাবে যে, লক্ষ্যবস্তুটা কিছুটা দূরে সরে গেছে। আন্দাজ করতে হবে লক্ষ্যবস্তুটা কত দূরে গেছে। লক্ষ্য বস্তুটা যত দূরে সরে যাবে তাকে ৯ দিয়ে গুণ করলে নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে ঐ লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব পাওয়া যাবে। ধরা যাক, প্রথমবার যে লক্ষ্যবস্তু ঠিক করাছিল দ্বিতীয়বার অপর চোখ বন্ধ করে যখন তাকে লক্ষ্য করা হল তখন লক্ষ্যবস্তু ৪ মিটার সরে গেছে। এখন নির্দিষ্ট অবস্থানে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব হবে  $৪ \times ৯ = ৩৬$  মিটার (প্রায়)।

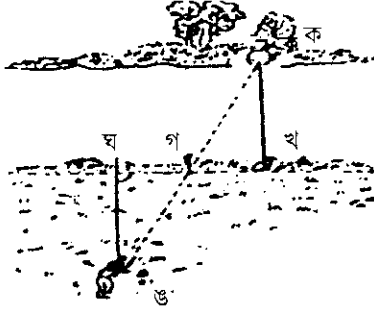


(৪) স্কাউট কদম : পর্যায়ক্রমে কুড়ি কদম হেঁটে এবং কুড়ি কদম দৌড়ে প্রতি ১২ মিনিটে প্রায় ১.২৫ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করা যায়। এভাবে হিসাব করে দূরত্ব মাপা যায়।

(৫) স্কাউট পদক্ষেপ : একজন স্বাভাবিক বয়স্ক মানুষ প্রতি পদক্ষেপে প্রায় ০.৭৫ মিটার অতিক্রম করে। এভার ১২০ পদক্ষেপ গেলে একজন স্বাভাবিক বয়স্ক মানুষ প্রায় ৯০ মিটার অতিক্রম করে। এই পদ্ধতিতে কোন স্থানের দূরত্ব নির্ণয় করা যায়।

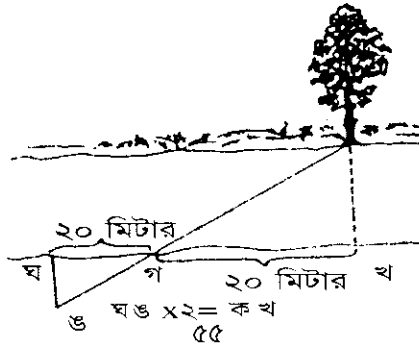
(৬) জ্যামিতিক পদ্ধতি : নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে তার বিপরীত পাড়ের একটা স্থায়ী লক্ষ্যবস্তুকে ঠিক করা হল। মনে করি সেইটি 'ক'। এখন যে পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই পাড়ে 'ক' বিন্দুর বরাবর একটি লাঠি স্থাপন করতে হবে। ধরা যাক এই লাঠি হচ্ছে 'খ'। 'খ' থেকে একই নদীর তীর সমান্তরাল রেখা ধরে খুশি মত জায়গায় গিয়ে একটি লাঠি পুঁততে হবে। ধরা যাক দ্বিতীয় লাঠি যেখানে স্থাপন করা হয়েছে সেটা 'গ'। 'খ' থেকে 'গ' সরলরেখার 'খগ'। 'খগ' এর সমান দূরে গিয়ে আরো একটি লাঠি পুঁততে হবে। তৃতীয় লাঠিটি যেখানে আছে ধরা যাক সেটা 'ঘ'। এরপর 'ঘ' বিন্দু থেকে সমকোণ ঘুরে খোলা জায়গায় নদীর বিপরীত দিকে একটা নতুন সরলরেখায় চলতে

হবে। ঐ সরল রেখায় চলতে চলতে এমন এক জায়গায় দাঁড়াতে হবে যেখানে দাঁড়ালে 'গ' এবং 'ক' একটা সরল রেখায় থাকবে। ঐ নতুন স্থানে একটা লাঠি পুঁততে হবে। মনে করি, ঐ লাঠি এখন 'ঙ' থেকে 'ঘ' যত দূরে 'ক' এবং 'খ' এর দূরত্ব প্রায় তত হবে। ছবির সাহায্যে নিচে বিষয়টি দেখানো হলো :



যদি নদীর বিপরীত দিকে যাওয়ার জায়গা কম থাকে তাহলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নদীর চওড়া মাপা যেতে পারে :

নদীর পারে দাঁড়িয়ে তার বিপরীত দিকে একটা স্থির বস্তুকে প্রথমে ঠিক করে নিতে হবে। যে লক্ষবস্তুকে প্রথমে ঠিক করা হলো ধরা যাক তা 'ক'। এখন যে পারে দাঁড়িয়ে আছে সেই পারের 'ক' বরাবর একটা লাঠি পুঁততে হবে। ধরা যাক এই লাঠিটি 'খ'। এখন 'খ' থেকে নদীর একই তীর ধরে ২০ মিটার দূরে গিয়ে দ্বিতীয় লাঠিটা পুঁততে হবে। ধরা যাক এই লাঠিটি 'গ'। এখন 'গ' থেকে একই তীর ধরে ২০ মিটার দূরে গিয়ে দ্বিতীয়বার একটা লাঠি পুঁততে হবে। এই তৃতীয় লাঠিটি 'ঘ'। এবার 'ঘ' থেকে সমকোণ ঘুরে খোলা জায়গায় নদীর বিপরীত দিকে একটা সরল রেখায় চলতে চলতে এমন এক জায়গায় এসে থামতে হবে যেখান থেকে 'গ' এবং 'ক' কে একটা সরলরেখায় পাওয়া যাবে। সেখানে একটা লাঠি পুঁততে হবে। ধরা যাক, লাঠিটি হচ্ছে 'ঙ'। এখন 'ঙ' এবং 'ঘ' এর দূরত্ব মেপে নিতে হবে। 'ক' 'খ' স্থানের দূরত্ব হবে 'ঙ' 'ঘ' দূরত্বের (প্রায়) দ্বিগুণ হবে।



(৭) জার্মান পদ্ধতি : পূর্বে জার্মান সৈনিকরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে দূরত্ব নির্ণয় করত বলে এই পদ্ধতি জার্মান পদ্ধতি নামে সুপরিচিতি ।

এই পদ্ধতি অনুযায়ী :

৫০ গজ দূরে দাঁড়ানো স্কাউটের মুখ ও চোখ পরিষ্কার দেখা যাবে ।

১০০ গজ দূরে দাঁড়ানো স্কাউটের চোখ দুইটি বিন্দুর মত দেখা যাবে ।

২০০ গজ দূরে দাঁড়ানো স্কাউটের ইউনিফর্মের বোতাম ও অন্যান্য খুঁটিনাটি দেখা যাবে ।

৩০০ গজ দূরে দাঁড়ানো স্কাউটের মুখ মন্ডল মোটামুটি দেখা যাবে ।

৪০০ গজ দূরে দাঁড়ানো স্কাউটের হাত পায়ের সঞ্চালন দেখা যাবে ।

৫০০ গজ দূরে দাঁড়ানো স্কাউটের ইউনিফর্মের রং বোঝা যাবে ।

(৮) ইঞ্চি টু ফুট পদ্ধতি :

১২ ইঞ্চিতে ১ ফুট সম্পর্কটি কাজে লাগিয়ে এই পদ্ধতিতে উচ্চতা অনুমান করা হয় ।

যন্ত্রপাতি : একটি স্কেলে বা ইঞ্চি ফুটের দাগ দেওয়া আছে এরূপ একটা ফিতা ।

কাজের ধারা : ধরা যাক AB গাছটির উচ্চতা মাপা হবে । এই পরিমাপের জন্য কাজের ধারা নিম্নরূপ :

(১) A বিন্দু সমতলে A বিন্দু থেকে ১১ একক দূরে C বিন্দুতে একটি স্কেল CD খাড়াভাবে স্থাপন করতে হবে এবং C বিন্দু থেকে একই রেখায় আরো একক দূরে অপর একটি E বিন্দু নির্ধারণ করতে হবে ।

(২) একজন স্কাউট মাটিতে কাত হয়ে এমনভাবে শুয়ে যাবে যে তার একটি চোখ E বিন্দুতে থাকে ।

(৩) যে চোখটি মাটিতে আছে সেই চোখ খোলা রেখে অন্য চোখ বন্ধ করে ঐ স্কাউট গাছের শীর্ষে তাকাবে ।

(৪) অপর একজন স্কাউট একটি পেন্সিল বা কলম দিয়ে C বিন্দুস্থ CD স্কেল বরাবর আঙুলে আঙুলে উপরের দিকে উঠাতে থাকবে ।

(৫) পেন্সিল বা যে বিন্দুতে আসলে E এবং ই এর সাথে একই রেখায় আসবে সেই বিন্দুতে একটা দাগ দিতে হবে । ধরি বিন্দুটি F

(৬) এখন CF দূরত্ব মাপতে হবে । CF যত ইঞ্চি, AB তত ফুট ।

জ্যামিতিক ব্যাখ্যা :



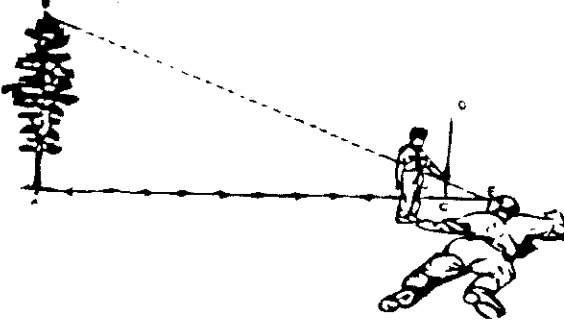
$\triangle ABC$  এবং  $CFE$  সদৃশকোণী। কাজেই

$$\frac{AB}{CF} = \frac{AC}{CE} = \frac{12}{1}$$

$$\therefore AB = 12 CF$$

এখন  $CF$  যদি  $x$  ইঞ্চি হয়, তবে-

$$\therefore AB = 12 x \text{ ইঞ্চি} = x \text{ ফুট।}$$



অনুমানের সাহায্যে উচ্চতা নির্ণয় :

ছায়া পদ্ধতি : উচ্চতা মাপার পদ্ধতিগুলোর মধ্যে নির্ভরযোগ্য সহজ পদ্ধতি হচ্ছে ছায়া পদ্ধতি। আকাশে যখন সূর্য থাকবে কেবল সেই সময় এই ছায়া পদ্ধতির সাহায্যে কোন বস্তুর উচ্চতা নির্ণয় করা যাবে।

প্রথমে যে কোন লাঠির উচ্চতা মেপে নিতে হবে। ধরা যাক লাঠির উচ্চতা ৪ ফুট। পরবর্তীতে এ লাঠিকে মাটির উপর খাড়াভাবে রেখে এ লাঠির যে ছায়া পড়বে তার দৈর্ঘ্য মেপে নিতে হবে। ধরা যাক লাঠির ছায়া ৫ ফুট। এবার নির্দিষ্ট বস্তুর ছায়া মাপতে হবে। ধরা যাক লাঠির ছায়া ২০ ফুট। এভাবে ৩টি মাপ নেওয়া হল।

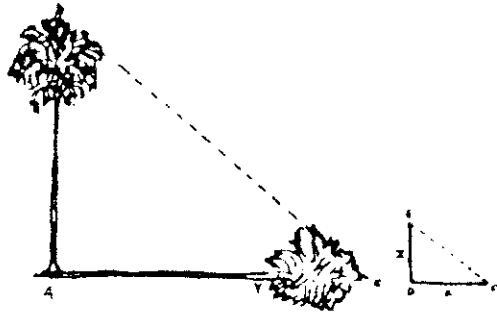
(১) লাঠির উচ্চতা (২) লাঠির ছায়া (৩) লাঠির ছায়া (৪) লক্ষবস্তুর ছায়া। যেটা নেই সেটা হর লক্ষ্যবস্তুর উচ্চতা। লক্ষ্যবস্তুর উচ্চতা নির্ণয় করতে হবে।

সাধারণ ঐকিক নিয়মে লক্ষ্যবস্তুর উচ্চতা নির্ণয় করা যায়। যেমন -

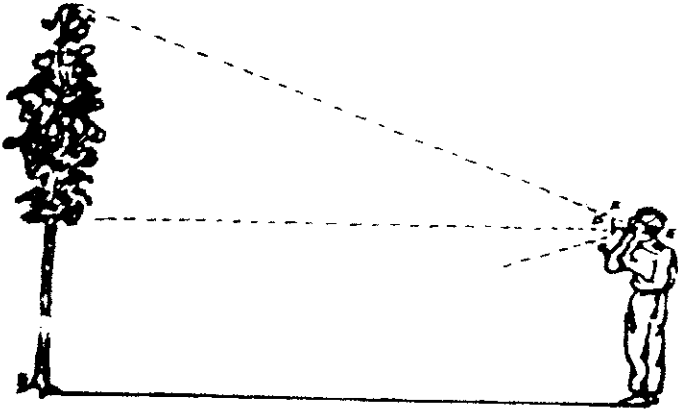
৫ ফুট ছায়া হলে লক্ষ্যবস্তুর উচ্চতা ৪ ফুট

১ ফুট ছায়া হলে লক্ষ্যবস্তুর উচ্চতা  $\frac{৪}{৫}$  ফুট

২০ ফুট ছায়া হলে লক্ষ্যবস্তুর উচ্চতা  $\frac{২০ \times ৪}{৫} = ১৬$  ফুট (প্রায়)



**টি পদ্ধতি (T METHOD) :** একটি লাঠির ওপর একটি লাঠি বেঁধে ইংরেজি বর্ণ 'টি' তৈরি করতে হবে, প্রথম লাঠিকে পোল এবং দ্বিতীয় লাঠিকে বার বলা হয়। লক্ষ রাখতে হবে, যে লাঠি বার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তার মাঝখানটি যেন ঠিক দন্ডের মাঝখানে থাকে। অর্থাৎ যেন পোলের উভয়দিক সমানভাবে বিস্তৃত থাকে।



এরপর 'টি' কে নিজের নাক বরাবর এমনভাবে রাখতে হবে যেন 'টি' এর বারটি নিচের প্রান্ত মাটির সঙ্গে লক্ষবস্তুর গোড়ায় থাকে। 'টি' কে নাক বরাবর উঁচু করে ধরে লক্ষবস্তুর থেকে এমন দূরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না লক্ষবস্তুর 'টি' এর বারের মধ্যে চলে আসে। এবার বারের নিচের প্রান্তকে লক্ষবস্তুর গোড়ায় স্থির রেখে বারকে ভূমির সমান্তরাল করতে হবে। যখন বারের উপর প্রান্তভূমির যে স্থানে পড়বে তার একটা নাম ধরা যাক 'খ'। লক্ষবস্তুর গোড়ার অংশের নাম ধরা যাক 'ক' এবং লক্ষবস্তুর শীর্ষ ধরা যাক 'গ' এখন কখ=কগ (প্রায়)।

রেড ইন্ডিয়ান পদ্ধতি : রেড ইন্ডিয়ান পদ্ধতিতে কোন বস্তুর উচ্চতা নির্ণয় করার জন্য লক্ষবস্তুকে নিজের পেছনে রেখে দুই পা ফাঁকা করে দাঁড়াতে হবে। দু'পা ফাঁক থাকা অবস্থায় নিজের শরীরকে ভাঁজ করে মাথাকে দু'পায়ের দু'পায়ের মধ্যখানে গলিয়ে দিয়ে লক্ষ করতে হবে লক্ষবস্তুর গোড়া থেকে ঐ স্থান পর্যন্ত যে দূরত্ব হবে, লক্ষবস্তুর উচ্চতা প্রায় তত হবে। নিম্নে ছবির সাহায্যে এই পদ্ধতির উচ্চতা নির্ণয় দেখানো হল।



## কিমস গেম

পরিচিত মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে মানুষ চিনতে পারা, শব্দ শুনে বস্তুর পরিচিতি, ঘ্রাণ নিয়ে বস্তু চেনা, অনুভূতি দিয়ে বস্তু চেনাই হচ্ছে কিমস গেম।

কিমবল ওহারা সর্বসাধারণের কাছে কিম নামে পরিচিত ও জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি ছিলেন তদানীন্তন ভারতবর্ষে কার্যরত একজন আইরিশ নৌ-বাহিনীর সার্জেন্টের পুত্র। কিম ছেলেবেলায় তাঁর বাবা মাকে হারান। কিমের এক চাচা তাঁকে ছোট বেলায় লালন পালন করেন। ছোটবেলায় কিম ভারতীয় ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই খেলাধূলা করতেন ফলে তিনি এদেশীয় ভাষা ও রীতি নীতি খুব তাড়াতাড়ি শিখে ফেলেন। জনৈক ভ্রাম্যমাণ ভারতীয় সাধুর সঙ্গে কিমের পরিচয় হয়। ক্রমে ঐ সাধুর সঙ্গে কিমের বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। কিম ঐ সাধুর সঙ্গেই উত্তর ভারত ঘুরে বেড়ান।

কোন এক জায়গায় একদিন অভিযানরত আইরিশ সৈন্য বাহিনীর শিবির এলাকায় ঢুকে পড়লে তারা কিমকে চোর সন্দেহ করে গ্রেফতার করে। পরে তাঁর দেহ তন্নাশীতে তাঁর জনসূত্র ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাগজপত্র পাওয়া যায়। নিজেদের প্রাক্তন সহকর্মীর পুত্র

হিসেবে সৈন্যরা কিমের লালন পালনের ভার গ্রহণ করে এবং তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করে। লুর্গান নামের এক ব্যক্তি হীরা, জহরত ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য পাথরের ব্যবসা করতেন। আসলে কিন্তু লুর্গান ছিল গুণ্ডচর, পাথরের ব্যবসা ছিল একটা আবরণ মাত্র ভারতীয়দের আচার আচরণ ও রাজনীতি সম্পর্কে কিমের গভীর জ্ঞানের কথা জানতে পেলে আইরিশ কর্তৃপক্ষ কিমকে গুণ্ডচরের কাজে নিয়োগ করতে মনস্থ করলেন। পর্যবেক্ষণ করার জন্য কিমের শিক্ষক হলেন লুর্গান। প্রথম দিকে লুর্গান ট্রেতে বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন সংখ্যক জহরত দেখে তা একটি মিনিট দেখতে দিয়ে ট্রে উপর ঢাকনা দিয়ে কিমকে জিজ্ঞাসা করতেন সে কি ধরনের কি কি জহরত ট্রে ওপর দেখেছে। প্রথম প্রথম কিম অল্প জিনিসের নাম বলতে পারতো। যে সব জিনিসের নাম বলতে পারতো না ওসব জিনিসের বিবরণ বলতে পারতো না। কিন্তু কিছু দিনের অভ্যাসের পর কিম এক মিনিট দেখে ট্রে উপর রাখা কি কি রঙ-এর ও আকারের কতগুলো জহরত আছে তা নির্ভুলভাবে বলতে পারতো অভ্যাস করলে অনুশীলন করলে যে কোন বিষয়ে যে দক্ষতা অর্জন করা যায় কিমের গল্পটি তার প্রমাণ। পর্যবেক্ষণের শক্তি বাড়ানোর জন্য রোভার স্কাউটরা নিম্নলিখিত কিমস গেম নিজেদের ইউনিটে পরিচালনা করে নিজ দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে।

প্রথম অবস্থায় একটা ট্রেতে বা অন্য কোন পাত্রে ২৪টি নিত্য ব্যবহার্য জিনিস। যেমন- দিয়াশলাইয়ের কাঠি, ছোট বোতাম, ছকের টুকরা, পেন্সিল, সুঁই সূতা, গাছের পাতা ইত্যাদি ঢেকে রেখে তা সবাইকে এক মিনিট দেখতে দিতে হবে। এক মিনিট পর তা আবার ঢেকে দিতে হবে। এবার তারা নিজেদের স্মরণ শক্তির ওপর নির্ভর করে ট্রেতে বা পাত্রে কি কি জিনিস দেখেছে তা লিখবে। যারা ২৪টি জিনিসের মধ্যে ১৬টি জিনিসের নাম সঠিকভাবে লিখতে পারবে তারাই খেলায় বিজয়ী হবে।

পরবর্তী পর্যায়ে এই খেলায় জিনিসের সংখ্যা ২৪টি থেকে বাড়িয়ে ৩৬টি করে একইভাবে খেলা চালানো যেতে পারে। যারা ৩৬টি জিনিসের মধ্যে ২৪টি জিনিসের নাম বলতে পারবে তারাই বিজয়ী হবে।

কণ্ঠস্বর শুনে মানুষ চিনতে পারা : ইউনিটের বন্ধুদের কয়েকজন আড়াল থেকে কথা বলবে। তাদের কথা শুনে বলতে হবে তাদের মধ্যে কে কী বিষয়ে কথা বলেছে।

শব্দ শুনে বস্তুর পরিচিতি বুঝতে পারা : আড়াল থেকে বিভিন্ন জিনিসের সাহায্যে কিছু আওয়াজ করা হবে। যেমন— কোন খালি বালতিতে একটি বদনা দিয়ে পানি ঢালা, পানিপূর্ণ বালতিতে একটি বদনা দিয়ে পানি ঢালা, ইলেকট্রনিক সুইচ অফ বা অন করা, লোহা দিয়ে লোহাকে আঘাত করা ইত্যাদি। যারা আড়াল থেকে শব্দ শুনে তারা তাদের খাতায় শব্দগুলি পর্যায়ক্রমে লিখে রাখবে। এদের মধ্যে যারা দুই তৃতীয়াংশ শব্দ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারবে তারা এ খেলায় বিজয়ী হবে।

স্রাণ নিয়ে বস্তু চেনা : ছোট ছোট কাপড়ের টুকরার মধ্যে বিভিন্ন জিনিস খেতো করে বাঁধা থাকবে। যেমন কোন ছোট কাপড়ের টুকরার মধ্যে থাকবে আদা, অন্যটার মধ্যে কাটা রসুন, কোনটার মধ্যে পিয়াজ, কোনটায় ধনিয়া, কোনটায় হলুদ ইত্যাদি।

এই পোটলাগুলি প্রত্যেকে একবার করে স্রাণ নিয়ে অপরের কাছে চালান করবে। প্রত্যেকের স্রাণ নেওয়া শেষ হয়ে গেলে তারা পর্যায়ক্রমে কাগজে লিখবে কী কী জিনিসের গন্ধ তারা ঠিকেরছিল। যারা দুই তৃতীয়াংশের নাম বলতে পারবে বা লিখতে পারবে তারাই বিজয়ী হবে।

অনুভূতি দিয়ে বস্তু চেনা : একটা ছোট থলের মধ্যে বিভিন্ন জিনিস রাখা থাকবে। যেমন পাথর বা ইটের টুকরো, গোল আলু, কাগজী লেবু, মাটির চেলা, লোহার টুকরা, পাকা কলা, পিয়াজ, আমড়া, পিয়ারা, ইত্যাদি। প্রত্যেকে থলের ভেতর হাত দিয়ে জিনিসে স্পর্শ করে কাগজে লিখবে কে কী কী থলের মধ্যে পেয়েছে। যে মোট জিনিসের দুই তৃতীয়াংশ জিনিসের নাম লিখবে সে বিজয়ী হবে।

স্বাদ অনুভব করে দ্রব্য চেনা : গ্লাসের পানিতে চিনি, লবণ, মরিচ, হলুদ, তেতুল পৃথকভাবে গুলে রাখা থাকবে। প্রত্যেকে চামচ দিয়ে একটু করে জিহ্বায় স্বাদ নিয়ে বলবে কোনটা किसের মিশ্রণ। দুই তৃতীয়াংশের নাম বলতে পারলে বিজয়ী হওয়া যাবে।

## সংকেত অনুসরণ

### ১) সাধারণ পথ নিয়মাবলী জানা :

পায়ে হেঁটে পথ চলার সময় নিচের নিয়মাবলী মেনে চললে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাবার সম্ভাবনা থাকে :

১) যে রাস্তায় ফুটপাথ নেই সেখানে রাস্তার ডান দিক দিয়ে হাঁটতে হবে।

২) যে রাস্তায় ফুটপাথ আছে সেখানে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হবে।

৩) কোনো রাস্তা অতিক্রম করার সময় প্রথমে ডান দিকে পরে বাম দিকে এবং সর্বশেষ আবার তাকিয়ে দেখতে হবে কোন গাড়ি আসছে কিনা। যদি দেখা যায় যে, গাড়ি আসছে তাহলে রাস্তা পার না হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে। যদি দেখা যায় যে কোন গাড়ি আসছে না তাহলে রাস্তা অতিক্রম করা যাবে।

৪) শহর এলাকায় রাস্তা অতিক্রম করার সময় যেখানে জেব্রা ক্রসিং আছে সেখানে ঐ জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করা উচিত। জেব্রা ক্রসিং এর রাস্তায় লাল বাতি জ্বলে উঠলে এ সময় ঐ রাস্তা গাড়ি চলাচলের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। ঐ লাল বাতি জ্বলে উঠার পর জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করতে হয়।

৫) যেখানে ওভার ব্রীজ রয়েছে, সেখানে রাস্তা অতিক্রমের জন্য অবশ্যই ওভারব্রীজ ব্যবহার করতে হবে।



### ট্রাফিক আইন :

- (১) গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহন রাস্তার বাম দিকে চলাচল করবে।
- (২) ট্রাফিক সিগনালের কাছে এবং রাস্তার মোড়ে গাড়ির গতি কমিয়ে আনতে হবে।
- (৩) রাস্তার মোড় নেওয়ার সময় গাড়ির গতি কমিয়ে এনে যে দিকে চালক যেতে চায় সেই দিকে হাত দিয়ে বা ইন্ডিকেটর বাতি জ্বালিয়ে তার গতি নির্দেশ করতে হবে।
- (৪) কোন গাড়িকে ওভারটেক করতে হলে হর্ণ বা বেল বাজিয়ে সামনের গাড়িটিকে সাবধান করে দিয়ে সামনের গাড়িটিকে বাম দিকে রেখে ডানদিক দিয়ে ওভারটেক করতে হবে।
- (৫) রাস্তা চলার সময় ট্রাফিক সিগনালের কাছে বা অন্য কোন জায়গায় কোন কারণে থামতে বাধ্য হলে হাত উঁচু করে পিছনের গাড়িকে থামার সংকেত দিয়ে অথবা গাড়ির ইন্ডিকেটর জ্বালিয়ে গতি কমাতে হবে এবং ব্রেকে পা রেখে ব্রেক লাইট জ্বালিয়ে রাখতে হবে।
- (৬) হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে হর্ণ বাজানো ঠিক হবে না।
- (৭) তীব্র শব্দের হাইড্রোলিক হর্ণ ও ক্রটিপূর্ণ যান ব্যবহার পরিহার করতে হবে।

**ট্রাফিক চিহ্ন :** রাস্তায় গাড়ি চালকের সুবিধার জন্য রাস্তার মাঝে মাঝে কিছু কিছু ফলক ব্যবহার করা হয়। ঐ ফলকগুলো গাড়ি চালকদের পথ সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হয়। নিম্নে বাংলাদেশের ব্যবহৃত বিভিন্ন ট্রাফিক চিহ্ন দেওয়া হলো :



নির্দেশক চিহ্ন



হর্ন বাজানো নিষেধ



গাড়ী পার্ক করা নিষেধ



ওভারটেক করা নিষেধ



গাড়ী প্রবেশ নিষেধ



ইউটার্ন নিষেধ



রাস্তা পারাপার নিষিদ্ধ



অসমতল পথ



গাড়ী পার্কিং নিষিদ্ধ



বায়ে আঁকা বাঁকা পথ





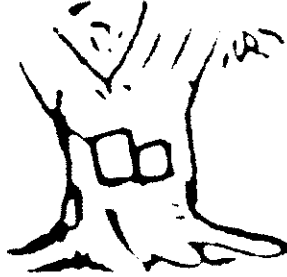


রেলগেট











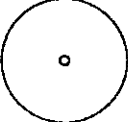


বায়ে সাইড রোড

অনুসরক চিহ্ন : পথ অনুসরণ করে চলার জন্য বা হাইকিংয়ের সময় স্কাউটদের কিছু চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় যাকে অনুসরক চিহ্ন বলে। নিম্নে কিছু অনুসরক চিহ্নের নমুনা দেওয়া হয় :

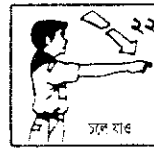
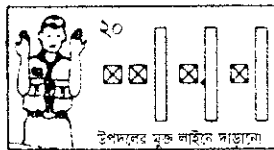
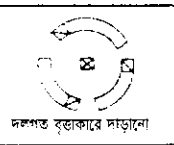
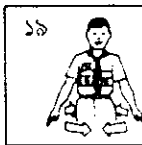
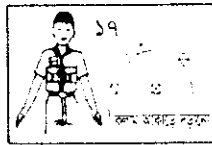
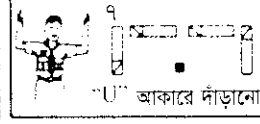
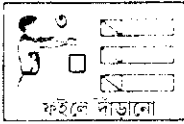
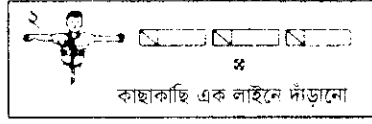
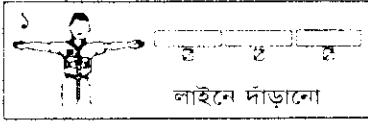
 <p>এই দিকে যাও</p>	<p>এই চিহ্ন কাঠ, কয়লা, চক দিয়ে বা চাকু দিয়ে গাছের ডাল কেটে দেওয়া যেতে পারে। মাটিতেও আচড় কেটে দেওয়া যেতে পারে।</p>
 <p>এই দিকে যাও</p>	<p>ঘাসের মাথা একত্রে বেঁধে মাথাটি যে দিকে বাঁকানো তার নির্দেশ থাকবে।</p>
 <p>এই দিকে যাও</p>	<p>কোন গাছের সরু ডাল ভেঙ্গে এই চিহ্ন দেওয়া হয়। ভাঙা ডালের সম্মুখ ভাগ রাস্তার দিক নির্দেশ করবে।</p>
 <p>এই দিকে যাও</p>	<p>একটি পাথর বা মাটির টেলার উপর ছোট একটি পাথর বা টেলা রেখে তার সামনে রাখা পাথর বা টেলাটি যে দিক নির্দেশ করবে সে দিক যেতে হবে।</p>
 <p>এই দিকে যাও</p>	<p>কোন গাছের উপর একটি চৌকো ঘর চাকু দিয়ে খোদাই করে তার উপর অপেক্ষাকৃত ছোট একটি চৌকো ঘর খোদাই করে যদি নিচের খোদাইকৃত চৌকো ঘরের সামনে অপেক্ষাকৃত একটি চৌকো ঘর খোদাই করা হয়, তাহলে নিচের খোদাইকৃত চৌকো ঘর যদিও নির্দেশ করবে এই চিহ্ন সেই দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিবে।</p>



<p style="text-align: center;"><b>X</b></p> <p style="text-align: center;">এই দিকে যেওনা</p>	<p>কাঠ, কয়লা, চক, চুন ইত্যাদি দিয়ে এই চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে।</p>
<p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">এই দিকে যেওনা</p>	<p>কাঠ, কয়লা, চক, চুন ইত্যাদি দিয়ে এই চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে।</p>
<p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">এই দিকে যেওনা</p>	<p>ঘাসের মাথা বেঁধে মাথার উপরের অংশটি উপরের দিকে রাখলে এ রাস্তা বন্ধ বা ঐ রাস্তায় যেতে মানা করা হয়েছে বলে মনে করতে হবে।</p>
<p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">এই দিকে যেওনা</p>	<p>পরস্পর তিনটি পাথর বা মাটির ডেলা রাখা থাকলে ঐ রাস্তা বন্ধ বা ঐ রাস্তায় যাওয়া নিষেধ করা হয়েছে বলে মনে করতে হবে।</p>
<p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">খবর লুকানো আছে</p>	<p>মাটিতে বা গাছে চাকু দিয়ে একটি চৌকো ঘর তৈরি করে তার মধ্যে কোন সংখ্যা বসাতে হবে। খোদাইকৃত চৌকো ঘরে যে সংখ্যা লেখা থাকবে ঐ চৌকো ঘর থেকে তত কদম দূরে তীর চিহ্নিত দিকে কোন খবর লুকানো আছে। তীর চিহ্ন না দিলে বুঝতে হবে তত কদম পরে যে কোনো দিকে খবর লুকানো আছে।</p>

 <p>খাবার পানি আছে</p>	<p>মাটিতে বা গাছে একটি বৃত্ত এঁকে তার মধ্যে কয়েকটি ঢেউ চিত্র আঁকলে তীর চিহ্নিত দিকে খাবার পানি আছে বোঝাবে।</p>
 <p>তাঁবু আছে</p>	<p>মাটিতে একটি গাছে ত্রিভুজ এঁকে তার মধ্যে অপর একটি ত্রিভুজ এঁকে রাখলে তীর চিহ্নিত দিকে তাঁবু আছে বোঝাবে।</p>
 <p>এখানে অপেক্ষা কর</p>	<p>মাটিতে বা গাছে একটি চৌকো ঘরের মধ্যে অপর একটি চৌকো ঘর থাকলে বুঝতে হবে এখানে অপেক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে।</p>
 <p>বাড়ি চলে গেলাম</p>	<p>মাটিতে বা গাছে চাকু দিয়ে একটি বৃত্ত তৈরি করে তার ভেতরে আরেকটি ছোট বৃত্ত আঁকা থাকলে বোঝাবে যে, আমি বাড়ি চলে গেছি।</p>
 <p>খেয়া ঘাট আছে</p>	<p>এই চিহ্ন কাঠ, কয়লা, চক দিয়ে বা চাকু দিয়ে গাছের ছাল কেটে দেওয়া যেতে পারে। মাটিতে আঁচড় কেটে দেওয়া যেতে পারে।</p>
<p>&gt;&gt;&gt;</p> <p>বন্ধু আছে</p>	<p>কাঠ, কয়লা, চক ইত্যাদি দিয়ে এই চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে।</p>
<p>&gt;&gt;&lt;</p> <p>শত্রু আছে</p>	<p>কাঠ, কয়লা, চক ইত্যাদি দিয়ে এই চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে।</p>
 <p>উপদল চিহ্ন</p>	<p>উপদলের নাম সম্বলিত প্রাণী বা পাখির মুখমন্ডলের ছবি আঁকা থাকবে।</p>

## হস্ত সংকেত



## বাঁশির সংকেত

নং	বাঁশির সংকেতের বিবরণ	করণীয়
ক.	<u>একটি দীর্ঘ ধ্বনি</u>	চুপ কর / সোজা হও / পরবর্তী নির্দেশের জন্য প্রস্তুত হও ।
খ.	<u>অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্বনি</u>	সকলে একত্রিত হও / সংকেত দানকারীর কাছে এসো
গ.	<u>তিনটি ক্ষুদ্র এবং একটি দীর্ঘ ধ্বনি</u>	রোভার মেটকে ডাকা হচ্ছে রোভার মেটবৃন্দ সংকেত দানকারীর কাছে এসো
ঘ.	<u>দুটি ক্ষুদ্র এবং একটি দীর্ঘ ধ্বনি</u>	সিনিয়র রোভার মেটকে ডাকা হচ্ছে সিনিয়র/সেবক উপদল নেতা সংকেত দানকারীর কাছে এসো ।
ঙ.	<u>বারবার একটি ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘ ধ্বনি</u>	সংকেতদাতা বিপদগ্রস্থ, তাঁকে সাহায্য করতে হবে ।
চ.	<u>পরপর কয়েকটি দীর্ঘ ধ্বনি</u>	তোমরা বিপদগ্রস্থ/পালাও/ আত্মগোপন কর ।

এ কথা স্মরণ রাখতে হবে বাঁশির আওয়াজ দেওয়ার আগে প্রথমে একটা লম্বা বাঁশির আওয়াজ দিয়ে সবাইকে সতর্ক করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় বাঁশির আওয়াজ করতে হবে ।

### গ) পতাকা বহন পদ্ধতি সম্পর্কে জানা :

১. সাধারণভাবে পতাকা দণ্ডসহ পতাকা বহন করার সময় পতাকাকে দণ্ডের সঙ্গে গুটিয়ে নিয়ে ডান কাঁধে বহন করতে হবে । মার্চ পাস্টের সময় পতাকা দণ্ড খাড়া করে ধরতে হবে যেন পতাকা মুক্তভাবে উড়তে পারে ।

২. কোন অনুষ্ঠানে সারিবদ্ধভাবে মার্চপাস্ট করার সময় অন্যান্য পতাকা বহন করতে হলে জাতীয় পতাকা বহনকারী লাইনের মাঝখানে (কেন্দ্রে) অথবা ডান পাশে থাকবে ।

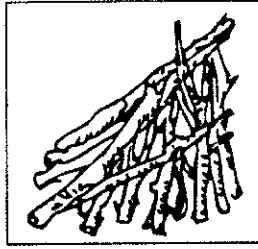
৩. উপদল পতাকা উপদল নেতা বহন করবে ।

## আগুন জ্বালানো ও রান্না

### (ক) আগুন জ্বালানোর জন্য লাকড়ি (কাঠ) তৈরি ও সাজানো :

সহজে আগুন জ্বালানোর জন্য প্রয়োজন শুকনো ও সরু কাঠ । কাঠে আগুন জ্বালানোর জন্য প্রথমে সরু শুকনো কাঠ সংগ্রহ করতে হবে । প্রয়োজনে মোটা কাঠকে কুড়াল বা দা দিয়ে কেটে সরু করে নিতে হবে ।

তাঁবু জলসার আগুন জ্বালাবার জন্য স্কাউটরা চারদিকে কাঠ দিয়ে পিরামিড তৈরি করে নেয় ; এ পিরামিডের মাঝখানে খালি জায়গায় কিছু শুকনো ও সরু কাঠ রাখতে হয় । তাঁবু জলসায় আগুন জ্বালাবার জন্য কিভাবে কাঠ দিয়ে যে পিরামিড তৈরি করতে হয়, তার একটি নমুনা নিচে দেওয়া হলো :



**আগুন জ্বালানো :** দ্রুত কাঠে আগুন জ্বালাতে হলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সরু এবং শুকনো কাঠ । প্রথমে কিছু শুকনো খড়, গাছের শুকনো ডাল, শুকনো পাতা বা গাছের শুকনো লতা ইত্যাদি সংগ্রহ করে তাতে আগুন জ্বালাতে হবে । পরে এগুলোর উপরে প্রথমে সরু সরু কাঠ দিতে হবে । আগুন ভালভাবে জ্বলে উঠবার পর ওপরে মোটা কাঠ বা লাকড়ি দেওয়া যেতে পারে আগুনকে আরো তীব্র করার জন্য ।

**(খ) চুলার জন্য সঠিক স্থান নির্বাচন করে চুলা তৈরি :**

চুলা তাঁবু থেকে বেশ কয়েক হাত দূরে নিরাপদ জায়গায় বানাতে হবে । চুলার মুখ থাকবে বাতাসের গতি যে দিক সেই দিকে । যাতে বাতাস অতি সহজেই চুলার মধ্যে ঢুকতে পারে । চুলা তৈরির জন্য মাটিতে অল্প গর্ত করতে হবে । চুলাতে যে দিকে কাঠ দিবে সেদিকের মাটি কিছু সরিয়ে দিতে হবে ।

এরপর ঐ গর্তের (মুখ বাদে) তিন পাশে একটি বা দু'টি করে ইট রাখতে হবে । এভাবে তোমরা চুলা তৈরি করতে পার । এখানে লক্ষ রাখতে হবে তুমি যে মাপের হাঁড়ি বসাবে গর্তটি তাঁর চেয়ে কিছুটা ছোট হতে হবে ।

**(গ) নিজের উপদলের জন্য খাবার রান্না করা, যেমন-ভাত, মাছ/মাংস, সবজি, ডাল, চা ইত্যাদি ।**

**ভাত রান্না :** ভাত রান্নার জন্য প্রথমে চাল ভালভাবে মেপে নিতে হবে । ৬ জনের জন্য চাল লাগবে প্রায় এক কেজি । চাল প্রথমে ২-৩ বার পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হবে । চাল ধোয়া শেষ হলে একটি হাঁড়ি বা সসপ্যানে পরিমাণ মত পানি দিয়ে সেই পানিতে ধোয়া চাল ঢেলে চুলার ওপর চড়িয়ে দিতে হবে । আগুনের তাপে চাল আস্তে আস্তে ভাতের আকার ধারণ করবে । মাঝে মাঝে চাল নেড়ে দিতে হবে । যেন ওপরের চাল

নিচের দিকে এবং নিচের চাল ওপরের দিকে চলে আসে। যখন ভাত ফুটে যাবে তখন দু'একটি ভাত টিপে দেখতে হবে যে, তা নরম হয়েছে কি না। যখন ভাত নরম হয়ে খাবার উপযোগী হয়ে উঠবে তখন রান্নার পাত্রটি চুলা থেকে নামিয়ে হাঁড়ি বা সসপ্যানের ঢাকনাসহ শক্তভাবে ধরে অন্য আরেকটি হাঁড়ি বা সসপ্যানে ওপর করে ধরলে ভাতের মাড় বা ফেনা নিচে রাখা হাঁড়ি বা সসপ্যানে পড়ে যাবে। ভাতের মাড় পড়া বন্ধ হলে হাঁড়ি বা সসপ্যানকে ভালভাবে ঝাঁকিয়ে আবার তা চুলার ওপর চাপিয়ে দিতে হবে। চুলার ওপর থাকা অবস্থায় হাড়ি বা সসপ্যানকে আবার কয়েকবার ঝাঁকি দিতে হবে। এভাবে চুলার ওপর ২-৩ মিনিট রাখার পর হাড়ি বা সসপ্যান চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে। এভাবে সহজেই ভাত রান্না করা যায়।

**মাছ রান্না :** মাছ ভালভাবে কেটে তারপর পরিষ্কার পানিতে তা ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর মাছে পরিমাণ অনুযায়ী তেল, লবণ, পিঁয়াজ, শুকনো মরিচের গুড়ো, ধনে গুড়ো, হলুদ ও অন্যান্য মসলা যা সচরাচর মাছের সঙ্গে খাওয়া হয় তা মাছের হাঁড়িতে দিয়ে মসলাগুলি হাত দিয়ে নেড়ে মাছের সঙ্গে এবং তরকারীর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। ইচ্ছে করলে আগে মাছগুলো তেলের মধ্যে ভেজে নেওয়া যায়। আঙনের তাপে হাঁড়ির মাছ ও তরকারী ধীরে ধীরে সিদ্ধ হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে হাঁড়িতে চামচ দিয়ে মাছ ও তরকারীকে উল্টে পাল্টে দিতে হবে। মাছ ও তরকারী যখন সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন তরকারীর একটু ঝোল চামচে তুলে মুখে দিয়ে দেখতে হবে তরকারীতে লবণ ও অন্যান্য মসলা ঠিক হয়েছে কিনা। যদি দেখা যায় যে, লবণ বা মসলা পরিমাণ মত হয়নি, তাহলে তা পরিমাণ মত দিয়ে চামচের সাহায্যে ভালভাবে তরকারীর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। তরকারীতে ঝাল বা লবণের পরিমাণ বেশি হলে দু'তিনটি পুঁই শাকের পাতা পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে তরকারীতে ছেড়ে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পর পাতাগুলি তুলে ফেললে দেখা যাবে তরকারীতে মসলার পরিমাণ ঠিক হয়ে গেছে।

তরকারী ও মাছ সিদ্ধ হয়ে গেলে হাঁড়িতে পরিমাণ মতো ঝোল থাকা অবস্থায় হাঁড়িকে চুলা থেকে নামিয়ে দিতে হবে। এভাবে মাছ রান্না করতে হয়।

**মাংস রান্না :** মাংস খুব ভালভাবে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে একটি হাঁড়িতে রাখতে হবে। এরপর মাংসে আদা, রসুন, শুকনো মরিচ, হলুদ, পিঁয়াজ, জিরা ইত্যাদি বাটা ও অন্যান্য মসলা, লবণ, তেল ইত্যাদির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাটা মসলা না পাওয়া গেলে গুড়ো মসলা ব্যবহার করা যায়। আদা ও পিঁয়াজ কুচি কুচি করে কেটে দেওয়া যায়। এরপর হাঁড়িতে কিছু তেল দিয়ে হাঁড়ি চুলার ওপরে চাপিয়ে দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। তেল গরম হয়ে গেলে তাতে মাংস ছেড়ে দিতে হবে। তেলে একটু পেঁয়াজ কুচি ছেড়ে দিয়ে তা যদি সঙ্গে সঙ্গে লালচে হয় তখন বুঝতে হবে তেল গরম হয়েছে। এরপর হাঁড়ির মুখে ঢাকনা চাপা দিয়ে মাংস কষাতে হবে। হাঁড়ির পানি শুকিয়ে গেলে বুঝতে

হবে মাংস কমানো হয়েছে। হাঁড়ির পানি যখন শুকিয়ে যাবে তখন হাঁড়িতে আবার পানি দিতে হবে। এই সময় গরম পানি দেওয়া ভাল। যদি মাংসে তরকারী দিতে হয় (যেমন- আলু, পেঁপে ইত্যাদি) তা এই সময়ে মাংসের হাঁড়িতে ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন। মাংস নাড়া-চাড়া করার সময়ে আশ্বে আশ্বে চামচ নাড়াতে হবে যাতে যে তরকারী দেওয়া হয়েছে তা যেন ভেঙে না যায়। মাংস নাড়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে মাংস নরম হয়েছে কি না। মাংসের ওপর চামচ দিয়ে চাপ দিলে বোঝা যাবে মাংস নরম হয়েছে কিনা। মাংস চামচের চাপে দু'ভাগ হলে বুঝতে হবে মাংস খাওয়ার উপযোগী হয়েছে। পরিমাণ মত ঝোল থাকা অবস্থায় হাঁড়ি চুলার ওপর থেকে নামিয়ে নিতে হবে। এভাবে মাংস রান্না করতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে, মাংসে যদি আলু দেওয়া হয় তাহলে মাংসে যতটুকু ঝোল থাকবে তার চাইতে একটু বেশি ঝোল হাঁড়িতে থাকা অবস্থায় হাঁড়িকে চুলা থেকে নামাতে হবে। কারণ আলু কিছুটা ঝোল শুষে নেবে।

**ডাল রান্না :** পরিমাণ মতো ডাল হাঁড়িতে নিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার পানিতে ২/৩ বার ধুয়ে নিতে হবে। তারপর হাঁড়িতে পরিমাণ মতো পানি, তেল, লবণ, কাঁচা মরিচ, বাটা বা গুঁড়া হলুদ দিয়ে চুলার ওপর চাপিয়ে চুলায় জ্বাল দিতে হবে। যখন পানি শুকিয়ে যাবে তখন হাঁড়িকে চুলার ওপর থেকে নামিয়ে ফেলতে হবে। এরপর ডাল ঘুটনি দিয়ে ডাল ডলা দিয়ে মিহি করে ফেলতে হবে। এরপর ডালে পরিমাণ মতো পানি দিতে হবে। এবার অন্য একটি হাঁড়ি চুলার ওপর দিয়ে তাতে পরিমাণ মতো তেল দিতে হবে। যখন তেল গরম হয়ে যাবে তখন ঐ তেলের মধ্যে পেঁয়াজ ও অল্প রসুন কুচি করে কেটে ছেড়ে দিতে হবে। যখন তেলের মধ্যে পিঁয়াজের রং বাদামী হয়ে যাবে তখন ডাল তেল পিঁয়াজের হাঁড়িতে ঢালতে হবে। কিছুক্ষণ পর হাঁড়ি চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে।

**ভাজি রান্না :** যে তরকারী দিয়ে ভাজি করতে হবে সেগুলি প্রথমে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে ছোট ছোট করে কেটে নিতে হবে। তারপর কাটা তরকারীগুলি পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে একটি হাঁড়িতে দিয়ে হাঁড়ি চুলার ওপর চাপিয়ে দিতে হবে। এবার হাঁড়িতে পরিমাণ মত তেল, লবণ, হলুদ বাটা বা গুঁড়া, মরিচ বাটা, পিঁয়াজের কুচি ইত্যাদি দিয়ে চামচের সাহায্যে মসলাগুলি তরকারীর সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। চুলাতে জ্বাল দিতে হবে এবং মাঝে মাঝে চামচ দিয়ে ভাজি নেড়ে দিতে হবে। যখন ভাজি নরম হয়ে যাবে তখন চামচ দিয়ে একটু ভাজি মুখে নিয়ে দেখতে হবে যে লবণ ও মসলা ঠিক হয়েছে কিনা। যদি লবণ বা মসলা কম হয় তাহলে ভাজিতে পরিমাণ মতো মসলা বা লবণ আবার দিতে হবে এবং ভালভাবে তা চামচ দিয়ে নেড়ে তরকারির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দাও, যদি দেখা যায় ভাজি নরম হয়নি অথচ ভাজি হাঁড়ির তলায় লেগে গেছে তাহলে হাঁড়িতে আবার একটু তেল দিয়ে চামচ দিয়ে তরকারি ভালভাবে নেড়ে দিতে হবে। যখন ভাজি নরম হয়ে যাবে এবং খাওয়ার উপযোগী হবে তখন হাঁড়ি চুলা থেকে নামিয়ে ফেলতে হবে। এভাবে সুস্বাদু ভাজি রান্না করা যায়।

সবজি রান্না : যে যে সবজি রান্না করতে হবে সেগুলির খোসা ছিলে প্রয়োজন মত পরিষ্কার পানিতে ২-৩ বার ধুয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিতে হবে। তারপর ঐ তরকারিগুলি হাঁড়িতে রেখে হাঁড়ি চুলায় চাপিয়ে দিতে হবে। এরপর ঐ সবজিতে প্রয়োজনীয় মসলা যেমন হলুদ বাটা বা গুঁড়া মরিচ এবং অন্যান্য মসলা যা তরকারীতে দেওয়া হয় সেগুলির সঙ্গে লবণ, তেল ইত্যাদি দিয়ে চামচ দিয়ে সেগুলিকে ভালভাবে তরকারীর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।

আগুনের তাপে তরকারী সিদ্ধ হয়ে যাবে এবং তরকারীগুলি গলে পরস্পরের সঙ্গে একেবারে মিশে যাবে। হাঁড়ির পানি যখন শুকিয়ে যাবে অর্থাৎ যখন ঝোল থাকবে না তখন চুলা থেকে হাঁড়ি নামিয়ে রাখতে হবে।

চা রান্না : যত কাপ চা রান্না করতে হবে তার চেয়ে এক কাপ বেশি পানি হাঁড়ি বা কেটলিতে দিয়ে তা চুলার ওপর দিয়ে গরম করতে হবে। পানি যখন টগবগ করে ফুটতে থাকবে তখন যত কাপ পানি দেয়া হয়েছে তার চেয়ে এক চা চামচের বেশি চায়ের পাতা ঐ পাত্রে দিয়ে পাত্রটি চুলা থেকে নামিয়ে ফেলতে হবে। এরপর ছাকনি দিয়ে চায়ের পাতা ছেকে লিকার কাপে ঢালতে হবে। তারপর পরিমাণ মতো দুধ ও চিনি মিশিয়ে চা পরিবেশন করতে হবে।

## গান জানা

রোভার স্কাউটদের জন্য নির্বাচিত গান থেকে ৩টি গান জানা ও সুন্দরভাবে গাইতে পারা :

প্রত্যেক রোভার স্কাউটকে জাতীয় সংগীত, প্রার্থনা সংগীত, দেশাত্মবোধক গান, স্কাউটের গানসহ নির্দিষ্ট কতকগুলো গান জানতে হবে। গানের কথা ও গুরুত্ব জেনে সঠিকভাবে গাওয়ার জন্য চর্চা করতে হবে। যাতে সময়ের প্রয়োজনে ও স্কাউটের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকলেই একই সাথে গাইতে পারা যায়।

রোভার সহচর পর্যায়ে তিনটি গান শিখতে হবে। এই গানগুলির কথা ও সুর সঠিকভাবে জানতে তুমি স্কাউট শপ থেকে গানের সিডি সংগ্রহ করতে পার; সিডির সাথে একটি বইও পাওয়া যাবে।

রোভার সহচর পর্যায়ে তুমি জাতীয় সংগীত ও প্রার্থনা সংগীত শিখছ যা স্কাউটের গানের সিডিতে নির্ধারিত তালিকায় আছে। সেজন্য আলাদাভাবে এ পর্যায়ে আর গান জানার প্রয়োজন নাই। (পৃষ্ঠা নং-৩৪-৩৫)



## ধৰ্মীয় কাৰ্যাবলী

নিজ ধৰ্ম সম্পৰ্কে জ্ঞানার্জন ও চৰ্চা :

(ক) নিজ নিজ ধৰ্মে অবশ্য পালনীয় বিষয় সমূহ কী কী তা বলতে পাৰা ।

(খ) ব্যক্তি জীৱনে ধৰ্মেৰে অবশ্য পালনীয় বিষয় সমূহ কখন থেকে পালনেৰে কথা বলা হয়েছে তা জানা এবং সে মোতাবেক চৰ্চা কৰা ।

স্কাউট প্ৰতিজ্ঞাৰ তিনটি অংশেৰে প্ৰথম অংশটি হলো আল্লাহৰ প্ৰতি কৰ্তব্য পালন তাই স্কাউটৰা সৰ্বপ্ৰথমেই তাৰ আত্মমৰ্যাদাৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰে আল্লাহৰ প্ৰতি কৰ্তব্য পালন কৰতে যথাসাধ্য চেষ্টা কৰে । স্কাউটৰা নিজ ধৰ্মেৰে ৰীতিনীতি শেখে এবং তা পালন কৰাৰ মাধ্যমে আল্লাহ বা সৃষ্টিকৰ্তাৰ প্ৰতি কৰ্তব্য পালন কৰে থাকে । এক্ষেত্ৰে ধৰ্ম সম্পৰ্কে প্ৰয়োজনীয় কিছু আলোচনা কৰা যাক ।

### ইসলাম ধৰ্ম



ইসলাম একটি পূৰ্ণাঙ্গ জীৱন ব্যবস্থা । ইসলাম অৰ্থ শান্তি । আৰ মুসলিম অৰ্থ শান্তিতে বিশ্বাসী । একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে দেখলে বলে 'আসসালামু আলাইকুম' অৰ্থাৎ আপনাৰ উপৰ শান্তি বৰ্ষিত হোক । মুসলমানদেৰ আইনেৰে উৎস চাৰটি । যথা : কুৰআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস । যে কোন সমস্যাৰ সমাধান খোঁজ কৰতে হলে সবাৰ প্ৰথমেই দেখতে হয় কুৰআন । কুৰআনে না পেলে হাদিসে আৰ হাদিসে না পেলে ইজমা ও কিয়াসেৰ আশ্ৰয় নিতে হয় ।

ইসলামেৰে পাঁচটি স্তম্ভ বা খুঁটি রয়েছে । এগুলো হলো :

১ । কালেমা ২ । নামাজ ৩ । ৰোজা ৪ । যাকাত ৫ । হজ্জ ।

নিম্নে প্ৰতিটি স্তম্ভেৰে সংক্ষিপ্ত বৰ্ণনা বিস্তাৰিত প্ৰদান কৰা হলো :

#### কালেমা

কালেমা সৰ্বমোট চাৰটি । এগুলো হলো : কালেমা তায়্যিবাহ (পবিত্ৰ বাক্য) কালেমা



শাহাদাত (সাক্ষ্য বাক্য) কালেমা তাওহীদ (একত্ববাদ বাক্য) কালেমা ৰাদ্দেকুফৰ (আত্মশুদ্ধি বাক্য) ।

কালেমা তায়্যিবাহ :

বাংলা উচ্চাৰণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুৰ ৰাসুলুল্লাহ ।

অনুবাদ : আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহৰ প্ৰেৰিত ৰাসূল ।

কালেমা শাহাদাত :

বাংলা উচ্চারণ : আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু ।

অনুবাদ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক এবং অদ্বিতীয় । আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ।

কালেমার তাৎপর্য : কালেমার মাধ্যমে আমরা স্বীকার করি যে, আমাদের একমাত্র প্রভু আল্লাহ । আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি । ইবাদত হলো বান্দার কাজ । একাজ শুধু মসজিদে নয়, সমাজের সর্বত্র, শুধু একদিন বা একমাস নয় সারা জীবন ধরে আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে করতে হবে । যে কোনো কাজেই আল্লাহর নাম স্মরণ করে করাটাই ইবাদত । আল্লাহকে খুশী রাখার জন্য যে কাজই করা হউক, তাই ইবাদত । আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য অন্যের ক্ষতি করা থেকেও বিরত থাকতে হবে ।

নামাজ : আমরা আল্লাহকে প্রভু হিসেবে মানি এবং আমাদের প্রতি মুহূর্ত আল্লাহর বন্দেগীতে কাটাতে স্বীকার করে কালেমা পাঠ করছি, এ কথাটা যেন আমরা ভুলে না যাই তার সন্তুষ্টির জন্য নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

নামাজ মোট পাঁচ ওয়াক্ত । নিম্নের ব্যাখ্যার মাধ্যমে নামাজের সময় ও রাকাত সম্পর্কে জেনে নেয়া যাক ।

১. ফজরের নামাজ : সোবেহু সাদেক হতে সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এই নামাজ পড়া যায় । এই ওয়াক্তে মোট চার রাকাত নামাজ পড়তে হয় । প্রথমে দুই রাকাত সুন্নত এবং পরে দুই রাকাত ফরজ নামাজ পড়তে হয় ।

২. যোহরের নামাজ : সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পরলেই জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় । কোন লাঠির ছায়া ওয়াক্ত শুরুর সময় যতখানি থাকে, সেই ছায়া বাদ দিয়ে, লাঠির ছায়া দ্বিগুণ লম্বা হওয়া পর্যন্ত এই নামাজের সময় থাকে । জোহরের নামাজ মোট ১০ রাকাত । প্রথমে চার রাকাত সুন্নত তারপর চার রাকাত ফরজ, দুই রাকাত সুন্নত ।

৩. আসরের নামাজ : জোহরের ওয়াক্ত শেষ হবার সাথে সাথেই আসরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং সূর্য অস্ত যাবার পূর্ব পর্যন্ত সময় থাকে । আছর নামাজ মোট আট রাকাত । প্রথমে চার রাকাত সুন্নত তারপর চার রাকাত ফরজ ।

৪. মাগরিবের নামাজ : সূর্য অস্ত যাবার সাথে সাথেই এ নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে লালবর্ণ বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত এই নামাজের সময় থাকে । মোট সাত রাকাতের মধ্যে প্রথম তিন রাকাত ফরজ তারপর দুই রাকাত সুন্নত এবং দুই রাকাত নফল ।

৫. এশার নামাজ : সূর্য অস্তের পর আকাশে লাল বর্ণ নির্দিষ্ট হবার সাথে সাথে এশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সোবেহ্ সাদেক পর্যন্ত সময় থাকে। রাত দ্বি-প্রহরের পর এই নামাজ পড়া মাকরুহ। বিতির নামাজ সহ (ওয়াজিব) এশার নামাজ মোট পনের



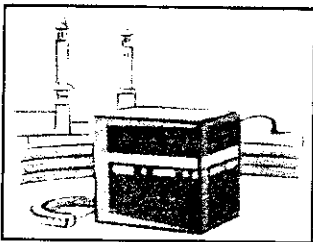
রাকাত। প্রথমে চার রাকাত সুন্নত, তারপর চার রাকাত ফরজ দুই রাকাত সুন্নত, তিন রাকাত বিতির এবং শেষ দুই রাকাত নফল নামাজ।

নামাজ জামাতে আদায় করলে বেশি সওয়াব হয়। এই পাঁচ বারের নামাজ ছাড়াও প্রত্যেক শুক্রবার যোহরের নামাজের সময় মসজিদে জু'মার নামাজ আদায় করতে হয়। তাছাড়া দুই ঈদের দু'রাকাত করে ওয়াজিব নামাজ পড়তে হয়।

সূর্য উদয় হবার পূর্ব মুহূর্ত ও অস্ত যাবার পূর্ব মুহূর্তে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নামাজ পড়া উচিত নয়। নামাজ আদায় করার অভ্যাস করলে মনে শান্তি পাওয়া যায় এবং আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করা হবে।

রোজা : রোজা ফার্সী শব্দ। রোজাকে আরবিতে সিয়াম বলা হয়। চন্দ্র মাস অনুযায়ী রোজার মাস ৩০ বা ২৯ দিন হয়ে থাকে। আরবি মাস 'রমজান' এর পুরোপুরি এক মাস সিয়াম সাধনা করতে হয়। এসময় সোবেহ্ সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন কিছু খাওয়া অর্থাৎ পানাহার করা যায় না।

যাকাত : যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ শুদ্ধিকরণ বা পবিত্রকরণ। এটি কেবলমাত্র ধনী মুসলমানদের উপরই ধার্য ও প্রয়োজন হয়। যার নেছাব পরিমাণ সম্পদ অর্থাৎ সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা বায়ান্ন তোলা রূপা বা সমপরিমাণ অর্থ রয়েছে তাদেরকে গরীব ও অক্ষমদের মাঝে যাকাত দিতে হয়।



হজ্জ্ব : হজ্জ্বের আভিধানিক অর্থ হলো কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গমন বা তীর্থ ভ্রমণ। ইসলামী পরিভাষায় কোন নির্দিষ্ট দিনগুলোতে পবিত্র কাবাগৃহ এবং এর নিকটবর্তী স্থান সমূহে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর নির্দেশ মত অবস্থান ও নিয়ম অনুযায়ী ইবাদত করাকে হজ্জ্ব বলে।

জিলহজ্জ্ব মাসের ৭ থেকে ১২ তারিখ হজ্জ্বের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হয়।

শারীরিকভাবে সুস্থ নারী-পুরুষ যাদের আর্থিক সামর্থ আছে, তাদের জন্য হজ্জ্ব করা জরুরি।

## হিন্দু ধর্ম

ধর্ম তত্ত্ব : ধর্ম মানুষের সর্বসীন কল্যাণ সাধন করে। কাজেই আমাদের প্রত্যেকেরই ধর্ম মেনে চলা উচিত। হিন্দু ধর্ম কেউ প্রচার করেনি। এটি ঈশ্বরের বাণী। প্রাচীন ঋষিদের নিকট এ বাণী প্রতিভাত হয়েছিল। ঋষিগণ গুরু শিষ্য পরম্পরায় এ বাণী মেনে চলতেন। কালক্রমে তা লিপিবদ্ধ হয়। যে গ্রন্থে ঈশ্বরের বাণী লিপিবদ্ধ হয় তার নাম



বেদ। ঋকবেদে ঈশ্বর বলেছেন, 'ত্রকোহহম' অর্থাৎ, আমি এক, সুতরাং অদ্বিতীয়। তিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। ঈশ্বরের বাণী ধর্ম মানার প্রথম শর্ত। ঈশ্বর আছেন-সর্বদা কায়মনোবাক্যে এ বিশ্বাস করতে হবে। কতকগুলো বিশ্বাস, আচার ও অনুষ্ঠান-এ তিন মিলেই মানুষের ধর্ম।

বিশ্বাস : ঈশ্বর ধর্মের মূল। অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন, তিনি অদ্বিতীয় ইত্যাদি বিশ্বাসই ধর্মের মূল।

আচার : শুচিতা, পবিত্রতা প্রভৃতি হলো আচার।

অনুষ্ঠান : সন্ধ্যা-আহ্নিক, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি। বিশ্বাস,

আচার ও অনুষ্ঠান-এ তিনটির একটিকে বাদ দিলে ধর্ম রক্ষা পায় না।

ঈশ্বরবাদ : বেদে বাগযজ্ঞের মন্ত্রাদি আছে। বেদে এই মন্ত্রটিও আছে- 'ত্রকোহহম'। আমি এক। তিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। তিনি জ্যোতির্ময় ও মহান। তিনি ব্রহ্ম; তিনি সর্বব্যাপী।

আত্মা : ব্রহ্মা সকলের মধ্যেই আছেন। প্রাণীগণের মধ্যে তিনি আত্মরূপে আত্মা নষ্ট করা যায় না। আত্মা নিরাকার; প্রাণীগণের শরীরে আছে, কিন্তু তিনি শরীর নন। মানুষ মারা যায়, কিন্তু আত্মা মরে না। আত্মা অন্য শরীর ধারণ করে। আত্মাকে দেখা যায় না, উপলব্ধি করতে হয়।

ঈশ্বর : ঈশ্বরকে পরমেশ্বর বলা হয়। শুধু তাই নয়, সমস্ত ঐশ্বর্য, বীর্য যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য- এই ছয়টি গুণ ঈশ্বরের আয়ত্ত বলে ঈশ্বরকে ভগবানও বলা হয়। ভগবান সাকার। তিনি রসময় ও আনন্দময়। তিনি সর্বশক্তিমান রূপ ধারণ করে ভক্তকে দেখা দেন ও লীলা করেন। সাধকগণ এক ঈশ্বরকে তিনভাবে উপলব্ধি করেন।

ঈশ্বরের নাম : ব্রহ্মা, দ্বিতীয় : আত্মা, তৃতীয় : ভগবান

## ঈশ্বরের মহাত্মাসূচক স্তবস্তোত্র ও প্রার্থনা :

- (১) ন তস্য কার্যং কারণঞ্চ বিদ্যতে  
ন তৎসমশ্চভ্যধিকজ্ঞ দৃশ্যতে ।  
পরাস্য শক্তি বিবিধৈব শৃণুয়তে ।  
স্বাভাবিকী জ্ঞান- বল- ক্রিয়া চ ।

সরলার্থ : ঈশ্বরের সমান বা বড় কেউ নেই । তাঁর অনন্ত শক্তি । স্বাভাবিক শক্তির বলেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন ।

- (২) ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং  
নেমা বিদ্যতো ভাঞ্জি কুতোহয়মায়িঃ ।  
তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্বং  
তস্য ভাষা সর্বমিদং বিভাতি ।

সরলার্থ : সূর্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, চন্দ্র-তারকাও না । এই সব বিদ্যুৎও নয়, অগ্নির কথা আর কি? তিনি দীপ্যমান বলেই অপর সবাই দীপ্তি (প্রকাশ) পাচ্ছে । তাঁর দীপ্তিতেই সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হয়েছে ।



- (৩) তুমি নির্মল কর মঙ্গল কর  
মলিন মর্ম মুছায়ে,  
তব, পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর,  
মোহ- কালিমা ঘুচায়ে ।  
লক্ষ্য- শুণ্য লক্ষ্য বাসনা  
ছুটিছে গভীরে আঁধারে ।  
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন  
অকূল গরল পাথারে ।  
প্রভূ বিশ্ব বিপদহস্তা  
তুমি দাঁড়াও রূপধিয়া পস্থা;  
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এস মোর  
মত্ত বাসনা ঘুচায়ে ।

- (৪) অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে  
নির্মল কর, উজ্জ্বল কর, সুন্দর কর হে ।  
জাগ্রহ কর, উদ্যত কর, নির্ভর কর হে-  
মঙ্গল কর, নিরলস নিঃসংশয় কর হে ।  
যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে, যুক্ত কর হে বন্ধু  
সংগর কর সকল কর্মে, শান্ত তোমার ছন্দ ।  
চরনপথে মম চিত্ত নিঃস্পন্দিত কর হে  
নন্দিত কর, নন্দিত কর, নন্দিত কর হে ।

## খ্রীষ্টান ধর্ম

মানব জাতির পাপের পতনে ঈশ্বর মানব মুক্তির জন্য তাঁর পুত্রকে এ জগতে পাঠিয়েছেন। এই পরিত্রাণ কার্যে সাদা দিয়ে খ্রীষ্টের জীবনহবানে যারা আহৃত ও মনোনত হয়ে তাঁর অনুসারী হয়েছে তারা হল খ্রীষ্টান। আর যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা প্রচারিত ধর্মের নাম “খ্রীষ্ট ধর্ম”।

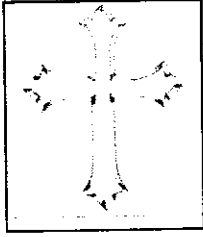
খ্রীষ্টের অনুসারী হওয়ার গুণাবলী : উভয় জীবনহবানে যারা তাঁর অনুসারী এবং তাঁর নির্দেশিত জীবন বাণী ধ্যান ও বাস্তব জীবনে যারা অনুশীলন করে তারাই প্রকৃত খ্রীষ্টান নামে চিহ্নিত হয়।

এ সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ আছে যে :

“অন্তরে যারা দ্বীন, তারা ধন্য-স্বর্গরাজ্য তাদেরই। দুঃখ-শোকে কাতর যারা, ধন্য তারা-তারাই পাবে সান্ত্বনা। বিনয়ী কোমলপ্রাণ যারা, ধন্য তারা প্রতিশ্রুত দেশ একদিন হবে তাদেরই আপন দেশ। ধার্মিকতার দাবি পূরণের জন্যে তৃষিত ব্যাকুল যারা, ধন্য তারা-তারাই পরিতৃপ্ত হবে। দয়ালু যারা, ধন্য তারা-তাদেরই দয়া করা হবে। অন্তরে যারা পবিত্র, তারা-তারাই পরমেশ্বরের দেখতে পাবে। শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা-তারাই পরমেশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে। ধর্মনিষ্ঠ বলে নির্যাতিত যারা ধন্য তারা স্বর্গরাজ্য তাদেরই। আর ধন্য তোমরা, আমার জন্য লোকে যখন তোমাদের অপমান করে, নির্যাতন করে, যখন তোমাদের নামে তারা নানা মিথ্যা অপবাদ রটায়। তখন আনন্দ করো, উল্লাস করো তোমরা, কারণ স্বর্গলোকে তোমাদের জন্যে সঞ্চিত হয়ে আছে এক মহা পুরস্কার। তোমাদের আগেকার প্রবক্তারাও তো ঠিক একই ভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন।” (মথি ৫:৩-১২ পদ)

পবিত্র বাইবেলে আরো উল্লেখ আছে : যীশুর অনুসারী শিষ্যদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এবং প্রভুর বাণী প্রচারে অগ্রহী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাই তাদের আন্তিরায়ক নগরেই খ্রীষ্টান নামে প্রথম অভিহিত করা হয়। (প্রেরিত ১১ঃ১৬ পদ)

প্রার্থনা ও উপবাসের প্রয়োজনীয়তা : প্রার্থনা হলো ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সংলাপ বা কথোপকথন। প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ, সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠ হওয়ার অধিকার লাভ করি। প্রভু যীশু নিজেই, প্রার্থনা কেমন হওয়া উচিত এবং কেমন করে প্রার্থনা করতে হয় সে সম্বন্ধে আমাদের শিখিয়েছেন। উপবাস হলো ত্যাগ স্বীকার এবং আত্মশুদ্ধির উপায়। এর দ্বারা আমরা অন্তরের পবিত্রতা এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের উপায় খুঁজে পাই। সকল প্রকার বাহ্যিকতা উর্ধ্ব রেখে অন্তর আত্মায় ঈশ্বরের অতি কাছের মানুষ, সন্তান হয়ে উঠি এবং আত্মত্যাগে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসের



মাপকাঠিতে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করি। এ সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ আছে।

তেমনি তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন ভক্তদের মতো তা করো না। তারা যত সমাজগৃহে আর চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়েই প্রার্থনা করতে ভালবাসে, যাতে তারা সকলের নজড়ে পড়ে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তাদের পুরস্কার তারা পেয়েই গেছে। যখন তুমি প্রার্থনা কর, তুমি বরং তখন তোমার নিজের

ঘরেই যাও, আর দরজা বন্ধ করে তোমার পিতাকেই ডাক, সেই গোপনেই থাকেন তিনি। তাহলে তোমার পিতা, যিনি গোপনে সব কিছু দেখতে পান, তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।

প্রার্থনার সময় তোমরা বিধর্মীদের মতো অযথা বেশি কথা বলো না। কারণ তারা মনে করে যে, কথার জোরেই তাদের প্রার্থনা পূন্য হবে। না, তাদের মত হবে না, কারণ তোমরা কিছু চাইবার আগেই তোমাদের পরম পিতা জানেন, তোমাদের কী কী প্রয়োজন আছে। তাই তোমাদের এই ধরনের প্রার্থনা করা উচিতঃ হে আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা, তোমার নাম পূজিত হোক, তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক, তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পূর্ণ হয়, তেমনি মর্ত্যেও পূর্ণ হোক। আজকের অন্ন আজই আমাদের দান কর। আমরা যেমন অন্যের অপরাধ ক্ষমা করি, তেমনি তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিও না, বরং সেই মহা অসত্যের হাত থেকে আমাদের সর্বদাই রক্ষা কর। (মথি ৬:৫-১৪৫ পদ)

**মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য :** মানব সৃষ্টির পিছনে ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনাও অভিপ্রায় রয়েছে। সর্বশ্রেষ্ঠ করে তার সৃষ্টির গৌরব মানুষের দ্বারাই পরিপূর্ণ করেন। সব কিছুর কর্তৃত্ব ও ব্যবহার উপযোগী করে একমাত্র মানুষকেই তিনি বেছে নিয়েছেন। আর একটি কারণ বা উদ্দেশ্য হলো— ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রশংসা ও গৌরবকীর্তন যেন মানুষের দ্বারাই সংঘটিত হয়, সেজন্য মানুষ পেয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ও স্বাধীনতা।

অতএব, সর্বসত্তা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার আরাধনা তাকে জানা এবং তার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের মহৎ উদ্দেশ্যে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

**ঈশ্বরের ভালবাসার উপলব্ধি :** যীশু তখন তাদের কাছে এসে বললেন— স্বর্গ ও পৃথিবীতে পূর্ণ অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যাও, তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। তোমাদের যা কিছু আদেশ দিয়েছি তা পালন করতে শেখাও। আর জেনে রাখ জগতের সেই অনিয়ম কাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি। (মথি ২৮ঃ১৮-২০ পদ)

সাপুগণ বলেন, তোমাতে মঙ্গলের জন্যে আমরা যখন প্রার্থনা করি, তখন আমরা সর্বদাই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা পরমেশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানাই; কারণ খ্রীষ্ট-যীশুর প্রতি তোমাদের যে কতখানি বিশ্বাস আর সকল ভক্তের প্রতি তোমাদের যে কতখানি ভালবাসা, সে কথা আমরা শুনেছি। স্বর্গলোকে তোমাদের জন্যে যা সঞ্চিত রয়েছে, তা পাবার আশাই তোমাদের এই বিশ্বাস ও ভালবাসাকে উদ্বুদ্ধ করে রেখেছে। এই আশার বার্তা তোমরা আসলে সেই তখনই শুনতে পেয়েছিলে, যখন মঙ্গল সমাচারের সত্যময় বাণী প্রথম তোমাদের কাছে এসেছিল। মঙ্গল সমাচার এখন সারা জগতে ফলশালী হয়ে উঠেছে, প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলেছে ঠিক যেমনটি তোমাদের মধ্যেও সেই দিন থেকেই চলে এসেছে, যেদিন তোমরা পরমেশ্বরের অনুগ্রহের কথা প্রথম শুনতে পেয়েছিলে এবং তার যথার্থ স্বরূপ বুঝতেও পেরেছিলে। তখন এই ব্যাপারে তোমাদের শিক্ষা গুরুত্ব ছিলেন আমাদের প্রিয় সেবা সঙ্গী এপত্ৰাস। তিনি তো তোমাদের প্রতিনিধির রূপে খ্রীষ্টের এক বিশ্বস্ত সেবাকর্মী। তারই কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি তোমাদের অন্তরে স্বয়ং পবিত্র আত্মা কত গভীর ভালবাসাইনা জাগিয়ে তুলেছেন। (কলসীয় ১ঃ১-৮ পদ)

জীবন সাক্ষ্য : তাই প্রভুর নামে আমি তোমাদের বলছি, জোড় দিয়েই বলছি; তোমরা আর বিশ্বাসীদের জীবন যাপন করো না, তারা শুধুমাত্র অসার ধ্যান-ধারণায় চালিত। তাদের মনটা তো অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে; তাদের মধ্যে এমনই অজ্ঞতা রয়েছে, তাদের হৃদয়তা এমনই কঠিন যে, তারা ঐশী জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। তাদের বোধশক্তি লোপ পেয়েছে। উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে এমনই গা ভাসিয়েছে যে, তারা আশুচি যত কাজ করতে তারা সর্বদা লোলুপ হয়েছে। খ্রীষ্টের শিষ্য হয়ে তোমরা তো সেইভাবে চলতে শেখোনি অবশ্য তোমরা যদি সত্যিই তাঁর কথা শুনে থাক সে সত্য যীশুতেই নিহিত, তাঁর যেই সত্যেরই মন্ত্রে যদি তোমরা দীক্ষিত হয়ে থাক। তোমরা তো এই শিক্ষাই পেয়েছ যে, তোমাদের আগেকার জীবনযাত্রা ছেড়ে দিতে হবে; জীর্ণ পোশাকের মতোই পরিব্রাজন করতে হবে তোমাদের সেই পুরনো মানুষটাকে, মোহমায় কামনায় ক্ষয়িষ্ণু সেই মানুষটিকে মনের নব প্রেরণায় নবিন হয়ে তোমাদের বরণ করে নিতে হবে সেই নতুন মানুষটিকে। যে মানুষ সৃষ্ট হয়েছে ঐশী প্রতিরূপে, সত্যের প্রভাবে ধর্মীয়-ও পবিত্র এক সৃষ্টিরূপে।

তাই বলছি, মিথ্যাকে বর্জন করে তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের প্রতিবেশীর কাছে সত্য কথাই বল; কেন না পারস্পরিক সম্পর্কে আমরা তো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই মতো। তোমরা ক্রুদ্ধ হলেও পাপ করো না যেন। দেখো, এমনটি যেন হয়ঃ তোমরা রুষ্ট হয়েই আছ, এদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। শয়তানকে কিছু করার সুযোগ তোমরা দিও না। চুরি করা যার স্বভাব, সে যেন আর চুরি না করে; সে বরং কাজ করুন, নিজের দুটো হাত দিয়ে সে



বরং ভাল কিছুই করুক, তাহলে সে তার নিজের থেকে অভাবী মানুষদের কিছু না কিছু ভাগ দিতে পারবে। তোমাদের মুখ থেকে যেন কখনো কোন খারাপ কথাবার্তা না বেরোয়, বরং মানুষের যা ভাল করতে পারে, প্রয়োজন মতো গঠনমূলক কোন কিছু করতে পারে, তোমরা সেই কথাই বলো, যাতে যারা শুনছে তাদের যেন কিছু উপকার হয়।

আর একটা কথা : ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মা যিনি তাঁকে তোমরা কখনো দুঃখ দিয়ে না। তোমাদের অন্তরে তিনি তো সেই ঐশী মুদ্রাঙ্কনে তোমরা চিহ্নিত হয়েছ পূর্ণ মুক্তি লাভের সেই দিনটির জন্যে। তোমাদের মধ্যে কোন তিক্ততা, কোন রোষ আক্রোশ রেখো না; কোন কটু কথা, কোন ত্রুণ্ড চিৎকার, কোন রকম অনিষ্ট কামনা আর নয়। তোমরা একে অন্যের প্রতি সহৃদয় হও, হও কোমলপ্রাণ। পরস্পরকে তোমরা ক্ষমা করে নাও, যেমন খ্রীষ্টে তোমাদের আশ্রয় দিয়ে পরমেশ্বরও তোমাদের ক্ষমা করেছেন। (ইফসীয় ৪ঃ১৭-৩২ পদ)

তোমাদের কথা মনে পড়লেই আমি আমার ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানাই; আর সব সময়ে, তোমাদের সকলের জন্যে যখনই আমি তাকে ডাকি, তখনই সেই প্রার্থনায় আমি একটা আনন্দ অনুভব করি; কেননা মঙ্গলসমাচার প্রচারের কাজে তোমরা প্রথম দিন থেকে আজও পর্যন্ত আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেই আসছ। আর আমি তো এই বিষয়ে নিঃসন্দেহে যে, তোমাদের অন্তরের যিনি এই শুভ কাজটি শুরু করেছেন, তিনি নিজেই খ্রীষ্ট-যীশুর সেই মহা দিনটি পর্যন্ত তা করে গিয়ে সুসম্পন্ন করে তুলবেন।

তোমাদের সকলের সম্বন্ধে আমার এই ধরনের মনোভাব থাকা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক নয়; তোমরা তো সর্বদা আমার হৃদয় জুড়েই রয়েছ, কেননা আমি কারাগারেই পড়ে থাকি, কিংবা মঙ্গলসমাচারের স্বপক্ষে উঠে দাঁড়িয়ে তার সত্যতা প্রতিপন্নই করে থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, তখন তোমরা সকলেই তো আমার সঙ্গে একই অনুগ্রহের অংশীদার হয়ে থাক। পরমেশ্বর আমার সাক্ষী যে, তোমাদের আমি একান্ত ভাবেই কাছে পেতে চাই; আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশুর স্নেহ নিয়েই তোমাদের কাছে পেতে চাই। আর আমি এই প্রার্থনাও করি যে, তোমাদের ভালোবাসা যেন গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠে, আর সেই সঙ্গে তোমরা যা কিছু শ্রেয়, তা যেন চিনে নিতে পার। তাতেই তোমরা অমলিন অনিন্দনীয় হয়ে খ্রীষ্টের সেই মহাদিনটির জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠবে; তোমাদের অন্তর ভরে থাকবে ধার্মিকতার সেই ফসলে, স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টই যা ফলিয়ে তোলেন, যাতে বিরাজিত হয় পরমেশ্বরের মহিমা, ধ্বনিত হয় তার স্তুতিবন্দনা। (ফিলিপীয় ১ঃ৩-১১ পদ)

## বৌদ্ধ ধর্ম

বন্দনা ও প্রার্থনা : বুদ্ধ শব্দের অর্থ জ্ঞানী, তাই বলে জ্ঞানী মাত্রই বুদ্ধ নন, কেবল তাকেই বুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয় যিনি অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা-ত্রিলক্ষণমুক্ত জগতের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পেরেছেন, যিনি দুঃখ সমুদয়, দুঃখ দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ, দুঃখ নিরোধের উপায় স্বরূপ আৰ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে প্রবুদ্ধ হয়েছেন এবং যিনি কামাদি রিপুনিচয় বা অরিসমূহকে জয় করে অরিন্দম হয়েছেন। বিশেষ অর্থে আমরা বুদ্ধ বলতে শাক্যরাজ শুক্লোদন পুত্র সিদ্ধার্থ গৌতমকেই বুঝি যিনি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বুদ্ধ হলেন এবং পরবর্তী ৪৫ বছর ধরে বিস্তীর্ণ এলাকা, পথে জনপদে, গ্রামে-



গঞ্জে তার সাধনার ফল ধর্ম প্রচার করে ৮০ বছর বয়সে মল্লরাজ্যের অন্তর্গত কুশীনগরের যমক শালবৃক্ষের নিচে নির্বান লাভ করেন।

বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটক। এই ধর্মগ্রন্থ তিনভাগে বিভক্ত। যথা (১) বিনয় পিটক (২) সূত্র পিটক (৩) অভিধম্ম পিটক। যে কোন সমস্যার সমাধানে এই ধর্মীয় গ্রন্থের আশ্রয় নিতে হয়।

ধর্মীয় উৎসব ও পার্বন : বর্ষাবাস, প্রবারণা, কঠিন চীবর দান, প্রবজ্যা ও শ্রমনের প্রবজ্যা, ভিক্ষু উপস্পদা। বৌদ্ধদের কাছে প্রত্যেক পূর্ণিমাই উৎসবের দিন, বিশেষত বৈশাখী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা ও মাঘী পূর্ণিমা দিবসে বৌদ্ধ নর-নারীগণ উৎসবের আনন্দে মেতে উঠে। বৌদ্ধরা

তিনটি নিয়ম মেনে চলে। তাহলো সকালে পুষ্পপূজা, দুপুরে আহার পূজা ও বিকেলে প্রদীপ পূজা। প্রাত্যহিক নিয়মে বৌদ্ধরা খুব ভোরবেলা মুখ হাত ধুয়ে পুষ্পপূজা করে। তারপর দুপুর ১২ টার মধ্যে নিজের আহার গ্রহণের আগে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে আহার পূজা ও বিকেলে প্রদীপ পূজা করে থাকে। এই তিনটি পূজা দেওয়ার সময়



সাধারণত : ত্রিবিদ্য বন্দনা করে থাকে।

### ১. বুদ্ধ বন্দনা :

বুদ্ধ সুমুকো করুণা মহন্নবো

যো চন্ত সুমুদ্ধবর এগান

লোচনো লোকস্ পাপুপকিলোস সাতকো

বন্দামি বুদ্ধং অহমাদরে তাং।

অনুবাদ : যিনি বুদ্ধ, সুশুদ্ধ করুণা, মহার্ণব ও অন্যান্ত শুদ্ধবর জ্ঞানলোচন এবং যিনি লোকের পার ও উপক্লেশ মাতক, আমি সেই বুদ্ধকে সাদরে বন্দনা করছি।

## ২. ধর্ম বন্দনা :

ধম্মো প্রদীপো বিয় তস্স সুথুনো  
যোগ সগগপাকামত ভেদ ভিন্নকো,  
লোকুওরো যো- চ তদথ দীপনো  
বন্দামি ধম্মং আহমাদরেন তাং ।

অনুবাদ : সেই জগদ গুরু ভগবান শান্তা বুদ্ধের যেই ধর্ম প্রদীপবৎ মার্গ ফল, অমৃতভেদ নির্দেশক, যে ধর্ম পরমার্থ সত্য প্রকাশক ও ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ আমি সেই ধর্মকে সাদরে বন্দনা করছি ।

## ৩. সংম বন্দনা :

সংমো সুখোত্তাভ্যতিথেও সঞচিত্তো  
যো দিটঠসস্তুে সুগতানুভোধকো  
লোলপ্প হীনো অপিয়ো সুমেধ সো  
বন্দাবি- সংমং আহমাদবে নতং ।

অনুবাদ : যে সংম সূক্ষত্রা নামে সংজিত, যারা দষ্টশাস্ত ও সুগাতানুবুদ্ধ এবং যারা রোলপ্রহীন, আর্ঘ্য ও সুমেধারী, আমি সেই সংযমকে আদরে বন্দনা করছি, এছাড়াও আরও ধর্মীয় উৎসব ও পার্বন বৌদ্ধরা পালন করে থাকে ।

(গ) নিজ নিজ ধর্ম গ্রন্থে দেখে শুদ্ধ ভাবে পড়তে পারা ।



প্রত্যেক রোভার সহচরকে নিজ নিজ ধর্ম গ্রন্থে দেখে শুদ্ধভাবে পাঠ করতে হবে । এজন্য ধর্ম গ্রন্থে পারদর্শী ধর্মগুরুর সহায়তা নিতে পার । তবে অর্থ সহ ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করলে প্রত্যেকের মধ্যে নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা জন্মায় । ফলে অর্থ সহ ধর্ম গ্রন্থ পাঠের চেষ্টা করতে হবে ।

## আন্দোলনের সেবা

(ক) স্কাউটিং ও বহিঃ কার্যক্রম :

স্কাউটিং মূলত একটি বহিরাঙ্গনের কার্যক্রম । ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে থেকে প্রকৃত স্কাউটিং করা যায় না । স্কাউটিং মুক্ত আকাশের নিচে খোলা প্রান্তরে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে আনন্দ উল্লাসের সঙ্গে কাজ করাকে বোঝায় । এই কার্যক্রমের মধ্যে যেমন নিজের জ্ঞানের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া রয়েছে, তেমনি আছে জনসেবার জন্য কিছু বাস্তবসম্মত গঠনমূলক কার্যাবলী । খোলা আকাশের নিচে প্রকৃতির মাঝে বনকলা অভিযান একজন রোভার স্কাউটকে সৃষ্টির রহস্য গাছ-গাছালির গুণাবলী, কীট- পতঙ্গ ও জীবজন্তুর জীবন প্রণালী সম্পর্কে জানার আগ্রহ মেটায় । মুক্ত পরিবেশে কাজের মাধ্যমে রোভার

স্কাউটদের তাঁবুবাস, হাইকিং, পরিভ্রমণ, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি কাজ করে প্রচুর নির্মল আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ করে দেয়। এসব কাজের মাঝে উন্নয়নমূলক এবং কল্যাণমূলক কাজও রয়েছে। এসব কার্যক্রমই রোভার স্কাউটদের জন্য বহিঃকার্যক্রম।

(খ) গ্রুপ/ইউনিট/উপদলের সাথে অন্ততঃ একটি হাইকিংয়ে অংশগ্রহণ :

রোভার স্কাউটদের উদ্দেশ্যমূলক ভ্রমণের নাম হাইকিং। সচরাচর রোভার স্কাউটগণ ক্রু-মিটিংয়ে যেসব প্রায়োগিক বিষয় শিখে থাকে তার হাতে-কলমে বাস্তবায়ন হয় হাইকিংয়ে। যেমন- কম্পাসের সাহায্যে বা কম্পাসের সাহায্য ছাড়া দিক নির্ণয়, মানচিত্র পাঠ ও আঁকা, ফিল্ডবুক তৈরি ও ফিল্ড বুক অনুসরণ করে পথ চলতে পারা, অনুমান, রিপোর্ট তৈরি ইত্যাদি। তাতে তারা কতটুকু দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে তার মূল্যায়ন করা যায়, হাইকিংয়ে পাঠিয়ে এইসব কাজের রিপোর্ট পর্যালোচনা করার মধ্য দিয়ে। প্রত্যেক রোভার সহচরকে হাইকিংয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে।

(গ) গ্রুপ/ইউনিট/উপদলে সদস্যদের সাথে এক রাতের তাঁবুবাসে অংশগ্রহণ :

অথবা

রোভার স্কাউট লিডারের তত্ত্বাবধানে তাঁবুতে অথবা অন্যত্র রাত্রি যাপন :

তাঁবুবাসে রোভার স্কাউটদের জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতার সম্ভার। মুক্তাঙ্গনের কার্যাবলীর ভেতরে এটি একটি অনন্য আনন্দদায়ক কাজ। তাঁবুবাস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকায় খোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এতে রোভার স্কাউটরা অনেক অজানা ও অচেনাকে সহজে জানতে পারে এবং চিনতে পারে। তাঁবুবাসের সময় দৈনন্দিন সমস্ত কাজ রোভার স্কাউট নিজেই করে থাকে। এতে শ্রমের মর্যাদার ওপর তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সময়মত সব কাজ শেষ করে উপদলের সদস্যগণ নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে সহনশীলতা বাড়ে। এই ধাপ অতিক্রম করার জন্য প্রত্যেক রোভার স্কাউটকে নিজ রোভার দল বা নিজ উপদল সদস্যদের সাথে অন্তত একটি তাঁবুবাসে অবস্থান করতে হবে।

### সমাজ সেবা/সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য

সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নের পার্থক্য : ভাল কাজ এবং কল্যাণকর কাজ সেটা ব্যক্তি স্বার্থে হোক আর সমাজ বা জাতীয় বৃহত্তম ক্ষেত্রেই হোক এ সম্পর্কে রোভার স্কাউটদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। বিশেষ করে সংকাজ, সমাজসেবা ও সমাজ উন্নয়ন স্কাউটিংয়ে এই তিনটি প্রচলিত শব্দ সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত। নিচে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হলো :

গুডটার্ন (Good Turn) : স্কাউটিং এর মূল ভিত্তি, স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনে প্রতিদিন কারো না কারো উপকার Good Turn করার তাগিদ রয়েছে। গুডটার্নের অনুশীলন স্কাউটদের মূলমন্ত্রেরই অংশ। স্কাউটিংয়ে গুডটার্ন বলতে ছোট ছোট ভাল কাজ করা

বোঝায়। যেমন-অন্ধ/বৃদ্ধকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করা, কাউকে পথ চিনিয়ে দিতে সাহায্য করা, একজনের মাথার বোঝাটা নামাতে সাহায্য করা, পথে পরে থাকা কলার খোসা/কাঁচের টুকরা/কাঁটা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন জিনিসসমূহ সরিয়ে ফেলা, পানির কল কেউ অসাবধানতা বশতঃ খুলে রেখেছে তা বন্ধ করে দেয়া, অপ্রয়োজনে জ্বলছে এমন বাতি নিভিয়ে দেয়া, প্রতিবেশির কারো চিঠি পোস্ট, গ্যাস/বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে সহায়তার মত ছোট ছোট কাজ করা গুডটার্ণের আওতাভুক্ত কাজ। স্কাউটরা সর্বদা ভাল কাজ করার লক্ষ্যে তাদের স্কার্ফের মাথায় গুডটার্ণ নট দিয়ে রাখে।

**সমাজ সেবা মূলত :** গুডটার্ণ থেকেই সমাজ সেবার উদ্ভব। স্কাউটরা ব্যক্তিগতভাবে গুডটার্ণ করে অভ্যস্ত হয়ে উপদল বা ইউনিট ভিত্তিক সমাজ সেবামূলক কাজ করে। কোন রাস্তায় কাঁদা মাটির জন্য চলাচল অসুবিধা হচ্ছে দেখে স্কাউটরা কয়েকটা ইট মাঝে বিছিয়ে দিল যার উপর পা দিয়ে মানুষ চলাচল করতে পারে। ড্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পানি বের হতে না পেরে পথে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে দেখে কয়েকজন স্কাউট মিলে ঐ ড্রেনটা পরিষ্কার করে জলাবদ্ধতা দূর করে দিল। পুকুর/ ডোবায় বেশ কচুরীপানা সৃষ্টি হয়েছে। এতে মশার উপদ্রব হচ্ছে দেখে স্কাউটরা ঐ পুকুরের কচুরীপানাগুলো পরিষ্কার করলো। বর্ষার তোড়ে একটি রাস্তার কিছু অংশ ভেঙে গেছে দেখে স্কাউটরা ঐ রাস্তায় মাটি ফেলে তা ভরাট করে দিল অথবা একটি সাঁকো তৈরি করে দিল। সমাজের মানুষের জন্য স্কাউটরা উদ্যোগী হয়ে এ ধরনের অনেক কাজ করে। এ ধরনের কাজকে সমাজ সেবামূলক কাজ বলে।

**সমাজ উন্নয়ন :** সমাজ উন্নয়ন গুডটার্ণ এর পরবর্তী ধাপ। স্কাউটরা সমাজের সাধারণ মানুষের সাথে মিশে সমাজের কোন নির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করে সমাজের মানুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যখন সেই সমস্যার সমাধান করে এবং যার ফল দীর্ঘস্থায়ী হয় তাকে সমাজ উন্নয়ন বলে। যেমন- কোন একটি পাড়া বা মহল্লার যাতায়াতের পথের একটি বিশেষ জায়গায় প্রতিবার বর্ষায় ভেঙে যায়, প্রতিবারই তাতে মাটি ফেলে সমান না করলে আর সহজে চলাচল করা যায় না। ঐ এলাকার লোকজন মনে করেন এটি তাদের একটি সমস্যা। এতে তাদের বেশ কিছুদিন দারুণ কষ্ট পেতে হয়। এলাকার এই সমস্যা চিহ্নিত করে স্কাউটরা এলাকার মুকুব্বীদের সাথে আলোচনা করে উপলব্ধি করলো সহজে পানি পার হওয়ার জন্য যদি এখানে কোন কালভার্ট তৈরি করা হতো তাহলে আর এমন হতো না। মুকুব্বীদের সাথে আলোচনা করে স্কাউটরা উপলব্ধি করলো যে করেই হোক পানি বের হওয়ার ব্যবস্থা করা গেলে সমস্যাটির সমাধান হবে এবং এক্ষেত্রে বড় ব্যাসের চারটি পাইপ দিতে পারলেও এর সমাধান হবে। সেক্ষেত্রে স্কাউটরা দুটো পাইপের মূল্য নিজেদের মধ্যে চাঁদা ধরে সংগ্রহ করলো। বাকী দুটো পাইপ এলাকার লোকজন সংগ্রহ করলো। পরিবহনের ব্যবস্থা তারা এলাকায় যাদের গরু বা মহিষের গাড়ি অথবা ড্যানগাড়ি রয়েছে তাতেই সেরে ফেলল। পাইপ বসানোর দিনে মুকুব্বীগণ

এলাকার লোকজন সাথে নিয়ে তা স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন। এরূপ কাজের ফলে দেখা গেলো ঐ রাস্তা আর নষ্ট হয় না অর্থাৎ এই কাজটির ফল এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ভোগ করবে। এ ধরনের কাজ সমাজের উন্নয়নমূলক কাজ বলে চিহ্নিত। সমাজের/এলাকাবাসীর চিহ্নিত সমস্যার সমাধানে স্কাউটদের নেতৃত্ব/ উদ্যোগে এলাকাবাসী এবং স্কাউটদের যৌথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে চিহ্নিত ঐ নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানকে সমাজ উন্নয়ন কাজ বলে। এ কাজে স্থানীয়ভাবে সরকারি বা বেসরকারি সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে।

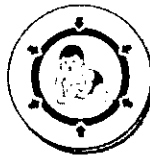
**সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নের পার্থক্য :** উপরের আলোচনা বিশ্লেষণ করলে সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নের যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা হলো : সমাজ সেবা হলো স্কাউটদের উপদল ভিত্তিক কাজ সেখানে শুধুমাত্র স্কাউট সদস্যদের অংশগ্রহণে হয়ে থাকে। সমাজ উন্নয়ন হলো সমাজবাসী ও স্কাউট সদস্যদের সম্মিলিত কাজ যেখানে সমাজের লোকদের সাথে স্কাউটরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে।

স্কাউটিং-এ সবসময় সমাজ সেবামূলক কাজগুলোকে উৎসাহিত করা হয়। বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন ব্যাজ ও অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তিত হয়েছে। স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের জন্য সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়।

সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড : সাধারণ যোগ্যতা ও পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জনের কাজ ছাড়াও অতিরিক্ত কাজের জন্য এই অ্যাওয়ার্ড লাভ করা যায়।



শিশু স্বাস্থ্য কর্মী ব্যাজ



টীকাদান কর্মী ব্যাজ



পুষ্টি স্যালাইন ব্যাজ

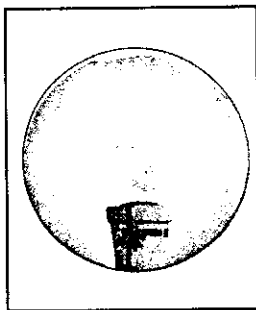


সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড

গ্রুপ/ইউনিট/ উপদলের সদস্যদের সাথে অন্তত ৩ একটি সমাজ সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।

এই ধাপ অতিক্রম করার জন্য একজন রোভার স্কাউটকে অন্ততঃ একটি সমাজ সেবামূলক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। একজন রোভার স্কাউট যখন সমাজ সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করবে তার বিবরণ যথা-কাজের নাম, কাজের স্থান, কাজ করার তারিখ ও কাজ করার দৈনিক সময়সীমা ইত্যাদি উল্লেখ করে নিজের লগ বই এ লিখে রাখবে এবং লগ বইয়ের ঐ অংশ রোভার স্কাউট লিডারকে দেখিয়ে তার স্বাক্ষর সংগ্রহ করবে।

পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন :



পরিবেশ কি ?

মানুষ পরিবেশের মধ্যে বসবাস করে। মানুষের আশেপাশে যা কিছু আছে তার সব কিছু নিয়েই পরিবেশ। ঘর বাড়ি, নদীনালা, খাল বিল, গাছপালা, পশু পাখি, মাটি পানি, বায়ু, মানুষ এ সবই পরিবেশের অংশ। কিন্তু অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কল কারখানা স্থাপন, অপরিবর্তিতভাবে বৃক্ষ নিধন, আবাদি জমিতে গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি কারণে বিভিন্নভাবে আমাদের পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে।

পরিবেশ দূষণের কারণ ও প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে জানা।

পরিবেশ দূষণের কারণ :



১. দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি।
২. ব্যাপকহারে বৃক্ষ নিধন।
৩. কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ, নিগৃত ধোঁয়া ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ।
৪. জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার।
৫. জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে ঘনবসতি গড়ে উঠে।
৬. যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা।
৭. পয়ঃপ্রণালির বর্জ্য আবর্জনা।
৮. হাসপাতালের বর্জ্য প্রভৃতি।

পরিবেশ দূষণ প্রতিকারের উপায় :

পরিবেশ দূষণ প্রতিকারের জন্য সাধারণ জনগণ সহ সকলকে সচেতন করতে হবে এবং সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে ।



১. জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ/সচেতনতা সৃষ্টি করা ।

২. বন জঙ্গল না কেটে অধিক হারে বৃক্ষ রোপন করা ।

৩. কলকারখানার বর্জ্য যাতে পানিতে না মেশে সে ব্যবস্থা করা । ধোঁয়া যাতে মানুষের ক্ষতি না করে সে ব্যবস্থা করা ।

৪. জমিতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার এবং কীটনাশক প্রয়োগ বন্ধ করা ।

৫. শহরে ঘনবসতি কমাতে গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ।

৬. পয়ঃপ্রণালির বর্জ্য আবর্জনা পানিতে বা উন্মুক্তস্থানে না ফেলে তা রিসাইকেলের (পুনঃ নবায়ন) ব্যবস্থা করা ।

৭. হাসপাতালের বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা এবং রিসাইকেলের ব্যবস্থা করা ।

স্বাস্থ্য পরিচর্যা :

(ক) প্রাথমিক প্রতিবিধান কি? প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী কে? প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর গুণাবলী গুলি কি কি?

প্রাথমিক প্রতিবিধান :

যে জ্ঞানের দ্বারা চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়ার আগে দুর্ঘটনায় আহত বা অসুস্থ কোন ব্যক্তির অবস্থার যাতে অবনতি না হয় এবং তাঁর আরোগ্যের পথ সুগম করতে পারা যায় তাকে প্রাথমিক প্রতিবিধান বলা হয় ।

প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী :



যে ব্যক্তি প্রাথমিক প্রতিবিধান কাজে অংশগ্রহণ করেন তাঁকে প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী বলে ।

প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর গুণাবলী :

সেন্টজন এ্যাম্বুলেন্স এসোসিয়েশনের মতে একজন প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর নিম্নলিখিত ৮টি গুণাবলী অবশ্যই থাকতে হবে ।



- (১) পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন : যে কোন আঘাতের কারণ ও চিহ্ন সহজে বুঝতে পারার গুণ থাকতে হবে ।
- (২) বিচক্ষণ : যেন সে অতিরিক্ত ও অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন না করে রোগীর লক্ষণাদি এবং ইতিহাস জানতে পারে এবং রোগী ও উপস্থিত লোকদের বিশ্বাসভাজন হতে পারে ।
- (৩) উপায়জ্ঞ : যেন সে স্থানীয় সহজলভ্য দ্রব্যাদির দ্বারা রোগীর নতুন অনিষ্টের প্রতিরোধ করতে পারে এবং রোগীর যে ক্ষতি হয়ে গেছে তা স্বাভাবিক নিয়মে যাতে পূরণ হয় সে বিষয়ে রোগীকে সাহায্য করতে পারে ।
- (৪) কর্মদক্ষ : যেন সে অহেতুক কষ্ট না দিয়ে রোগীকে নাড়াচাড়া করতে পারে এবং নিপুণভাবে পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে রোগীকে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক প্রতিবিধান দিতে পারে ।
- (৫) স্পষ্টোপদেশ্টা : যাতে সে রোগী ও নিকটস্থ লোকদের উপস্থিত করণীয় বিষয় ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট উপদেশ দিতে পারে ।
- (৬) বিচারক্ষম : যেন সে আঘাতের গুরুত্ব ও লঘুত্ব সম্পর্কে-পার্থক্য বুঝে কোনটির প্রতিবিধান আগে দেওয়া প্রয়োজন তা স্থির করতে পারে ।
- (৭) অধ্যবসায়ী : প্রথমে কৃতকার্য না হলেও সে যেন হতাশ হয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিবিধান দেওয়া থেকে বিরত না হয় ।
- (৮) সহানুভূতিশীল : সহানুভূতিসূলভ মনোভব নিয়ে সে যেন রোগীকে যথার্থ আরাম ও উৎসাহ দিতে পারে ।

এছাড়াও প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীকে মানব দেহের সাধারণ গঠন সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে ।

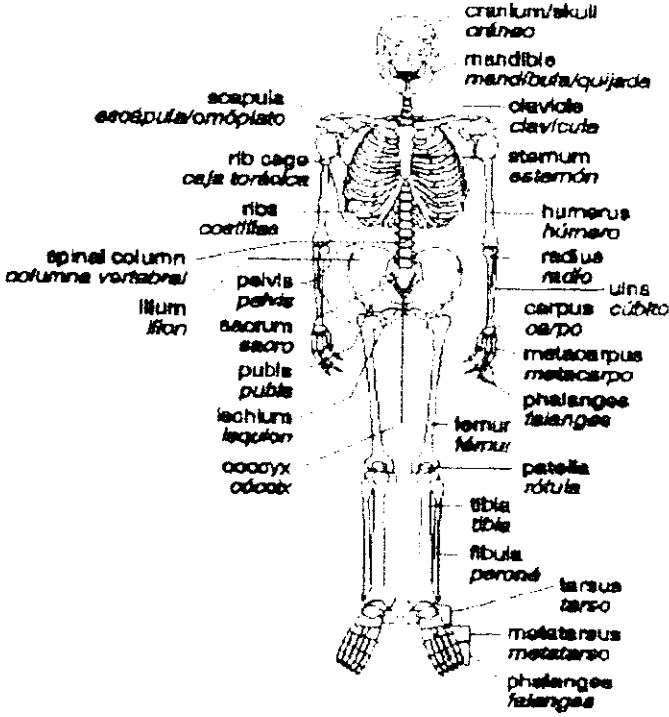
(খ) মানব দেহের সাধারণ গঠন সম্পর্কে জানা । যেমন- কংকাল, মাংসপেশী, শ্বাস-প্রক্রিয়া, রক্ত চলাচল ইত্যাদি ।

নর-কংকাল :

একটি সুন্দর কাঠামোর ওপর মানবদেহ নির্মিত । এই কাঠামোকে নর-কংকাল বলে ।

এই নর- কংকাল প্রধানত তিনটি কাজ করে থাকে । কাজগুলি হলো :

- ১ । শরীরকে দৃঢ় ও আকৃতি বিশিষ্ট করে ।
- ২ । মাংসপেশী সমূহকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত রাখে ।
- ৩ । মাথা, বুক ও পেটের মধ্যে প্রধান অভ্যন্তরীণ শরীর যন্ত্রকে রক্ষা করে ।



মাথার হাড় : মাথার হাড় দু'ভাগে বিভক্ত । ১) মাথার খুলি, ২) মুখমন্ডলের হাড় । মাথার ওপরের গোলাকৃতি অংশ (দুই পার্শ্বসহ) পিছনের অংশ ও সামনের কপাল নিয়ে মাথার খুলি গঠিত । মাথার পিছনের অংশে সবচেয়ে বেশি শরীর যন্ত্র থাকে । এই জন্য খুলির এই অংশ সবচেয়ে বিস্তৃত ও গভীর । মেরুদণ্ড ও মুখমন্ডলের হাড় দিয়ে আবৃত থাকে বলে মাথার খুলির নিম্নদেশ দৃষ্টির অন্তরালে থাকে । ঐ নিম্নাংশ অজস্র রক্ত বিশিষ্ট । সবচেয়ে বড় রক্ত পথটি দিয়ে মেরুদণ্ড ও মাথা একত্রে যুক্ত হয়েছে অন্য রক্তগুলো রক্তবাহী নালি ও স্নায়ুর নির্গমণের পথ ।

মুখমন্ডল : নিম্ন চোয়াল ছাড়া মাথা ও মুখমন্ডলের জন্য সব হাড় পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সল্লিবদ্ধ থাকে । এই হাড়গুলিকে পৃথক পৃথকভাবে নাড়ানো কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয় । মাথার খুলি ও মুখমন্ডলের হাড় দিয়ে নাকের ছিদ্র কোঠার নির্মিত । ওপর ও নিচের চোয়ালের মাঝখানে মুখগহবর অবস্থিত । মুখের তালু মুখ গহবরের অস্থিময় আবরণ ।

নিম্ন চোয়াল : নিম্ন চোয়াল দুইভাগে বিভক্ত -

(ক) প্রথম অংশ সামনের দিকে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত এতে দাঁতের কোঠরগুলি আছে ।

(খ) দ্বিতীয় অংশ নিম্ন চোয়াল থেকে খাড়াভাবে উঠে কানদ্বয়ের সামনে মাথার খুলির অর্ধভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে ।

**চোয়ালের কোণ :** চোয়ালের প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশের সঙ্গম স্থলকে চোয়ালের কোণ বলা হয় ।

**মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া :** ভাট্টিবা নামক কতকগুলি হাড়ের সমষ্টি নিয়ে মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া গঠিত । প্রত্যেক ভাট্টিবার সামনে এক খণ্ড স্থলাস্থি আছে । এর দুই পাশ থেকে দুটি হাড় বের হয়ে পেছনের দিকে মিলিত হয়েছে । ভাট্টিবার এই বেড়ে যাওয়া অংশদ্বয়ের মিলনে মেরুদণ্ডে বা শিরদাঁড়ার ভেতরে যে রক্তপথ তৈরি হয় তার মধ্যে মেরুদণ্ডে স্নায়ু অবস্থিত । একজন মানুষের দেহে সর্বমোট তেত্রিশটি ভাট্টিবা আছে । মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া আগাগোড়া খণ্ড খণ্ড তন্তুময় পেশীর বন্ধনী দিয়ে আবদ্ধ ।

শরীরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত হেতু ভাট্টিবাগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক পর্যায়ে ওপর থেকে নিচের দিকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে তাদের নামকরণ করা হয়েছে ।

- (১) গ্রীষ্মদেশে ৭টি ভাট্টিবা আছে এগুলিকে গ্লেব ভাট্টিবা বলে । প্রথম ভাট্টিবার সঙ্গে কেরোটের নিম্নভাগের সংযোগের ফলে মাথা উঁচু করতে ও নিচু করতে পারা যায় । দ্বিতীয় ভাট্টিবার সঙ্গে প্রথমটি এমনভাবে সংযুক্ত যে, এর ফলে মাথা উভয় দিকে ঘুরানো সম্ভব হয় ।
- (২) পিঠে ১২টি ভাট্টিবা আছে । এগুলিকে থেরাসিক ভাট্টিবা বলে । এগুলির সঙ্গে পাজরের হাড়গুলি সংযুক্ত থাকে ।
- (৩) কটিদেশে ৫টি ভাট্টিবা আছে । এগুলিকে লাম্বার ভাট্টিবা বলে ।
- (৪) কোমরের নিচে পিছনের ত্রিকোণী হাড় ৫টি ভাট্টিবা দিয়ে গঠিত । এই ভাট্টিবাগুলিকে স্যাক্রাল ভাট্টিবা বলে । পূর্ণ বয়স্ক মানুষের স্যাক্রাল ভাট্টিবাগুলি একত্রে মিলিত হয়ে একটি নিরেট অস্থিখণ্ডে পরিণত হয় ।
- (৫) গুহাদেশীয় হাড় ৪টি ভাট্টিবা দিয়ে গঠিত । এগুলিকে কস্পিজিয়াল (Coceyx) ভাট্টিবা বলে ।

ওপরের তিন পর্যায়ে ভাট্টিবাগুলি সামনের স্থলস্থিগুলির পরস্পরের মধ্যে পুরু উপাস্থি আছে এই উপাস্থি থাকার জন্য শিরদাঁড়াটি বা মেরুদণ্ড টি সহজে একটি মাত্র হাড়ের মত কাজ করতে পারে এবং কোন হঠাৎ আঘাতের গুরুত্ব লাঘব হয় । শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড খণ্ড খণ্ড তন্তুময় পেশীর বন্ধনী দ্বারা সমন্বিত ।

**পাঁজর ও বন্ধের হাড় :** পাঁজরের থোরাসিক ভাট্টিবা থেকে শরীরের সামনে পর্যন্ত বিস্তৃত ১২ জোড়া বাঁকা হাড় আছে । ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে এদের নামকরণ

করা হয়েছে। এই হাড় পুরোটাই কেবলমাত্র হাড় নয়। হাড়ের সামনের অংশে হাড়ের পরিবর্তে উপাস্থি আছে। ওপরের ১ থেকে ৭ নম্বর পর্যন্ত হাড়কে পাঁজর বলে। পাঁজরের উপাস্থিগুলি বক্ষস্থির সঙ্গে আবদ্ধ।

নিম্নের ৫ জোড়া পাঁজরের হাড়কে অপ্রকৃত হাড় বলে। এদের মধ্যে ওপরের ৩ জোড়া হাড় তাদের ওপরের হাড়ের সঙ্গে উপাস্থি দিয়ে সংযুক্ত। শেষের ২ জোড়া হাড় সামনে অসংলগ্ন অবস্থায় আছে বলে এদেরকে ভাসমান পাঁজরের হাড় বলে।

**উর্ধ্বদেশের প্রত্যঙ্গ :** কাঁধের হাড় দুই প্রকার। যথা : ১) কলার বোন বা কর্ণার হাড়, ২) স্ক্যাপুলা বা অংসফলক বা পাখনা।

**কলার বোন বা কর্ণার হাড় :** ঘাড়ের নিচের অংশের সামনের দিকে দু'দিকে যে দু'টি বাঁকা সরু হাড় আছে তাদের কলার বোন বা কর্ণার হাড় বলে। এই হাড় দু'টি প্রায় কনিষ্ঠ আঙ্গুলের মত মোটা। এই হাড়ের একটি অংশ বক্ষস্থিল (Sternum) সঙ্গে যুক্ত এবং অপর অংশটি স্ক্যাপুলা বা অংসফলকের সঙ্গে যুক্ত।

**স্ক্যাপুলা বা অংসফলক :** পিঠের ওপরের দিকে কাঁধের ঠিক নিচের উভয় দিকে যে দু'টি হাড় আছে তাদের স্ক্যাপুলা বা অংসফলক বলে। কলার বোন কর্ণার হাড় এবং বাহুঘয়ের হাড়ের সঙ্গে দুটি হাড়-সংযুক্ত।

**প্রগন্ডাস্থি (Humerus) :** কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত প্রগন্ডাস্থি বিস্তৃত। অগ্রবাহুর (Fore-arm) দু'টি হাড় আছে। এর মধ্যে একটি কনুই থেকে বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে, একে রেডিয়াস (Radius) বলে এবং অপরটি কনুই থেকে কনিষ্ঠ আঙ্গুলের দিকে, একে আলনা (Ulna) বলে।

কজির হাড়ের নাম কার্পাস। কার্পাস সংখ্যায় ৮টি। ৪টি করে এ কার্পাস ৮টি সারিতে কজিতে সাজানো আছে। প্রত্যেক স্বাভাবিক মানুষের হাতে ৫টি করে আঙুল আছে। আঙুলের হাড়কে ফ্যালঞ্জ (Phalange) বলে। বৃদ্ধা আঙুলে দুটি এবং অন্যান্য আঙুলে তিনটি করে ফ্যালঞ্জ আছে। প্রত্যেক মানুষের হাতে ৫টি করে হাড় আছে। এই হাড়গুলিকে মেটা কার্পাস (Meta Carpus) বলে। মেটা কার্পাস ও ফ্যালঞ্জ একত্রে মিলিত হয়েছে। মিলিত হাড়কে আঙুলের গাইট বলে।

**বস্থি (Pelvis) :** মেরুদন্ডের নিম্নাংশের জংঘার হাড় দুটি (Haunch bones), সেক্রাম (Sacrum) ও গুহ্যাস্থি (Coceyx) একত্রে মিলিত হয়ে একটি বাটির আকার ধারণ করেছে। এই বড় হাড় সমষ্টিকে বস্থি নামে অভিহিত করা হয়। জংঘার দু'টি সামনে দেহের মধ্য রেখার ওপর মিলিত হয়েছে। সামনের দিকে এদের মধ্যে ব্যবধান কেবলমাত্র এটি উপাস্থি। পিছনে এদের শেষ প্রান্ত দু'টির মাঝখানের ফাঁকে সেক্রাম অবস্থিত। বস্থির ওপর ভর করে অস্ত্র ও তার মধ্যে সূত্রাধারাদি সংস্থাপিত রয়েছে। উর্ধ্বদেশের অস্থির সংযোগের জন্য জংঘার হাড় দু'টি গভীর কোটর আছে।

**উরু দেশের অস্থি :** উরুদেশের হাড়ের নাম ফিমার। এটি স্থূল, সুদৃঢ়, গোলাকার এবং জংঘা থেকে জানু পর্যন্ত বিস্তৃত। এই হাড়ের মধ্যভাগ সামান্য বেঁকে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। ফিমারের উপরের প্রান্ত গোলাকার মুক্ত বিশিষ্ট এবং এর নিচের অংশ এমনভাবে এর ওপরের মুন্ডের মধ্যে ঢুকেছে যে জংঘর কোটরে তা স্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থান করতে পারে। এই হাড়ের নিম্ন প্রাপ্ত ক্রমশ প্রশস্ত হয়ে জানুর ভেতর পর্যন্ত গিয়ে জানুসন্ধি গঠন করেছে।

**জানুর হাড় বা প্যাটেলা (Patella) :** এটি একটি ত্রিকোণাকৃতি হাড়। এই হাড়ের ভূমি ওপরের দিকে এবং শীর্ষ নিচের দিকে। এই হাড় জানুসন্ধির সামনের দিকে এবং চামড়ার ঠিক নিচে অবস্থিত।

**পা (Leg) :** দু'টি হাড় দিয়ে পা গঠিত। এগুলি হল—

(১) সিনবোন বা টিবিয়া

(২) ব্রুচবোন বা ফিবুলা

সিনবোন বা টিবিয়া হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত বিস্তৃত। ব্রুচবোন বা ফিবুলা টিবিয়া হাড়ের বাহিরের দিকে অবস্থিত। হাঁটুর সন্ধির সাথে এই হাড়ের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই হাড়ের শেষের অংশ দিয়ে গোড়ালির সন্ধির বাহিরের অংশ তৈরি হয়েছে।

**পায়ের পাতা :** টার্সাস ও মেটা টার্সাস দিয়ে পায়ের পাতা গঠিত। পায়ের পাতার ওপরের অংশে সাতটি অসমান হাড় আছে। এই হাড়গুলিকে টার্সাস বলে। এই হাড়গুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় যে হাড় তা দিয়ে গোড়ালি তৈরি হয়েছে। এই হাড়ের নাম গোড়ালির হাড় বা হিলবোন। সবচেয়ে ওপরে অবস্থিত টার্সাস দিয়ে গোড়ালির নিচের অংশ তৈরি হয়েছে।

টার্সাসের সামনের ৫টি হাড়কে মেটা টার্সাস বলে। মেটা টার্সাসের শেষ প্রান্ত থেকে পায়ের আঙুল শুরু হয়েছে। পায়ের আঙুলের নাম ফ্যালঞ্জ। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দু'টি এবং অন্যান্য আঙুলে তিনটি করে ফ্যালঞ্জ আছে।

**অস্থিসন্ধি :** দুই বা তার চেয়ে বেশি হাড়ের সংযোগস্থলের নাম অস্থিসন্ধি। উরু, জানু, কনুই ইত্যাদি সন্ধিগুলির উপরিভাগ উপস্থি দিয়ে আচ্ছাদিত। সন্ধি নির্মাণকারী অস্থির প্রান্তভাগ একটি শক্ত টিস্যু নির্মিত থলি বা ক্যাপসুলের মধ্যে থাকে। এই থলি বা ক্যাপসুলগুলি টিস্যু খণ্ড খণ্ড বন্ধনী দিয়ে শক্ত হয়েছে। ক্যাপসুলের মধ্যে সাইনোভিয়াল মেমব্রেন (Synovial membrane) আছে। এটি এক প্রকারের তরল পদার্থ নিঃসরণ করে যা সন্ধির মধ্যে সব সময় থাকে এবং চর্বিবর কাজ করে। এই তল পদার্থের নাম সাইনোভিয়াল ফ্লুইড।

অস্থি সন্ধি দুই প্রকার যথা :

(১) বৃত্তুল ও কোটর নির্মিত সন্ধি : কাঁধের সন্ধি এবং উরুসন্ধি ।

(২) কজা সন্ধি : কনুই, জানু ও গুলফের সন্ধি ।

মাংসপেশী :

মানুষের শরীরে দু'ধরনের মাংসপেশী আছে ।

(১) স্বেচ্ছাধীন

(২) স্বেচ্ছাধীন নয়

(১) স্বেচ্ছাধীন মাংসপেশী : শরীরের উর্ধ্বাংশে, নিম্নাংশে, মাথার ঘাড়ে এবং ঘাড়ের পাশে এই স্বেচ্ছাধীন মাংসপেশী দেখা যায় । এই স্বেচ্ছাধীন মাংসপেশী সরাসরি নিজেরাই অথবা সাদা অংশময় তন্তু (Tendons) দিয়ে হাড়ের সাথে আবদ্ধ থাকে । স্বেচ্ছাধীন মাংসপেশীগুলির সংকুচিত অর্থাৎ স্থূল হবার শক্তি আছে । এরা মস্তিষ্কের আজ্ঞাবহ থেকে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনা করে । প্রয়োজন হলে মস্তিক স্নায়ুর সাহায্যে মাংসপেশীকে বিশেষ সংবাদ পাঠায় । হাঁটা, খাওয়া প্রভৃতি শারীরিক সঞ্চালন ক্রিয়া এইভাবে নির্বাহ হয় ।

(২) স্বেচ্ছাধীন নয় : পাকস্থলী, শ্বাস-প্রশ্বাস পথ, রক্তের শিরা এবং অধিকাংশ আভ্যন্তরীণ অঙ্গের গা স্বেচ্ছাবহির্ভূত মাংসপেশী দিয়ে তৈরি । এই সব মাংসপেশী মানুষের ইচ্ছার অধীন নয় এবং মানুষ ঘুমালেও এরা নিজেদের কাজ করে যায় । পৃথক এক প্রস্থ সহযোগী স্নায়ু দিয়ে এদের কাজ নিয়ন্ত্রিত হয় ।

শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া :

নাক, কণ্ঠ (Throat), শ্বাসনালী, বায়ুনালী এবং বায়ুকোষের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সাধিত হয় ।

বায়ু নাকের ছিদ্র দিয়ে অথবা মুখ দিয়ে প্রবেশ করে । শ্বাসনালীর মুখে কোন তরল বা কঠিন পদার্থ ঢুকতে না দেওয়ার জন্য প্রতিরোধক একটি পর্দা আছে । এই পর্দার নাম এপিগ্লটিস (Epiglottis) । মানুষ অজ্ঞান হয়ে গেলে এই পর্দা তার কার্যকারিতা নাও হারাতে পারে । অজ্ঞান অবস্থায় কোন মানুষের শ্বাসরোধ ঘটতে পারে এবং মানুষ মারাও যেতে পারে । আরও একটি বিপদ দেখা দিতে পারে তা হচ্ছে অজ্ঞান ব্যক্তির জিহ্বা এই পর্দার ওপর গুটিয়ে গিয়ে মানুষের শ্বাসরোধ হয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।

শ্বাসনালী বক্ষাঙ্গুর ওপর থেকে দুই ইঞ্চি নেমে গিয়ে দক্ষিণ ও বাম বায়ুনালীতে ভাগ হয়েছে । প্রত্যেক বায়ুনালী তার পাশের ফুসফুসে প্রবেশ করে ক্রমশ ছোট থেকে আরও ছোট ছোট নালীতে ভাগ হয়ে সর্বশেষ ফুসফুসের বায়ু কোষে প্রবেশ করে ।

ফুসফুস : দক্ষিণ এবং বাম এই দু'টি ফুসফুস বুকের বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে আছে । এদের অবস্থান ঠিক পঁাজরের হাড়ের নিচে । প্রত্যেক ফুসফুস একটি সূক্ষ্ম পর্দা দিয়ে ঢাকা । এ জন্য ফুসফুস অনায়াসে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বড় ও ছোট হতে পারে ।

শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া : শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া দু'টি কাজের সমষ্টি । নিঃশ্বাস গ্রহণ করলে বাতাস ফুসফুসে ঢুকে, ফুসফুস ফুলে যায় । আবার প্রশ্বাসের (নিঃশ্বাস ত্যাগ করা) সময় বাতাস ফুসফুস থেকে বাইরে আসে, ফলে ফুসফুস ছোট হয়ে যায় । প্রশ্বাসের পর কিছুক্ষণ বিরত থাকে । একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ সুস্থ অবস্থায় মিনিটে ১৫ থেকে ১৮ বার নিঃশ্বাস টেনে নেয় এবং ছেড়ে দেয় । নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় একজন পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ মানুষ ২০ থেকে ৩০ ঘন ইঞ্চি বাতাস নিজের ফুসফুসে গ্রহণ করে এবং নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় একই পরিমাণ বাতাস ত্যাগ করে ।

পঁাজর সংলগ্ন মাংস পেশী সমূহ এবং প্রধানত ডায়াফ্রাম দিয়ে বুকের স্ফীতি ও সংকোচন ক্রিয়া সংঘটিত হয় । খিলানের মত যে মাংসপেশী পেট থেকে বুককে আলাদা করেছে তাকে ডায়াফ্রাম বলে । নিঃশ্বাসের গ্রহণ প্রধানত পেশীর কাজ । এতে পঞ্জারাস্ত্রিসমূহ উন্নত (স্ফীত) হয় । ডায়াফ্রাম সংকুচিত ও চ্যাপটা হয় । এর ফলে বুকের যে গহ্বর আছে তা বেড়ে বায়ু শূন্যতার সৃষ্টি হওয়ায় বাতাস প্রবেশ করে । নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় পেশীর কোন কাজ হয় না । পঞ্জারাস্ত্রিসমূহ নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে ও ডায়াফ্রামের খিলান উন্নত হয় । এতে বুকের যে গহ্বর আছে তার আয়তন কমে গিয়ে বাতাস বের করে দেয় । ফুসফুস এর কৈশিক নাড়িসমূহের বাতাস নিজ অম্ল-জান গ্যাস রক্তে প্রদান করে এবং রক্ত থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস, তাপ ও জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে । এভাবে যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা হয় সেই বাতাস বেশি গরম এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্প পূর্ণ হয়ে থাকে । অপর দিকে বাতাস থেকে পাওয়া অম্ল-জান গ্যাসের সংস্পর্শে এসে দূষিত গাঢ় লাল রঙের রক্ত বিশোধিত হয়ে উজ্জ্বল লাল বর্ণ বিশিষ্ট হয় । রক্তের বিশুদ্ধতার জন্য বাতাসের প্রয়োজন, কারণ বাতাসে অম্ল-জান গ্যাস আছে । আর বাতাস থেকে আহরিত অম্ল-জান গ্যাস দূষিত রক্তকে পরিশোধিত করে ।

নিম্নবর্ণিত দৈহিক যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের শরীরের রক্ত চলাচল প্রক্রিয়া সাধিত হয় :

- (১) হৃদপিণ্ড (Heart)
- (২) ধমনী (Artery)
- (৩) কৈশিক নাড়ী (Capillary)
- (৪) শিরা (Vein)

হৃদপিণ্ড একটি পেশীময় যন্ত্র । বিশুদ্ধ রক্তকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পাঠাবার জন্য হৃদপিণ্ড একটি পাম্পের মত কাজ করে । বক্ষাস্থি ও পঁাজরের উপাস্থি সমূহের পিছনে ফুসফুস দু'টির মাঝখানে এবং ডায়াফ্রামের ঠিক ওপরের হৃদপিণ্ড অবস্থিত ।

হৃদপিণ্ডের অবস্থান কোণাকোণি। দেহের মধ্যরেখার দক্ষিণে এবং বাম দিকে তিন-চতুর্থাংশ ভাগ জায়গা জুড়ে হৃদপিণ্ডের অবস্থান। বামদিকে বুকের কিছু নিচে হাত দিলে এর স্পন্দন সহজেই অনুভব করা যায়।

হৃদপিণ্ডে ৪টি প্রকোষ্ঠ আছে। এর মাঝখানের পর্দার প্রত্যেক পাশে ওপরে নিচে ২টি প্রকোষ্ঠ অবস্থিত। ওপরের যে ২টি প্রকোষ্ঠ আছে সেগুলিকে ডান ও বাম আরিকেল বলে এবং নিচের যে ২টি প্রকোষ্ঠ আছে সেগুলিকে ডান ও বাম ডেন্ট্রিকেল বলে। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের হৃদপিণ্ড প্রতি মিনিটে প্রায় ৭২ বার স্পন্দিত হয়। শোয়া অবস্থা থেকে বসলে এবং বসা অবস্থা থেকে দাঁড়ালে হৃদপিণ্ডের গতি কিছুটা বেড়ে যায়। হৃদপিণ্ডের স্পন্দনের সময় বাম ডেন্ট্রিকেল থেকে রক্ত সজোরে ধমনীর মধ্যে প্রেরিত হয়। ধমনী গায়ে প্রচুর প্রসারণশীল তন্তু (Elastic tissue) আছে। সেই জন্য বাম ডেন্ট্রিকেল থেকে ধমনীতে প্রবেশ মাত্র প্রসারণশীল তন্তুর জন্য স্ফীত হওয়ার পালস বা স্পন্দন সৃষ্টি হয়। ধমনী শরীরের যে যে স্থানে চামড়ার ঠিক নিচে এবং হাড়ের ওপরে আছে সেই সেই জায়গায় হৃদপিণ্ডের প্রতি স্পন্দনের সময় স্পর্শ করলে এই স্পন্দন অনুভব করা যায়।

শরীরের প্রধান রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ায় শোধিত উজ্জ্বল লাল রক্ত এর রক্ত বাম ডেন্ট্রিকেল থেকে বের হয়ে শরীরের প্রধান ধমনী অ্যাওর্টাতে চলে আসে। হৃদপিণ্ডের শোধন শক্তির দরুন এবং রক্তচাপ দিয়ে স্ফীত ধমনীর গায়ের প্রতিক্ষেপ বশতঃ রক্ত সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। অ্যাওর্টা থেকে বহু শাখা ধমনী বের হয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে গিয়েছে। এই ধমনীগুলি পরবর্তীতে বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ক্রমশ ক্ষুদ্র হয়ে অত্যন্ত ক্ষুদ্রতর হয়ে কৈশিক নাড়িতে (Capillaries) পরিণত হয়। কৈশিক নাড়ির সূক্ষ্ম গায়ের মধ্য দিয়ে শারীরিক রক্ত ও গ্যাসের আদান প্রদান হয়।

রক্ত শরীরের তন্তু ও যন্ত্রসমূহে অম্ল-জান গ্যাস ও তাদের পোষণোপযোগী উপাদান প্রদান করে এবং তাদের নিকট থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড ও বর্জনীয় পদার্থসমূহ গ্রহণ করে এই সকল দূষিত পদার্থের সংস্পর্শে এসে উজ্জ্বল লাল রক্তের বিশুদ্ধ রক্ত গাঢ় লাল রক্তের রক্তে পরিণত হয়। উজ্জ্বল লাল রক্তের রক্ত যখন গাঢ় লাল রক্তের রক্তে পরিণত হয় তখন তা আর বিশুদ্ধ রক্ত থাকে না। তা হয়ে যায় দূষিত রক্ত। কৈশিক নাড়িসমূহ মিলিত হয়ে ছোট ছোট শিরায় পরিণত হয়। এসব শিরা অন্যান্য শিরার সাথে মিলিত হয়ে ক্রমশঃ মোটা হয়ে শেষ পর্যায়ে দু'টি বড় শিরায় (Vnac Cavae) পরিণত হয়। এই বড় দু'টি শিরা হৃদপিণ্ডের ডান আরিকলে (ডানের দিকের ওপরে প্রকোষ্ঠ) প্রবেশ করে। হৃদপিণ্ডের প্রসারণ ও সঞ্চালনে হৃদপিণ্ডে যে শোষণ ক্রিয়া সৃষ্টি হয় তার ফলে শিরায় রক্ত সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। শিরাগুলির মাঝে মাঝে ভাঙ্গ আছে। এই ভাঙ্গ রক্তের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় গতিকে সাহায্য করে এবং পিছনের দিকে যাওয়া বন্ধ করে।



হৃদপিণ্ডের ডান আরিকেল থেকে রক্ত ডান ডেন্ট্রিকলে (ডান দিকে নিচের প্রকোষ্ঠে যায়) সঞ্চলনে এ রক্ত পালমোনারী ধমনী দিয়ে ফুসফুসে যায়। এই ধমনী ফুসফুসের মধ্যে বহু কৈশিক নাড়িতে ভাগ হওয়ায় তার মধ্যকার রক্ত বাতাসের সংস্পর্শে আসে। এখানে রক্ত নিজ কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস ও দূষিত পদার্থ সমূহ ত্যাগ করে এবং অক্সিজেন-গ্যাস গ্রহণ করে। এইভাবে দূষিত রক্ত উজ্জ্বল লাল রঙের বিশুদ্ধ রক্তে পরিণত হয়। এসব কৈশিক নাড়ি আবার মিলিত হয়ে পালমোনারী শিরা দিয়ে বাম আরিকলে প্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাম ডেন্ট্রিকেল থেকে বাম আরিকলে প্রবেশ করে। এভাবেই মানুষের শরীরে রক্ত চলাচল ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

#### (গ) নিজ রক্তের গ্রুপ :

একজন রোডার সহচরকে অবশ্যই নিজের রক্তের গ্রুপ সম্পর্কে জানতে হয়। যদি নিজের রক্তের গ্রুপ জানা না থাকে তবে রেড ক্রিসেন্ট, স্কানী, বাঁধন, কোয়ান্টাম অথবা কোন প্যাথলজিতে গিয়ে নিজের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারবে।

#### (ঘ) নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন :

জীবনকে সুস্থ ও সুন্দর রাখতে হলে আমাদের প্রতিনিয়তই একটি নিয়মের মাধ্যমে জীবন যাপন করতে হবে; অনিয়ন্ত্রিত জীবন কারো কাম্য নয়। জীবন চলার পথে আমাদের নিজস্ব স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বাস্থ্য রক্ষা করার তেমনি একটি পদ্ধতি হল নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন।

আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে যে জটিল সর্বদা প্রত্যাশা রয়েছে, তা সবসময় ঠিকভাবে পরিচালিত হবে তখনই যখন শরীরের অভ্যন্তরীণ রক্ত প্রবাহ সঠিকভাবে হবে। শরীরের বিভিন্ন রক্ত চলাচল ব্যাহত হলে আমাদের নানাবিধ সমস্যায় পড়তে হবে। শরীরের অভ্যন্তরীণ রক্ত চলাচল ব্যাহত হওয়ার কারণে প্রধানতঃ ২টি রোগ হয়। তা হল হৃদযন্ত্রের সমস্যা এবং ডায়াবেটিকস। এছাড়াও আরো নানাবিধ দীর্ঘ-স্থায়ী সমস্যা হতে পারে। তাই শরীরে নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন সঠিকভাবে করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা দরকার :

১। কায়িক শ্রম : প্রতিদিন নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা দরকার। বিশেষত প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট হাঁটা/ জগিং করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ছোট বাচ্চাদের এবং যুবকদের জন্য খেলাধূলা হচ্ছে শারীরিক পরিশ্রমের একটি প্রধান উপায়। এছাড়া, স্কাউট বন্ধুরা প্রতিদিন বিপি পিটি করার মাধ্যমে এই কাজ সম্পাদন করতে পারে।

২। খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন : যথাসম্ভব কম তেল ও চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ, অধিক মাংসের পরিবর্তে মাছ এবং বেশি পরিমাণ শাক-সবজি, ডাল গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ঔষধি গুণাগুণ সম্পন্ন ভেষজ, যেমন- পেয়াজ, আদা, রসুন ইত্যাদি শরীরের

ক্ষতিকার এনজাইম গুলো নষ্ট করে ফেলে এবং শরীরের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে। ভেজিটিবল তেল, বিভিন্ন প্রকার বাদাম তেল ইত্যাদি শরীরের অনেক প্রয়োজনীয় ভিটামিন (ই, কে) যোগান দেয়। বেশি পরিমাণ ফলমূল খেলে শরীরের এন্টি অক্সিডেন্ট-এর মাত্রা বৃদ্ধি পায় যা শরীরের কোষগুলো সুস্থ রাখছে।

কিছু ভিটামিন যেমন বি৬, কেলিন, ভিটামিন ই এবং ভিটামিন এ যুক্ত খাবার বেশি পরিমাণ খেতে হবে। প্রতিদিন কমপক্ষে ৬ ঘণ্টা পরিমিত ঘুমাতে হবে এবং যথাসম্ভব দুশ্চিন্তামুক্ত এবং উৎফুল্ল থাকতে হবে।

(ঙ) নিজ গ্রুপের তিনজন সহ ১০ জন ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ ও নাম ঠিকানা সংগ্রহ :

এক জন রোভার সহচরকে নিজের গ্রুপের তিন জনসহ মোট দশজন রক্তদানে সক্ষম ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ, নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ও রক্তের গ্রুপ সংগ্রহ করে লগ বইতে নিচের ছক অনুসরণ করে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

নং	নাম	ঠিকানা	জন্মতারিখ	ফোন	ব্লাড গ্রুপ

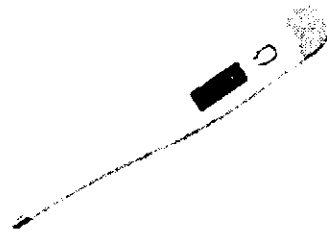
চ) জ্বর মাপতে পারা :

একজন রোভার সহচরকে থার্মোমিটারের সাহায্যে শরীরের তাপমাত্রা মাপতে শিখতে হবে। মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। যদি থার্মোমিটারে মাপার পর শরীরের তাপমাত্রা ৯৮ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশি হলে বুঝতে হবে যে জ্বরে আক্রান্ত। আমরা সাধারণত দুই ধরনের থার্মোমিটার দেখে থাকি। সেগুলো হলো :

Thermometer  
Comparisons



থার্মোমিটার



ডিজিটাল থার্মোমিটার

## বি-পি'র পিটি :

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাডেন পাওয়েল খুব সহজ ছয়টি পিটি চালু করেন। সকল বয়সের মানুষের জন্য এটা উপযোগী। এমন কি দুর্বল ও ছোট বালকও বিপি পিটি করতে পারে। প্রতিদিন বিপি পিটি অনুশীলনের মাধ্যমে সে নিজেকে শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। পিটিগুলো করতে মাত্র ১০ মিনিট সময় নেয় এবং কোন প্রকার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না।

প্রত্যহ সকালে ঘুম থেকে উঠেই এবং প্রত্যহ রাতে বিছানায় যাওয়ার আগে পিটিগুলো অভ্যাস করা উচিত। স্বল্প পরিচ্ছদে অথবা খালি গায়ে এবং মুক্ত বাতাসে অথবা খোলা জায়গার কাছে পিটিগুলো অনুশীলন করা উত্তম। পিটি করার সময় নাকের সাহায্যে নিঃশ্বাস গ্রহণ ও মুখের সাহায্যে ত্যাগ করার বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। কোন পিটি কি উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে তা পিটি করার সময় চিন্তা করলে পিটির কার্যকারিতা বেড়ে যায়। এই পিটিগুলো খালি পায়ে অনুশীলন করলে পায়ের পাতা ও আঙুলগুলো অধিকতর সরল হবে।

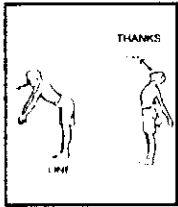
## ১ নম্বর পিটি : (মাথা ও ঘাড়ের জন্য)

প্রথমে দুই হাতের তালু ও আঙুল দিয়ে কয়েকবার মাথা, মুখমন্ডল এবং ঘাড় ঘসে নিতে হবে। তারপর আঙুলি দিয়ে ঘাড় এবং গলার মাংসপেশী টিপে দিতে হবে। ঘুম ভাঙার পর বিছানায় বা ঘরে এই পিটি করা যেতে পারে। তারপরে চিরশনী দিয়ে চুল আঁচড়ে, দাঁত ব্রাশ করে নাক মুখ ধুয়ে এক গ্রাস ঠাণ্ডা পানি পান করে পরবর্তী পিটিগুলো করতে হবে।

(যদিও এই পিটিটি ১ নং পিটি হিসেবে গণ্য হয়েছে কিন্তু সাধারণ পিটি অর্থে যা বোঝায় এটা না হলেও বিপির পিটিগুলির মধ্যে এটি প্রাথমিক এবং প্রস্তুতি মূলক কাজ। ঘুম থেকে উঠে এই কাজগুলি করে নিয়ে পরবর্তী পিটিগুলি করতে হবে)। পিটি করার সময় সকল সঞ্চালন যথাসম্ভব ধীরে করতে হবে।

## ২ নম্বর পিপি : (বক্ষদেশের জন্য)

সোজা অবস্থায় থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে বাহুর স্থির অবস্থায় সামনের নিচের দিকে এমনভাবে ঝুলিয়ে দিতে হবে যেন অগ্রবাহুর পিছন দিকটার পাশাপাশি অবস্থায় হাঁটুর সামনের দিকে থাকে। নিঃশ্বাস গ্রহণ করে ধীরে ধীরে হাত উপর দিকে উঠাতে হবে। এ সময় নাক দিয়ে গভীরভাবে যতটুকু সম্ভব নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে হবে। এরপর হাত দু'টো ক্রমান্বয়ে পিছন দিকে নিতে হবে এবং শব্দ করে দম ছাড়তে হবে।



স্রষ্টার এই মুক্ত বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে রক্ত সঞ্চালনে সহায়ক হবে। মুখে উচ্চারণ করতে হবে “Thanks” বা ‘শুকরিয়া’

(স্রষ্টার উদ্দেশ্য)। এরপর আবার সামনের দিকে পূর্বের ন্যায় ঝুঁকে নিঃশ্বাস এমনভাবে ত্যাগ করতে হবে যেন সবটুকু বাতাসই বের হয়ে যায়। এ সময় যতবার এরূপ করা হলো সেই সংখ্যা উচ্চারণ করতে হবে। এই পিটি ১২ (বার) বার করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে, এই পিটির মূল উদ্দেশ্য কাঁধ, বক্ষ, হৃৎপিণ্ড এবং শ্বাসতন্ত্রসহ অভ্যন্তরীণ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশের উন্নয়ন সাধন করা।

গভীরভাবে নিঃশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিক মুক্ত বাতাস গ্রহণ ফুসফুসের জন্য এবং রক্ত সঞ্চালনের জন্য খুবই প্রয়োজন, বক্ষের আঁকার বৃদ্ধিতেও এর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এই পিটি করতে হবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এবং কখনও একনাগাড়ে অনেকবার করা যাবে না। যতখানি সম্ভব বুক বিশেষ করে হাড় ও পিছন দিকটা ফুলে উঠা না পর্যন্ত নাকের সাহায্যে বাতাস গ্রহণ করতে হবে। এভাবে একবার শেষ করার পর পুনরায় পূর্বের ন্যায় মুখ দিয়ে বাতাস গ্রহণ করতে হবে এবং পুনরায় ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়তে হবে এবং এভাবেই যথার্থ নিঃশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের মাধ্যমে বক্ষ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও কণ্ঠনালীর সমভাবে উন্নয়ন সাধন হয়।

### ৩ নম্বর পিপি : (পেটের জন্য)

এই পিটির সময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আঙুলগুলি মুক্ত রেখে দুই হাত সামনে প্রসারিত করতে হবে। তারপর কোমরের উপরিভাগ ধীরে ডান দিকে ঘুরাতে হবে যেন পা অর্থাৎ

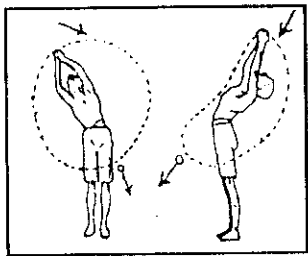


কোমড়ের নিম্নভাগ না নড়ে! এভাবে যতটুকু পারা যায় ডানদিকে ঘুরাতে হবে। এ সময় ডান হাত যতুক পিছনে নেওয়া যায় ততটুকু নিতে হবে ও দুই বাহু ও বরাবর রাখার চেষ্টা করতে হবে যেন তা কাঁধের বরাবর থাকে। এই রকম করে আবার ডান দিক থেকে ধীরে ধীরে বাম দিকে ঘুরতে হবে। এভাবে ডান থেকে বামে ও বাম থেকে ডানে ১২ (বার) বার করা আবশ্যিক।

এই পিটি করার সময় সতর্কতার সাথে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করতে হবে। নাকের সাহায্যে বাতাস গ্রহণ করতে হবে (মুখের সাহায্যে নয়)। ডান প্রান্তে হাত নেয়ার সময় নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হবে। ডান প্রান্ত থেকে হাত দুটো একই পদ্ধতিতে ক্রমান্বয়ে মুখের সাহায্যে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বাম দিতে নিতে হবে। বাম প্রান্তে এসে নিঃশ্বাস ছাড়া শেষ করতে হবে। বাম দিকের শেষ প্রান্তে পৌঁছার পর কতবার হলো সেই সংখ্যা গুনতে হবে। এভাবে ছয় বার ডান দিকে যাওয়ার সময় নিঃশ্বাস গ্রহণ করে বাম দিকে যাওয়ার সময় নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। এই ব্যায়ামের ফলে অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ বিশেষ করে যকৃত, অগ্নাশয় নড়াচড়া করে এবং তাদের কাজ সহজ করে দেয়। এছাড়া পাঁজর ও পাকস্থলির চারপাশের বাইরের মাংস পেশীকে স বল করে।

## ৪ নম্বর পিটি : (মধ্য শরীরের জন্য)

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথার উপর দিকে দুই হাত যতটুকু সম্ভব তুলে ধরে উভয় হাতের আঙুলগুলি সংযুক্ত করে ধরে পেছন দিকে ঝুঁকে দাঁড়াতে হবে। তারপর খুব ধীরে ধীরে বাহুসহ দেহের উপরিভাগ এমন ভাবে ঘুরিয়ে আনতে হবে যেন দেহের চারদিক একটি প্রশস্ত বৃত্তাকারে ঘুরে আসে।



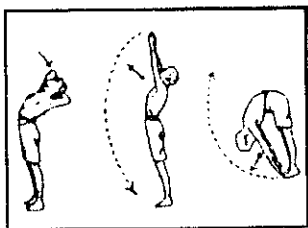
কোমর থেকে দেহের উপরিভাগ একদিক থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে আবার অপর দিক দিয়ে পিছনে পূর্বের অবস্থানে যেতে হবে। এই পিটি কোমর এবং পাকস্থলির পেশীর জন্য অত্যন্ত কার্যকর। একদিক দিয়ে ছয়বার আবার অন্যদিক দিয়ে ছয় বার এই ব্যায়াম করতে হবে। এরূপ করার সময় চোখের দৃষ্টি

যতদূর যায় তা দেখার চেষ্টা করতে হবে।

এই পিটি করার সময় মনে মনে একটি অনুভূতি আনতে হবে দুই হাত যেভাবে আঁকড়ে ধরা আছে তাতে মনে হবে যেন বন্ধুদের অর্থাৎ অন্য ক্লাউটদের সাথে করমর্দন বা আলিঙ্গনে আবদ্ধ রয়েছে।

প্রতিবার নুইয়ে ঘুরার সময় ডান দিকে, বাম দিকে, সামনে এবং পেছনে প্রত্যেক দিকে বন্ধুদের সাথে মিশে রয়েছে। সবাই আমাকে ভালবাসে, সবার সাথে আমার বন্ধুত্ব রয়েছে। আমাকে এই সৃষ্টাই সৃষ্টি করে দিয়েছেন। উপর দিয়ে ঘুরার সময় উপর দিকে তাকিয়ে স্বর্গীয় বায়ু গ্রহণ করলে বেশ ভাল এবং চাঙা বোধ হবে। আর বৃত্তাকারে ঘুরে আসার সময় ভেতরের বাতাসগুলি চারপাশে ছড়িয়ে দিতে হবে। নিচের দিকে নামার সময় নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে এবং উপরের দিকে উঠার সময় নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে হবে।

## ৫ নম্বর পিটি : (দেহের নিম্নভাগ এবং পায়ের পেছনের অংশের জন্য)



অন্য পিটিগুলোর মত এই পিটিগুলোর সাহায্যেও শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণে রুদপিণ্ড, ফুসফুসের উন্নয়ন ঘটে এবং রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া সহজ হয়। এই পিটির জন্য সোজা হয়ে নিজেকে উঁচুতে হাত তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে। দুই পা পরস্পর থেকে কিছুটা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে এবং চিত্রের মত করে দুই

হাতের কনুই ভাঁজ করে আঙুলগুলি দিয়ে মাথার পিছন দিকে স্পর্শ করে রাখতে হবে। সাথে সাথে দেহের উপরিভাগ পিছন দিকে নুইয়ে দিয়ে আকাশের দিকে তাকাতে হবে। আকাশের দিকে তাকানোর সময় স্রষ্টার উদ্দেশ্যে এমন প্রার্থনা করা যায় “আমি তোমার, আমার মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত”। এ সময় নাক দিয়ে প্রাণভরে বাতাস গ্রহণ করতে হবে (মুখে বাতাস গ্রহণ করা যাবে না)।

তারপর পুনরায় হাত উপরের দিকে দিয়ে হাটু সোজা রেখে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সামনের দিকে বাঁকা হতে হবে। এ সময় হাতের আঙুলগুলি পায়ের আঙুল স্পর্শ করার চেষ্টা করতে হবে। তবে এ জন্য শরীর কাঁকালোর প্রয়োজন নেই বা কোন বল প্রয়োগ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে যতটুকু পারা যায় ততটুকুই যথেষ্ট। এরপর ত্রুমেই দেহ উপরে উঠাতে হবে এবং পূর্বের স্থানে নিয়ে যেতে হবে। এ সময় নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে হবে। এভাবে এই পিটি ১২ বার করতে হবে। এই পিটিতে পায়ের আঙুল স্পর্শ করা মূখ্য উদ্দেশ্য নয়, এর উদ্দেশ্য হলো পেটের পেশীগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

**৬ নম্বর পিটি :** (পা, পায়ের পাতা এবং অগ্রভাগের জন্য)

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত কোমড়ে রাখতে হবে। পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে হাঁটু বাইরের দিকে ভাঁজ করে গোটা দেহ সোজা রেখে নিচের দিকে নামাতে হবে। এই সময় পায়ের গোড়ালী মাটি থেকে উপরে থাকবে। এই পিটির সময় পায়ের গোড়ালী পশ্চাৎ দেশে সামান্য স্পর্শ করবে। আবার ধীরে ধীরে নিচে থেকে উপরে উঠে পূর্বের ন্যায় দাঁড়াতে হবে। এই পিটি ১২ বার করতে হবে।



নিচের দিকে নামার সময় মুখের সাহায্যে সংখ্যা গণনা করতে করতে মুখ দিয়ে বাতাস ত্যাগ করতে হবে এবং উপরের দিকে উঠার সময় নাক দিয়ে বাতাস নিতে হবে। দেহের সমস্ত ভার সকল সময় পায়ের অগ্রভাগে পড়বে। হাঁটু বাইরের দিকে ভাঁজ

করে বসলে সহজে ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে।

এই পিটি অভ্যাস করার সময় মনে রাখতে হবে এর মূল উদ্দেশ্য উরু পায়ের পাতার পেশীতন্ত মজবুত করা এবং একই সাথে এটা পাকস্থলীর ব্যায়াম। সুতরাং এই পিটি দিনে একাধিকবার বা যে কোন সময় করা যেতে পারে। বিপি পিটিগুলো শুধু সময় কাটানো জন্য নয় বরং শরীর গঠনে খুবই সহায়ক।

## আত্ম উন্নয়ন

আত্ম উন্নয়ন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

(ক) আত্ম উন্নয়ন কী?

আত্ম উন্নয়ন হচ্ছে একজনকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে তৈরি হবার জন্য পথ দেখানো। এখানে রোভার স্কাউট প্রোগ্রামের মাধ্যমে যুব বয়সী ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে সহযোগিতা করবে।

(খ) আত্ম উন্নয়ন বিভাগ থেকে ব্যাজ বাছাই প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা।

আত্মউন্নয়ন বিভাগ থেকে ব্যাজ অর্জনের কাজ সদস্য স্তর থেকে শুরু করে সেবা স্তরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। নিম্নলিখিত ব্যাজগুলো থেকে একজন রোভার স্কাউটকে রোভার প্রোগ্রাম অনুসারে ব্যাজ অর্জনের কাজ পরিকল্পনাসহ শুরু করতে হবে।

নিম্নের যে কোন একটি বিষয়ে “স্বনির্ভর ব্যাজ” অর্জন (সময় অন্তত এক বছর) :



স্বনির্ভর ব্যাজ

কম্পিউটার, পোলট্রি ও মৎস্য চাষ, ডেইরি ফার্ম, সেলাই কাজ (সেলাই, ব্লক, বাটিক, এমবেয়ডারী)। বিউটিশিয়ান, পর্যটন কর্মী, আলোকচিত্র শিল্পী, স্যাটেলাইট ও টেলিকমিউনিকেশন, সাংবাদিকতা, নার্সারি, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, শিল্পকলা (সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত, নৃত্য), চিত্র ও কারুশিল্প, সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স ইত্যাদি।

নিম্নের যে কোন একটি বিষয়ে “স্কাউট কর্মী ব্যাজ” অর্জন :

প্রাথমিক প্রতিবিধান, পাইওনিয়ারিং, সিগনালিং, উদ্ধারকর্মী, হেলথ মোটিভেটর ইত্যাদি।



স্কাউট কর্মী ব্যাজ

(গ) স্বনির্ভর ব্যাজ ও স্কাউট কর্মী ব্যাজ কীভাবে অর্জন করতে হয় সে সম্পর্কে জানা।

এই ব্যাজ অর্জনের জন্য একজন রোভার স্কাউটকে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে :

১. স্কাউট কর্মী ব্যাজ/ স্বনির্ভর ব্যাজ এর কাজ সদস্য/ প্রশিক্ষণ স্তর থেকে শুরু করা যাবে।
২. স্বনির্ভর ব্যাজগুলির মধ্য থেকে একটি বিষয় এবং স্কাউট কর্মীগুলির মধ্যে থেকে একটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে।
৩. নির্বাচনকৃত বিষয়গুলি ব্যক্তি জীবনে কি কি কাজে লাগবে তাঁর উপর বিস্তারিত বিবরণ তৈরি করে রোভার স্কাউট লিডার ও জেলা রোভার স্কাউট কমিশনারের অনুমোদন নিতে হবে।
৪. কাজ শুরু করা পর থেকে অনূন্য ১ বছর নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে।
৫. কাজ চলাকালীন অন্তত পক্ষে ৩ বার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে রোভার স্কাউট লিডার এবং জেলা রোভার স্কাউট লিডারকে অবহিত করতে হবে।
৬. কাজের অগ্রগতির বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞের সহায়তার প্রয়োজন হলে সহায়তা নেয়া যাবে। এ বিষয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজন হলে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। ইন্টারী প্রয়োজনে তা করতে হবে। কাজ শেষ হওয়ার পরবর্তী এক মাসে রোভার স্কাউট লিডারের অনুমোদন সহকারে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট (লগ বই) চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জেলা রোভার স্কাউট কমিশনারের নিকট পেশ করতে হবে।

স্বনির্ভর ব্যাজ ও স্কাউট কর্মী ব্যাজ অর্জনের জন্য উল্লিখিত বিষয়গুলির বাহিরেও ইচ্ছে করলে কোন রোভার স্কাউট অন্য নতুন বিষয় নির্বাচন করতে পারবে। তবে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বিষয়টি তার বাস্তব জীবনে কাজে লাগে। এ ক্ষেত্রে বর্তমান বিষয়গুলির প্রোগ্রামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সহযোগিতা নিয়ে নতুন বিষয়টির প্রোগ্রাম তৈরি করে তা রোভার স্কাউট লিডার ও জেলা রোভার স্কাউট লিডার, জেলা রোভার স্কাউট কমিশনারের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রোগ্রাম বিভাগ থেকে অনুমোদন নিতে হবে।

আত্মউন্নয়নের জন্য সমন্বয়যোগী অন্য কোন বিষয়ে রোভার স্কাউট যদি ব্যাজ অর্জন করতে চায়, সেক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

□ যদি রোভার প্রোগ্রাম অনুযায়ী পরিপূর্ণভাবে কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকি, তবে নিচের কাজগুলো সম্পন্ন করেছি কিনা সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হবে :

১. নির্ধারিত ৮টি ক্রু-মিটিং ও অতিরিক্ত এক বা একাধিক বিশেষ ক্রু-মিটিং।
  ২. মাই প্রোগ্রেস সম্পন্ন করে রোভার স্কাউট লিডার, গ্রুপ রোভার স্কাউট লিডার, গ্রুপ সভাপতি, জেলা রোভার স্কাউট লিডার, জেলা রোভার সম্পাদক, জেলা রোভার কমিশনারের অনুমোদন গ্রহণ।
  ৩. রোভার সহচর লগ বই লিপিবদ্ধ ও লিপিবদ্ধকৃত লগ বই-এ রোভার স্কাউট লিডারের অনুমোদন গ্রহণ।
  ৪. রোভার সহচর হিসেবে স্পঙ্গরের নিকট থেকে স্কাউটিং সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।
  ৫. রোভার সহচর হিসেবে স্পঙ্গরের তত্ত্বাবধানে থেকে ৩-৯ মাস (বিশেষ ক্ষেত্রে ১ মাস) অতিবাহিত করা।
  ৬. স্কাউট আন্দোলনের নীতি ও পদ্ধতির সাথে মিলিয়ে চলতে নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুতকরণ।
- যদি উপরের কাজগুলো করে থাকি তবে এখন দীক্ষা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।





## আত্মশুদ্ধি

একজন রোভার সহচর হিসেবে দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে 'আত্মশুদ্ধি' বা 'ভিজিল' পালন করবে। এই আত্মশুদ্ধি একজন রোভার সহচরের রোভার স্কাউট হিসেবে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব পালনের পূর্বে মানসিক প্রস্তুতি বলে বিবেচিত হয়। আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে সাধারণত দীক্ষার পূর্ব রাতে রোভার স্কাউট লিডার বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে থাকেন। রোভার সহচর রাত্রি যাপন করে আত্মশুদ্ধি বা ভিজিল সম্পন্ন করে দীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

## দীক্ষা গ্রহণ

দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে একজন নবাগত/রোভার সহচর রোভার স্কাউট জীবনে প্রবেশ করে আর এই কারণেই দীক্ষা অনুষ্ঠান রোভার স্কাউটদের জন্য একটি ভাবগাম্ভীর্য ও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, যা তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনের প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। দীক্ষার পূর্বে কেউ নিজেকে স্কাউট পরিচয় দিতে পারে না। রোভার স্কাউট লিডার দীক্ষা অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন।

**প্রস্তুতি :** দীক্ষা অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য বেশ কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। তারিখ এবং সময় গ্রুপ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। দীক্ষা প্রার্থীর করণীয় বিষয়সমূহ ভালভাবে মহড়া দিয়ে নিতে হবে। প্রার্থীর সদস্য ব্যাজ, স্কার্ফ, ওয়াগল, সদস্য স্তরের অ্যাপুলেট, মাই প্রোগ্রেস, টুপি ইত্যাদিসহ দুটি স্কাউট পতাকা সংগ্রহ করে হাতের কাছে রাখতে হবে।

**অনুষ্ঠান পরিচালনা :** পতাকাকে সামনে রেখে রোভার স্কাউটরা অশ্ব খুরাকৃতিতে আরামে দাঁড়াবে। দীক্ষা প্রার্থী নিজ উপদলের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর জায়গায় দাঁড়াবে। রোভার স্কাউট লিডার পতাকা দণ্ডকে ডানে রেখে এবং গ্রুপ স্কাউট লিডার এক কদম বামে রেখে এক কদম পিছনে দাঁড়াবেন। সিনিয়র রোভার মেট লাঠিতে বাঁধা স্কাউট পতাকা নিয়ে রোভার স্কাউট লিডারের এক কদম বামে একই লাইনে দাঁড়াবে। সহকারী রোভার স্কাউট লিডারগণ রোভার স্কাউট লিডারের এক কদম পিছনে একই লাইনে দাঁড়াবেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ সহকারী রোভার স্কাউট লিডারদের পিছনে নির্ধারিত জায়গায় বসবেন।

**দীক্ষা অনুষ্ঠান শুরু :** গ্রুপ স্কাউট লিডার "দল সোজা হও" বলবেন। এরপর দীক্ষা অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে রোভার স্কাউট লিডারকে অনুষ্ঠান পরিচালনার অনুরোধ জানাবেন। রোভার স্কাউট লিডার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে দীক্ষা প্রার্থীকে তাঁর সামনে উপস্থিত করার জন্য তার রোভার মেটকে আদর্শে দিবেন। রোভার মেট এক কদম সামনে এসে বামে ঘুরে প্রার্থীর সামনে যেয়ে এক কদম সামনে আসতে বলবে এবং

নিজের ডানে ঘুরে প্রার্থীকে বলবে সামনে চল। সে রোভার স্কাউট লিডারের সামনে উপস্থিত হয়ে সালাম করে বলবে “স্যার আমি ‘ক’ উপদলের রোভার মেট ‘খ’ আমার উপদলের দীক্ষা প্রার্থী ‘গ’ রোভার সহচরের সকল প্রোগ্রাম সফলতার সাথে সমাপ্ত করেছে এবং তাঁর আত্মশুদ্ধি হয়েছে। সে দীক্ষা গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে। তাঁকে দীক্ষা দেয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।” রোভার স্কাউট লিডার ‘ধন্যবাদ’ জানালে সে এক কদম পিছনে গিয়ে দাঁড়াবে।



এবার রোভার স্কাউট লিডার দীক্ষা প্রার্থীকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করবেন এবং দীক্ষা প্রার্থী তার জবাব দেবে।

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| রোভার স্কাউট লিডার | : | তুমি কি তোমার আত্মমর্যাদা বুঝ?  |
| দীক্ষা প্রার্থী    | : | জিঁ হ্যাঁ জনাব।   |
| রোভার স্কাউট লিডার | : | বল তো এর অর্থ কি?   |
| দীক্ষা প্রার্থী    | : | আমি সৎ ও সত্যবাদী হব।   |
| রোভার স্কাউট লিডার | : | তুমি কি স্কাউট প্রতিজ্ঞা, আইন, মটো ও মূলনীতি জান?   |
| দীক্ষা প্রার্থী    | : | জিঁ হ্যাঁ জনাব।   |
| রোভার স্কাউট লিডার | : | আমি কি বিশ্বাস করতে পারি যে, তুমি তোমার আত্মমর্যার উপর নির্ভর করে, আল্লাহ ও দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে, সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে, স্কাউট আইন মেনে চলতে তুমি তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। |

দীক্ষা প্রার্থী

ঃ জি হ্যাঁ জনাব ।

রোভার স্কাউট লিডার ঃ তাহলে আমার সাথে স্কাউট চিহ্ন দেখাও এবং প্রতিজ্ঞা পাঠ কর.....

সিনিয়র রোভার মেট তখন পতাকার শীর্ষ দীক্ষা প্রার্থী এবং রোভার স্কাউট লিডারের মাঝখানে সমান্তরাল করে ধরবে । রোভার স্কাউট লিডার এবং দীক্ষা প্রার্থী উভয়ে বাম হাত দিয়ে পতাকা দন্ডের মাথা ধরবেন এবং রোভার স্কাউট লিডার তখন স্কাউট প্রতিজ্ঞা ধীরে ধীরে পাঠ করতে থাকবে এবং সাথে সাথে দীক্ষা প্রার্থীও পাঠ করবে ।

প্রতিজ্ঞা ঃ

আমি আমার আত্মমর্যাদার ওপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে—

- আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব ।

প্রতিজ্ঞা শেষে স্কাউট চিহ্ন নামানোর সঙ্গে সঙ্গে পতাকা দণ্ড ছেড়ে দিতে হবে । সিনিয়র রোভার মেট পতাকা দণ্ড সরিয়ে নিবে । প্রতিজ্ঞা পাঠের সময় পূর্ব দীক্ষিত রোভার স্কাউটরাও স্কাউট চিহ্ন দেখাবে এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা পাঠ করবে । এবার রোভার স্কাউট লিডার সদস্য ব্যাজ পরিয়ে সালাম দেবেন এবং করমর্দন করে তাকে বিশ্ব স্কাউটসের একজন সদস্য হিসেবে স্বাগত জানিয়ে শুভ কামনা করে নিজ অবস্থান হতে বামে এক কদম পাশে সরে দাঁড়াবেন । গ্রুপ স্কাউট লিডার এবার নবদীক্ষিত রোভার স্কাউটের সামনে এসে স্কার্ফ ও অ্যাপুলেট পরিয়ে দিয়ে সালাম ও করমর্দন করে শুভ কামনা করে তাঁর জায়গায় চলে আসবেন । এরপর সহকারী রোভার স্কাউট লিডার টুপি পরিয়ে সালাম ও করমর্দন করে শুভ কামনা করে নিজেদের জায়গায় ফিরে যাবেন এরপর রোভার মেট নবদীক্ষিত রোভার স্কাউটের সামনে এসে সালাম ও করমর্দন করে অভিনন্দন জানিয়ে তার বাম দিকে রোভার স্কাউট লিডারের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে । রোভার স্কাউট লিডার রোভার মেট এবং নবদীক্ষিত রোভার স্কাউটকে উল্টা দিকে ঘুরতে আদেশ দিবেন । দলকে সালাম করার জন্য নব দীক্ষিত রোভার স্কাউটকে আদেশ দিবেন । দলের সকলেই তার সালামের উত্তর দেবে । এরপর রোভার স্কাউট লিডার রোভার মেটকে নব দীক্ষিকে তার উপদলে নিয়ে যেতে বলবেন । উপদলে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিনিয়র রোভার মেট ইয়েলের মাধ্যমে নবদীক্ষিতকে স্বাগত ইয়েল জানাবে ।

- সিনিয়র রোভার মেট : নবদীক্ষিত রোভার স্কাউটকে  
 পূর্ব দীক্ষিত রোভাররা : স্বাগতম..... স্বাগতম..... সুস্বাগতম  
 (নবদীক্ষিত চুপ থাকবে)  
 সিনিয়র রোভার মেট : অন্য সবাইকে  
 নবদীক্ষিত রোভার স্কাউট : ধন্যবাদ..... ধন্যবাদ..... ধন্যবাদ.....  
 (পূর্বদীক্ষিত চুপ থাকবে) (এভাবে তিন বার বলতে হবে।)

এরপরই গ্রুপ স্কাউট লিডার সকলকে আরামে দাঁড় করিয়ে অভ্যাগত অতিথিদের বক্তব্য শেষে তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। দীক্ষা অনুষ্ঠানের পর আপ্যায়ন বিচিত্রানুষ্ঠান করা যেতে পারে।

মনে রাখতে হবে একটি দীক্ষা অনুষ্ঠানে একজনের দীক্ষা আয়োজন করা শ্রেয়। যদি এর বেশি জনের প্রয়োজন হয় তবে তাও সীমিত হওয়া আবশ্যিক। গ্রুপ রোভার স্কাউট লিডার ও সহকারি রোভার স্কাউট লিডার গ্রুপে না থাকলে দীক্ষা অনুষ্ঠানে তাদের ভূমিকাগুলিও রোভার স্কাউট লিডার সম্পন্ন করবেন।





ব্যক্তিগত তথ্য পাতা \_\_\_\_\_



ব্যক্তিগত তথ্য পাতা \_\_\_\_\_



ব্যক্তিগত তথ্য পাতা \_\_\_\_\_

ব্যক্তিগত তথ্য পাতা \_\_\_\_\_

